কানাইলাল দাশ কর্ত্তৃক জ্ঞানতীর্থ ১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট কলিকাতা—১২
হইতে প্রকাশিত ও বাবুলাল প্রামাণিক কর্ত্তৃক সোমা প্রকাশনী
২।এ কেদার দত্ত লেন হইতে মুদ্রিত।

সাহিত্যিক-বন্ধু

ডক্টর স্নশীল রায়

প্রীতিভাজনেষু—

মুখবন্ধ

অ্যান্টন প্যাভলোভিচ্ শেখভ (১৮৪০-১৯০৪) উনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যে একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর প্রতিভা তাঁর পূর্ববর্তী রুশ ঔপন্যাসিক টলস্টয় ও ডস্টয়েভ্স্কির মত বিরাট না হলেও তাঁর সীমাবদ্ধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। তিনি এমন নতুন গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিলেন যার প্রভাব আজ তাঁর মৃত্যুর ৬০ বৎসর পরেও অক্ষুণ্ণ আছে। স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনি ছোট গল্প, উপন্যাস ও নাটক—সাহিত্যের এই তিনটি বিভাগেই সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন: বিশেষ করে ছোট গল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে স্বীকৃত। সাহিত্য সমালোচকগণ শেখভকে চিহ্নিত করেছেন ইম্প্রেসনিস্ট্ শিল্পী রূপে। ইম্প্রেসনিস্ট্ শিল্পীও বহুলাংশে বাস্তবতাবাদী—তবে তিনি খাঁটি বাস্তববাদী শিল্পীর মত প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামান না; তিনি জোর দেন নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা বাস্তবতার আবহাওয়া সৃষ্টির উপর। এইখানেই শেখভের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য। তাঁর নাটক বা গল্পের কাহিনী চিরাচরিত প্লট অবলম্বন করে গড়ে ওঠে না—গড়ে ওঠে জীবন-সম্পর্কিত নানাবিধ ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ঘটনা অবলম্বন করে। এই-ভাবে তিনি তাঁর কাহিনীতে যে নিজস্ব শেখভীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করতেন সে ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি পাওয়া যায় না। তিনি যে শিল্পরীতির প্রবর্তক ছিলেন, সে শিল্পরীতিতে ঘটনা-সংঘাতের স্থান গৌণ। এমন কি যে নাটক সাধারণত ঘটনা-সংঘাত-প্রধান হয়, সে ক্ষেত্রেও শেখভ নিজস্ব শিল্পরীতি প্রয়োগ করে 'স্থিতিশীল' নাটকের স্রষ্টা রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

রঙ্গব্যঙ্গের পত্রিকায় জনপ্রিয় হাসির গল্প রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে শেখভের যাত্রা সুরু হয়েছিল। কিন্তু তিনি পুরোপুরি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করার পর দেখা গেল যে ধীরে ধীরে তাঁর

জীবন-দর্শনই গেছে আমূল পরিবর্তিত হয়ে। রঙ্গব্যঙ্গ ও হাস্যরসের বদলে নৈরাশ্যের মনোভাব এসে বাসা বাঁধল তাঁর শিল্পীজীবনের মূলে। জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে যেন অকস্মাৎ এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে তুলল যে জীবন একটা কানাগলি মাত্র—এখানে সব কিছুই পূর্ব-নির্দিষ্ট, চেষ্টা করলেও তার হাত থেকে মুক্তি নেই। ১৮৮৬ থেকে ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে তাঁর শিল্পীজীবনের এই বিরাট রূপান্তর ঘটে গেল। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে লেখা তাঁর প্রথম নাটক 'আইভানোভ'এর মধ্যে আমরা প্রথম এই রূপান্তর লক্ষ্য করি। তদবধি তাঁর গল্প, উপন্যাস ও নাটকে এই মনোভাবেরই জয় জয়কার দেখা যায়। জীবনের ব্যর্থতার দিকটাই তাঁর সাহিত্যে সর্বত্র বড় হয়ে উঠেছে। সংবেদনশীল হৃদয়বান মানুষ শেখভের সাহিত্যে বৈষয়িক জীবনে ব্যর্থ। বৈষয়িক দিক থেকে সফল যে সব চরিত্র তিনি এঁকেছেন, তারা প্রায় ক্ষেত্রেই রুচিহীন ও হৃদয়হীন। জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে যে কাব্য আছে শেখভ ছিলেন তারই শিল্পী। এই শিল্পরীতিকে তিনি প্রায় পূর্ণতা দিয়েছিলেন বলা চলে।

শেখভের নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতাবোধের মূলে আছে এই সচেতনতা যে মানবজীবন তার সামগ্রিক অখণ্ডতা ও প্রকৃত মূল্যবোধ হারিয়ে বসেছে। ফলে যারা প্রকৃত সংবেদনশীল দরদী মনের অধিকারী তারা এই বিশৃঙ্খল ও কুৎসিৎ সমাজ জীবনে খাপ খাইয়ে চলতে না পেরে ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য হয় এবং অসীম একাকীত্ব ভোগে। শেখভের কাহিনীর বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আছে অনেক, চরিত্রও আছে নানা ধরণের; তবে অধিকাংশ কাহিনীতেই এই ব্যর্থতাবোধের দিকই প্রবল। শেখভের রচনার যে সব বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলাম তার প্রায় সবগুলিই বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থ 'বেদনাহত'র মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। মূল রুশভাষায় শেখভ এ গ্রন্থটির যে নামকরণ করেছিলেন তার অর্থ দাঁড়ায় 'আমার জীবন'। প্রকৃতপক্ষে এটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয়, একে বড় জোর ছোট উপন্যাস বলা চলে। এই কাহিনীর নায়ক মিসেল শেখভের ব্যর্থ, বেদনাবিদ্ধ নায়কদের অন্যতম। মিসেলের জীবনের স্বপ্ন ছিল নিজের শ্রমে ভালভাবে বাঁচা; প্রেম-প্রীতিতে তার হৃদয় ছিল পূর্ণ। সংবেদনশীল মনের অধিকারী মিসেল জীবনে পেল কি? পেল সর্বব্যাপী হতাশা, ব্যর্থতা ও দুঃখ।

এই গ্রন্থটি আমি 'আমার জীবন' নামে সর্ব প্রথম অনুবাদ করি ১৯৪০-৪১ সালে; তখন সবে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে জীবিকার্জনের পথে পা বাড়িয়েছি। 'আমার জীবন' নামেই এ অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'নাচঘর' মাসিক পত্রিকায়। সুসাহিত্যিক ৺হেমেন্দ্র কুমার রায় ছিলেন 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদক। তারপর দীর্ঘ বাইশ বৎসর এ অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশের অপেক্ষায় পড়ে ছিল আমার কাছে। আগ্রহের অভাবে এতকাল এটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। জ্ঞানতীর্থের মালিক শ্রীকানাইলাল দাশ অগ্রণী হওয়ায় এতদিনে গ্রন্থাকারে প্রকাশ সম্ভব হল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এর নামকরণ করা হল 'বেদনাহত'। নায়ক মিসেলের জীবনের পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এ নামকরণ করেছি।

প্রকৃত সাহিত্য যে যুগ, কাল বা ভূগোলের বাধা মানে না—এই বইটির অনুবাদ প্রকাশ প্রসঙ্গে নতুন করে তার প্রমাণ পেলাম। সত্তর বৎসর আগে লেখা শেখভের এ বইখানি আজও পাঠকদের চিত্ত জয়ের সমান দাবী রাখে। এ বইয়ের মাধ্যমে যা তিনি বলতে চেয়েছেন তা কালজয়ী। জারের আমলে রাশিয়ার সমাজ-জীবনের যে পটভূমি এখানে বিধৃত, আজও পৃথিবীর বহু সভ্য দেশে তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ। তাই এ বই পড়তে পড়তে শেখভ প্রদত্ত সামাজিক পটভূমিকাকে নিজের সময়ের সামাজিক পটভূমিকা বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি এবং বহু বাগ্‌বিস্তার সত্ত্বেও মানবসমাজের প্রগতি যে কত শ্লথগতিতে হচ্ছে এ তারই প্রমাণ। যাই হোক, শেখভের এই অনুবাদ গ্রন্থখানি যদি বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দ দিতে পারে তাহলে নিজের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৫ই আগস্ট, ১৯৬০
৫০এ, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা—১৯

গোপাল ভৌমিক

ডিরেক্টর আমাকে বল্‌লেন: "কেবল মাত্র তোমার পিতার সম্মানের জন্যই তোমাকে রেখেছি—নইলে বহুদিন আগেই তোমার চাকরি যেত।"

আমি উত্তর দিলাম: "হুজুর বোধ হয় আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য একথা বল্‌ছেন; কিন্তু আমার মনে হয় আমার যাবার মত অবস্থা হ'য়েছে।"

তারপর তাঁকে আমি বল্‌তে শুন্‌লাম: "এ ছোক্‌রাকে আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও: ও আমাকে বিরক্ত ক'রে তুলেছে!"

এর দুদিন পরে আমার চাকরি গেল। আমি বড় হ'য়ে বাবার মহা দুঃখের কারণ হ'য়েছিলাম। আমার বাবা মিউনিসিপ্যালিটির ঠিকাদার স্থপতি। আমি ইতিমধ্যেই ন'বার চাকরি বদ্‌লেছি; আমি এক চাকরি ছেড়ে আরেক চাকরি নিই কিন্তু সব চাকরিই মূলত এক—একই ছাঁচে ঢালা: আমাকে ব'সে ব'সে লিখ্‌তে হয়, কর্তৃপক্ষের নির্বোধ কড়া মন্তব্য শুন্‌তে হয় আর দিন গুণে ব'সে থাকৃতে হয় কখন আমার চাকরি যায়।

আমি যখন আমার বাবাকে চাকরি যাবার সংবাদ দিলাম তখন তিনি চোখ বুঁজে চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সেছিলেন। তাঁর ক্ষীণ শুক্‌নো মুখে (তাঁর মুখ বুড়ো ক্যাথলিক্ অর্গ্যান্‌বাদকের মত ছিল) একটা দীন আত্মসমর্পণের ভাব ছিল। তিনি আমার অভিবাদনের কোন উত্তর না দিয়ে এবং চোখ না খুলেই বললেন: "আমার প্রিয় পত্নী, তোমার মা, যদি বেঁচে থাকৃতেন তবে তোমার জীবন তাঁর পক্ষে অনন্ত দুঃখের কারণ হ'ত। আমি তাঁর অসময়ে মৃত্যুর পিছনে ভগবানের হাত দেখ্‌তে পাই। হতভাগা,

তুই নিজেই বল্," তিনি চোখ খুলে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "তোকে নিয়ে আমি কি করি ?"

যখন আমি ছোট ছিলাম তখন আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই জান্‌ত আমাকে নিয়ে কি করতে হ'বে, একদল আমাকে স্বেচ্ছাসেবক রূপে সৈন্যদলে যোগ দিতে বল্‌তেন—আরেকদল বল্‌তেন ঔষধের কারখানায় কাজ নিতে আবার কেউবা আমায় টেলিগ্রাফের কাজ শিখ্‌তে বল্‌তেন। কিন্তু এখন যখন আমার বয়েস চব্বিশ বৎসর হ'য়েছে—আমার চুলে পাক ধরতে সুরু ক'রেছে—আমি যখন একে একে সৈন্যদলে, ঔষধের কারখানায় এবং টেলিগ্রাফে কাজ ক'রে দেখেছি এবং সমস্ত সম্ভাবনাই যখন আমার কাছে নিঃশেষিতপ্রায় ব'লে মনে হ'চ্ছে—এখন আর কেউ আমায় উপদেশ দিতে আসেন না—তাঁরা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর মাথা নাড়েন।

"তুমি নিজের সম্বন্ধে কি ভাব ?" বাবা বলে চল্‌লেন, "তোমার বয়সের সব যুবকের সামাজিক পদমর্যাদা আছে আর তোমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখঃ তুমি অলস, তুমি ভিক্ষুক, নিজের জীবিকার জন্য বুড়ো বাবার উপর নির্ভরশীল !"

তারপর তিনি তাঁর অভ্যাস মত ব'লে চল্‌লেন যে আধুনিক যুবকরা অবিশ্বাস, জড়বাদ এবং আত্মশ্লাঘার জন্য ক্রমশ ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। তাঁর মতে সমস্ত থিয়েটার বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত কারণ এগুলির প্রভাবেই যুবকরা ধর্ম এবং কর্তব্যের পথ থেকে স'রে যাচ্ছে।

তারপর তিনি বল্‌লেন: "আগামী কাল তুমি আমার সঙ্গে যাবে এবং ডিরেক্টরের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রতিজ্ঞা করবে যে ভবিষ্যতে ভালভাবে কাজ কর্‌বে। সামাজিক পদমর্যাদাহীন অবস্থায় একদিনও তোমার থাকা উচিত নয়।"

"দয়া ক'রে আমার কথা শুনুন", আমি দৃঢ়ভাবে বল্‌লাম, যদিও ব'লে কিছু লাভ হ'বে ব'লে আমার মনে হ'ল না। "আপনি যাকে সামাজিক পদমর্যাদা ব'ল্‌ছেন সে তো মূলধন এবং শিক্ষার সাহায্যে লভ্য। কিন্তু যারা অশিক্ষিত এবং দরিদ্র তারা শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে—আমার বিষয়ে যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে আমি এরূপ কোন কারণ দেখ্‌তে পাই না।"

"তোমার পক্ষে কায়িক পরিশ্রমের কথা বলা মূর্খতা মাত্র," বাবা কিছুটা বিরক্ত হ'য়েই বল্‌লেন, "মূর্খ, বুঝবার চেষ্টা কর —মনে রেখ যে শারীরিক শক্তি ছাড়াও তোমার মধ্যে একটা ঐশী সত্ত্বা আছে—একটি স্বর্গীয় পাবকশিখা যার জন্য তুমি একটি গর্দভ এবং সরীসৃপ থেকে ভিন্ন এবং যার সাহায্যে তুমি ঈশ্বরের নিকটে যেতে পার। হাজার হাজার বৎসর ধ'রে মহাপুরুষেরা এই পবিত্র অগ্নিশিখা প্রোজ্জ্বল করে রেখেছেন। তোমার প্রপিতামহ জেনারেল পলোজনিভ্‌ বোরোডিনোতে যুদ্ধ ক'রেছিলেন; তোমার পিতামহ ছিলেন কবি, বাগ্মী এবং শ্রেষ্ঠ সামাজিক পদমর্যাদা-সমন্বিত; তোমার কাকা ছিলেন প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী আর আমি, তোমার বাবা, হ'চ্ছি স্থপতি! তোমার নিভিয়ে দেওয়ার জন্যই কি পলোজনিভ্‌রা এই পবিত্র অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রেখেছেন?"

"ন্যায়বিচার থাকা উচিত", আমি বল্‌লাম, "লক্ষ লক্ষ লোককে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়!"

"তারা করুক্‌। তারা আর কিছু করতে পারে না। মূর্খ এবং অপরাধীও কায়িক পরিশ্রম কর্‌তে পারে। এটা দাসত্ব এবং বর্বরতার চিহ্ন কিন্তু পবিত্র অগ্নিশিখালাভ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে।"

বাবার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তিনি নিজেকে পূজা করেন

বললেও অত্যুক্তি হয় না—নিজের কথা ছাড়া অন্যের কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। তা'ছাড়া আমি ভালভাবেই জানতাম যে যে-বিরক্তির সঙ্গে তিনি কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধে কথা বলছেন, পবিত্র অগ্নিশিখার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার থেকে সে-বিরক্তির জন্ম নয়; তার জন্ম আমি মজুর হবো এবং শহরের লোকেরা আমাকে নিয়ে আলোচনা করবে এই গোপন ভয় থেকে। কিন্তু প্রধান কথা এই যে আমার সহপাঠিরা সব বহু আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ ক'রে জীবিকা সংস্থানের চেষ্টা করছিল—স্টেট ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের ছেলে তো রাজস্ব বিভাগে ভাল চাকরিই করছিল—আর বাবার একমাত্র পুত্র আমিই কিছু করছিলাম না। বাবার সঙ্গে আর আলোচনা করা অর্থহীন এবং অপ্রীতিকর জেনেও আমি সেখানে ব'সেছিলাম এবং বাবা যাতে আমাকে বুঝতে পারেন সেই আশায় মাঝে মাঝে আপত্তি করছিলাম। সমস্যা খুবই সহজ এবং স্পষ্ট: আমি কি ক'রে জীবিকা নির্বাহ করব? কিন্তু বাবার চোখে এই স্পষ্টতা পড়ল না—তিনি মিষ্টি ভাষায় বোরোডিনো পবিত্র অগ্নিশিখা এবং সেই বিস্মৃত কবি আমার কাকা যিনি বাজে এবং কৃত্রিম ছড়া লিখতেন—সেই সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে চললেন এবং আমাকে মস্তিষ্ক-হীন মূর্খ বলে গাল দিতে লাগলেন। কিন্তু আমার নিজেকে বোঝানোর জন্য কি প্রবল আগ্রহ! সব সত্বেও আমি বাবাকে এবং আমার বোনকে খুব ভালবাসি; ছোট বেলা থেকে আমি এই ভালবাসাকে এত বেশী বদ্ধমূল ব'লে মনে ক'রে এসেছি যে কখনও বোধ হয় এর হাত থেকে আমি মুক্তি পাব না। আমি ন্যায়ই করি আর অন্যায়ই করি, আমি তাঁদের মনে আঘাত দিতে সর্বদা ভয় পাই: সব সময় আমার মনে ভয় হয় পাছে রাগে বাবার ক্ষীণ ঘাড় লাল হ'য়ে যায় এবং তিনি মূর্চ্ছা যান।

"আমার মত বয়সের লোকের পক্ষে বদ্ধ ঘরে ব'সে টাইপরাইটিং

মেসিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা লজ্জাজনক এবং নৈতিক অবনতির কারণ," আমি বললাম। "পবিত্র অগ্নিশিখার সঙ্গে এর কি যোগাযোগ আছে?"

"তবু এটা বুদ্ধির কাজ," বাবা বললেন। "কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে—এখন এ আলোচনা বন্ধ কর। তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে তুমি যদি অফিসে ফিরে যেতে না চাও এবং তোমার ঘৃণ্য মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দাও, তবে তুমি আমার এবং তোমার বোনের ভালবাসা হারাবে। আমি ভগবানের নিকট শপথ করছি উইলে তোমার নামে এক পয়সাও রেখে যাব না।"

অকৃত্রিম সরলতার সঙ্গে আমার মতলবের সাধুতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আমি বললাম: "উত্তরাধিকারের কথাটা আমার কাছে বড় বলে মনে হয় না। আমার যা' কিছু অধিকার আছে আমি ত্যাগ করছি।"

কোন অজানা কারণে আমার কথায় বাবা ভয়ানক চটে গেলেন। তাঁর মুখ লাল হয়ে গেল।

"মূর্খ, তুই আমার সামনে এই কথা বলার সাহস পেলি!" তিনি কর্কশ তীক্ষ্ণ গলায় চীৎকার করে উঠলেন। "বদ্‌মায়েস!" তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি কড়া আঘাত করলেন; একবার—দু'বার। "তুই নিজেকে ভুলে গেছিস।"

ছোট বেলায় বাবা যখন আমাকে মারতেন, আমি সৈনিকের মত খাড়া দাঁড়িয়ে সোজা তাঁর মুখের দিকে তাকাতাম। বাবা ক্ষীণকায় এবং বুড়ো হয়ে গেছিলেন কিন্তু তাঁর মাংসপেশী নিশ্চয়ই চাবুকের মত শক্ত কারণ তিনি খুব জোরে আঘাত করেছিলেন।

আমি বড় ঘরটায় ফিরে গেলাম কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর ছাতা দিয়ে কয়েকবার আমার মাথায় এবং কাঁধে মারলেন; ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যাপার কি জানবার জন্য আমার বোন বৈঠকখানার দরজা

খুলল কিন্তু করুণ ভয়ে তখনই আড়ালে চলে গেল—আমার পক্ষ নিয়ে একটা কথাও বলল না।

আমার অফিসে না ফিরবার সংকল্প—নতুন কর্মজীবন সুরু করবার সংকল্প কিন্তু অচল রইল। এখন শুধু কাজ পছন্দ করা বাকি—সে বিষয়েও বিশেষ অসুবিধা ছিল না—কারণ আমি সবল, ধৈর্যশীল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। যে জীবন একঘেয়ে কর্মমুখর, যে জীবন অর্ধাহার, নোংরা রুক্ষ পারিপার্শ্বিকে পূর্ণ, যে জীবনে সর্বদা কাজ এবং জীবিকানির্বাহের স্থূল চিন্তা—এমন জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে আমার কোনই আপত্তি ছিল না। আর কে জানে হয়তো কাজ থেকে গ্রেট জেন্টি্ স্ট্রীটে ফিরে এসে আমি এঞ্জিনিয়ার ডলঝিকভকে—যিনি বুদ্ধির কাজ করেন—ঈর্ষা করতাম কিন্তু এখন আমার ভাবী জীবনের বিপদের কথা ভাবতে খুব আরাম লাগল। আমি আগে বুদ্ধিজীবী কাজের কথা ভাবতাম—মনে মনে নিজেকে শিক্ষক, ডাক্তার কিংবা লেখক বলে ভাবতাম কিন্তু আমার সে সব স্বপ্নই র'য়ে গেল। বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ক'রে আমি আনন্দ পেতাম—থিয়েটার দেখা এবং পড়াশুনা করা আমার মজ্জাগত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু কোন বুদ্ধির কাজ করবার মত সামর্থ্য আমার ছিল কিনা জানতাম না। স্কুলে গ্রীক ভাষার প্রতি আমার একটা অপরাজেয় বিদ্বেষ ছিল; কাজেই চতুর্থ শ্রেণীতেই আমাকে পাঠ সমাপ্ত করতে হ'য়েছিল। আমাকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য তৈরী করাতে মাস্টার রাখা হয়েছিল। তারপর আমি অনেক চাকরি করলাম—অফিসে বেশীর ভাগ সময়ই পরিপূর্ণ আলস্যে কাটাতে হ'ত,—তবু আমি শুনতাম যে এরই নাম নাকি 'বুদ্ধির কাজ'!

শিক্ষা বিভাগে কিংবা মিউনিসিপ্যাল্ অফিসে আমার যে কাজ তাতে মানসিক প্রয়াস, প্রতিভা, ব্যক্তিগত সামর্থ্য কিংবা আধ্যাত্মিক সৃজনী ক্ষমতা কিছুরই দরকার ছিল না; এ কাজ ছিল সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক

এবং এই রকম 'বুদ্ধির কাজ' আমার মতে শারীরিক পরিশ্রমের চেয়েও নীচুদরের। আমি এরকম কাজ ঘৃণা করি এবং এক মুহূর্তের জন্যও এরূপ অলস নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের কোন সার্থকতা দেখি না, কারণ এরূপ জীবন যাপন করা কুঁড়েমি এবং জুয়োচুরির নামান্তর মাত্র। খুব সম্ভব সত্যিকারের 'বুদ্ধির কাজে'র সঙ্গে আমার সাক্ষাতই হয়নি।

সন্ধ্যার সময়। শহরের প্রধান রাস্তা গ্রেট্ জেন্ট্রি স্ট্রীটে আমরা বাস কর্‌তাম--সাধারণের জন্য কোন পার্ক্ না থাকায় আমাদের ধনী সামাজিক পদমর্যাদাশীল লোকেরা সন্ধ্যাবেলা রাস্তায়ই বেড়াতেন। রাস্তাটা খুবই সুন্দর—অনেকটা বাগানের মতই কারণ এর দুই পার্শ্বে ছিল সারিবদ্ধ পপ্‌লার গাছ। পপ্‌লারের গন্ধ কি মিষ্টি—বিশেষত বৃষ্টির পরে। অ্যাকাশিয়া, আপেল গাছ এবং অন্যান্য লম্বা গাছ বেড়ার উপরে ঝুলে থাক্‌ত। মে মাসের সন্ধ্যাবেলা—লিলাকের সুগন্ধ, পাখীর কূজন—উষ্ণ স্তব্ধ বাতাস—কেমন নতুন আর অসাধারণ সব! যদিও প্রতি বৎসরই বসন্ত আসে তবুও যেন কেমন সব নতুন নতুন ঠেকে। আমি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এঁদের বেশীর ভাগের সঙ্গেই আমি হেসে খেলে বড় হয়েছি কিন্তু হয়ত এঁদের মধ্যে আমার উপস্থিতি বিরক্তিজনক হবে কারণ আমার পরিধানে সাধারণ দীন পোশাক এবং লোকে আমার সংকীর্ণ পাজামা এবং বড় কদাকার বুট দেখে ঠাট্টা করে। তা ছাড়াও শহরে আমার কুখ্যাতি ছিল যে আমার সামাজিক পদমর্যাদা নেই—আমি নিম্নস্তরের কাফেতে বিলিয়ার্ড খেলি এবং একবার প্রায় বিনা কারণেই রাজনৈতিক পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়েছিলাম।

রাস্তার উপরে এঞ্জিনিয়ার ডলঝিকভের বড় বাড়ীটায় কে যেন পিয়ানো বাজাচ্ছিল। বর্ধিষ্ণু গাঢ় অন্ধকারে তারাগুলো জ্বল্‌জ্বল্ করছিল। ধীরে লোকের অভিবাদন ফিরিয়ে দিতে দিতে আমার বাবা

আমার বোনের হাত ধরে বেড়াচ্ছিলেন। বাবার মাথায় পুরানো চওড়া কোঁকড়ানো কিনারওয়ালা একটি টুপি।

"দেখ!" তিনি যে ছাতাটি দিয়ে এখনই আমাকে মেরেছেন সেই ছাতাটি দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে আমার বোনকে বললেন, "আকাশের দিকে দেখ! ক্ষুদ্রতম নক্ষত্রগুলিও এক একটি পৃথিবী! বিশ্বের সঙ্গে তুলনায় মানুষ কত ক্ষুদ্র।"

তিনি কথাগুলো এমন গলায় বল্‌লেন যে শুনে মনে হ'ল যে এই ছোট হওয়াতে তিনি বোধ হয় গর্ব এবং আনন্দ অনুভব কর্‌ছেন। বাবা কি প্রতিভাহীন লোক! দুঃখের বিষয় বাবাই শহরের একমাত্র স্থপতি এবং গত পনর বিশ বছরের মধ্যে শহরে একখানাও সুন্দর বাড়ী নির্মিত হ'য়েছে ব'লে আমার মনে পড়ল না। যখনই তিনি কোন বাড়ীর পরিকল্পনা করেন তখনই তিনি কাজ সুরু করেন প্রথম হল্ ঘর এবং বৈঠকখানা থেকে; আগেকার দিনে মেয়েরা যেমন কেবল মাত্র উনুনের পার থেকেই নাচ্‌তে সুরু করতে পারত, তাঁরও তেমনি শিল্পকল্পনার বিবর্তন সুরু হ'ত হল্ এবং বৈঠকখানা থেকে। এর পরে তিনি যোগ করতেন খাবার ঘর, ছেলে মেয়েদের ঘর, পড়ার ঘর—আর এই ঘরগুলিকে সংযুক্ত করতেন দরজা দিয়ে। ফলে, ঘরগুলি প্রায় পথের সামিল হ'য়ে পড়ত—এক একটা ঘরে দুটো তিনটে ক'রে দরজা থাক্‌ত। তাঁর তৈরী বাড়ীগুলি অস্পষ্ট, বিশৃঙ্খল এবং সংকীর্ণ হ'ত। প্রত্যেক বারই তাঁর মনে হ'ত কিছু যেন বাদ গেছে—তখন তিনি আস্তরণ দিয়ে একটার পর একটা যোগ দিতে থাক্‌তেন, ফলে বহু সাধারণ প্রবেশ পথ এবং বাঁকা সিঁড়ির জন্ম হ'ত। এই সব বাঁকা সিঁড়ির কোণে কোন রকমে মাথা গুঁজে দাঁড়ানো যেত এবং এখানে মেঝের পরিবর্তে রুশীয় বাথের মত পাতলা সিঁড়ির ধাপ থাক্‌ত। আর তাঁর তৈরী রান্নাঘর সব সময়ই খিলান দেওয়া, ইটের মেঝেওয়ালা এবং বাড়ীর নিচে হ'ত। তাঁর নির্মিত বাড়ীর সম্মুখ ভাগে

সব সময়ই একটা কঠিন ভীরু রেখাঙ্কিত একগুঁয়ে ভাব থাকত—নীচু বসা ছাদ আর মোটা কাল আবরণী দেওয়া পুডিংয়ের মত চিমনি—তার মাথায় শব্দায়মান বায়ু-নির্দেশক। বাবার তৈরী সব বাড়ীই আমার কাছে একরকম মনে হ'ত এবং অস্পষ্টভাবে আমাকে তাঁর টুপির কথা এবং তাঁর দৃঢ় একগুঁয়ে মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। কালক্রমে শহরের লোকেরা বাবার প্রতিভাহীনতায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠল এবং তাঁর স্থাপত্য-শিল্প শিকড় গেড়ে নামার্জন কর্‌ল "আমাদের স্টাইল্"।

আমার বাবা আমার বোনের জীবনে এই স্টাইলের গোড়াপত্তন করলেন। তিনি তার নামকরণ করলেন ক্লিওপেট্রা (তিনি আমার নাম রেখেছিলেন মিসেল্)। যখন সে ছোট ছিল তখন তিনি তাকে তারা এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা বলে ভয় দেখাতেন; এখন ক্লিওপেট্রার ছাব্বিশ বছর বয়সেও তিনি তার সঙ্গে আগের মতই ব্যবহার করেন—তাকে নিজের হাত ছাড়া অন্য কারও হাত ধরতে দেন না এবং মনে মনে ভাবেন যে দুদিন আগে হোক্ আর পরে হোক্ কোন যুবক একদিন এসে তাঁর গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাইবে। আমার বোন বাবাকে পূজা করত বললেও অত্যুক্তি হয় না—তাঁকে ভয় করত—তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিতে বিশ্বাস করত।

খুব অন্ধকার হয়ে এল—পথও ধীরে ধীরে খালি হয়ে গেল। সম্মুখের বাড়ীর সঙ্গীত থেমে গেল। দরজা উন্মুক্ত ছিল—বাইরে রাস্তায় ঘণ্টা বাজিয়ে একটা গাড়ী এল—এঞ্জিনিয়ার এবং তার মেয়ে বেড়াতে যাবেন। শোবার সময় হয়ে এল।

বাড়ীর মধ্যে আমার একটা ঘর ছিল—কিন্তু আমি উঠানে একটা কুটিরে ঘুমাতাম—এই কুটিরটি আস্তাবলের ছাদের নীচেই। বোধ হয় এই ঘরটি ঘোড়ার সাজের জন্যই তৈরী হয়েছিল কারণ দেয়ালে বড় বড় পেরেক পোতা আছে। কিন্তু এখন আর ওটা

ব্যবহৃত হয় না—বাবা ত্রিশ বছর ধরে খবরের কাগজ জমিয়েছেন এই ঘরে। যে কোন কারণেই হোক তিনি ছয় মাসের কাগজ একত্র ক'রে বেঁধে রাখেন—কাউকে সে কাগজ ছুঁতে দেন না। এখানে বাস করাতে বাবা এবং তাঁর অতিথিদের সংস্পর্শে আমি খুব কমই আসতাম। মনে মনে ভাবতাম যে ভাল ঘরে যদি বাস না করি এবং খাবার জন্য রোজ যদি বাড়ী না যাই তবে আমি বাবার ঘাড়ে খাচ্ছি তাঁর এই অভিযোগটা আমার গায়ে কিছু কম লাগবে।

বোন আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিল। সে বাবাকে না জানিয়ে আমার জন্য নৈশ ভোজ নিয়ে এসেছিল—এক টুকরো ঠাণ্ডা ভীল আর এক টুকরো রুটি। আমাদের পরিবারে অনেক প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল যেমন 'অর্থ হিসাব ভালবাসে' অথবা 'এক কোপেক এক রুবল বাঁচায়'; এই সব জ্ঞানের কথায় মুগ্ধ হয়ে আমার বোন ব্যয় বাহুল্য কমানোর চেষ্টা করত এবং আমাদের কম ক'রে খেতে দিত। সে টেবিলের ওপর খাবারটা রেখে আমার বিছানায় বসে কাঁদতে লাগল।

"মিসেল," সে বলল, "তুমি আমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছ?" সে তার মুখ ঢাকেনি—তার চোখের জল গাল এবং হাত বেয়ে পড়তে লাগল—তার মুখের ভাব খুব বিষণ্ণ। সে বালিশের উপর পড়ে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদতে লাগল।

"তুমি আবার তোমার কাজ ছেড়েছ!" সে বলল। "কি ভয়ানক!"

"বোন, বুঝবার চেষ্টা কর," আমি তাকে বললাম। ওর কান্না দেখে আমি হতাশ হ'য়ে গেছিলাম।

যেন ইচ্ছাকৃত ব্যবস্থানুসারেই আমার ছোট ল্যাম্পটার পলতে শেষ হয়ে গেল—ল্যাম্প প্রচুর ধূম উদ্গীরণ সুরু করল। দেয়ালের গায়ে পুরোনো পেরেকগুলো আর কম্পমান ছায়াগুলো কি ভয়ঙ্কর দেখতে!

"আমাদের বাঁচাও!" বোন উঠে দাঁড়িয়ে বলল। "বাবার ভয়ানক অবস্থা—আর আমিও অসুস্থ। আমি পাগল হয়ে যাব। তোমার কি হ'বে?" সে কাঁদতে কাঁদতে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করল। "আমি তোমায় অনুরোধ করছি—মায়ের নামে তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ—তুমি আবার কাজে ফিরে যাও!"

"আমি তা' পারি না, ক্লিওপেট্রা," আমি বললাম—মনে মনে অনুভব করছিলাম যে আরেকটু জোর করলেই আমায় হার মানতে হ'বে। "আমি পারি না।"

"কেন?" আমার বোন চাপ দেয়। "কেন? তোমার উপরওয়ালার সঙ্গে না মেলে, অন্য কাজ দেখ। তুমি রেলওয়েতেই কেন কাজ নাও না? আমি এইমাত্র অ্যানিউটা ব্লাগোভোর সঙ্গে কথা ব'লেছি—সে আমাকে আশা দিয়েছে যে তোমার চাকরি হবে। সে তোমার জন্য যতটা পারে করবে ব'লে ভরসা দিয়েছে। মিসেল্, ভেবে দেখ—আমার অনুরোধ, ভেবে দেখ।"

আর কিছুক্ষণ তর্ক করার পর আমি আত্মসমর্পণ করলাম। আমি বললাম যে রেলওয়েতে কাজ করার কথা আমার মাথায় আসেই নি—আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা ক'রে দেখব।

সে চোখের জলের মধ্যেই সুখের হাসি হাসল—আনন্দে আমার হাত চেপে ধরল—ওর কান্না কিন্তু থামছিল না। আমি রান্নাঘরে পলতে আনতে গেলাম।

॥ দুই ॥

সখের থিয়েটার, সাহায্য রজনী, ট্যাবলো প্রভৃতির সমর্থকদের নেতা ছিলেন অ্যাঝোগুইন পরিবার। গ্রেট্ জেন্ট্রি স্ট্রীটে তাঁদের নিজেদের বাড়ী ছিল। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ীতে ঘর দিতেন, আবশ্যকীয় ঝঞ্ঝাট পোয়াতেন এবং খরচ বহন করতেন। তাঁরা ধনী জমিদার ছিলেন—তাঁদের প্রায় তিন হাজার ডেসিয়াটিন (dessiatin) জমি ছিল—নিকটেই তাঁদের চমৎকার গোলাবাড়ী ছিল কিন্তু তাঁরা গ্রাম্যজীবন ভালবাসতেন না ব'লে শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই শহরে থাকতেন। পরিবারে মা এবং তিনটি মেয়ে ছিলেন; মা ছিলেন লম্বা রোগাটে ধরণের, তাঁর মাথায় ছিল ছোট ক'রে কাটা চুল—তিনি ব্লাউস আর সাধারণ স্কার্ট পরতেন। মেয়ে তিনটিকে নাম ধরে ডাকা হত না—তাদের উল্লেখ করা হত বড়, মেজো এবং ছোট মেয়ে ব'লে; তাদের সকলেরই কুৎসিত তীক্ষ্ণ চিবুক ছিল, দৃষ্টিশক্তি কম আর কাঁধ ছিল উঁচু; তারা মায়ের মত পোশাক পরত আর তাদের কথা বলবার ধরণ ছিল অপ্রীতিকর—তবু তারা থিয়েটারে অভিনয় করত এবং সব সময় অভিনয়, আবৃত্তি এবং গান ক'রে সাহায্য রজনীর অনুষ্ঠান করত। তারা সবাই ছিল গম্ভীর—হাসত না মোটেই এবং এমন কি নেহাৎ ভাঁড়ামীর বইয়েও তারা গম্ভীর ব্যবসায়ী-সুলভ ভাবে অভিনয় করত যেন তারা হিসাব রাখার কাজে নিযুক্ত।

আমি এই সব অভিনয় খুব ভালবাসতাম—বিশেষ ক'রে মহড়াগুলো। প্রায়ই মহড়া হত এবং তাতে গণ্ডগোল ছাড়া বিশেষ কিছু হত না। পরে আমাদের নৈশভোজে তৃপ্ত করা হত। বই বাছাই কিংবা চরিত্র বণ্টনে আমার কোন হাত থাকত না। আমি ছিলাম মঞ্চ-ব্যবস্থাপক। আমি দৃশ্য-পরিকল্পনা করতাম—

অভিনয়াংশ নকল ক'রে দিতাম—নেপথ্য থেকে পার্ট ব'লে দিতাম আর সাজসজ্জা ক'রে দিতাম। তাছাড়া অন্যদিকে আমাকে নজর রাখতে হত—যেমন যথাসময়ে বজ্রের শব্দ করা কিংবা বুলবুলির ডাকের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। সামাজিক পদমর্যাদা না থাকায় আমার ভাল পোশাক ছিল না—তাই এই সব মহড়ার সময় আমাকে সকলের কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকতে হত—আমি অন্ধকারে মঞ্চের আড়ালে নিঃশব্দে লজ্জিতভাবে থাকতাম।

আমি অ্যাঝোগুইনদের আস্তাবলে কিংবা উঠানে ব'সে ব'সে দৃশ্যাঙ্কন করতাম। আমাকে একাজে একজন গৃহ-চিত্রকর সাহায্য করত—লোকটি নিজেকে ঠিকাদার রূপকার ব'লে জাহির করত। তার নাম অ্যাণ্ড্রে আইভানোভ—বয়স তার পঞ্চাশের কাছাকাছি—লম্বা পাতলা এবং বিবর্ণ দেখতে; বুকের ছাতি সংকীর্ণ—চোখের নীচে কালো দাগ—এক কথায় লোকটা দেখতে ভয়ানক। তার একরকম ক্ষয়রোগ ছিল—প্রত্যেক বছর বসন্ত এবং হেমন্তকালে তার নাকি মরবার মত অবস্থা হত; কিন্তু সে কিছুক্ষণের জন্য বিছানায় যেয়ে শু'ত, তারপর উঠে ব'সে সবিস্ময়ে বলত : "এবার আমি ম'রলাম না!"

শহরে সবাই তাকে র‍্যাডিশ বলত—লোকের মুখে শুনতাম এইটাই নাকি তার প্রকৃত নাম। সেও আমার মত থিয়েটার ভালবাসত। থিয়েটার হ'বে শুনলেই সে সমস্ত কাজ ফেলে অ্যাঝোগুইনদের বাড়ী যেত দৃশ্যাঙ্কন করতে।

আমার বোনের সঙ্গে আলোচনার পরদিন ভোর থেকে রাত অবধি আমি অ্যাঝোগুইনদের বাড়ীতে কাজ করলাম। সন্ধ্যা ৭টায় মহড়া হবার কথা ছিল। তার এক ঘণ্টা পূর্বেই সব অভিনেতা এসে জমেছিল এবং বড়, মেঝো এবং ছোট কুমারী অ্যাঝোগুইন মঞ্চের উপর নিজের অভিনয়াংশ পাঠ করছিল। লম্বা বাদামী রঙের ওভারকোট পরে, গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মুগ্ধভাবে

র‍্যাডিশমঞ্চের দিকে তাকিয়েছিল। মিসেস্ অ্যাঝোগুইন প্রত্যেক অতিথির কাছে গিয়ে প্রত্যেককেই তাঁর মধুর সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন। লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় তাঁর কথা বলার এমন একটা ধরণ ছিল যেন তিনি কোন গোপনীয় কথা বলছেন।

"দৃশ্যাঙ্কন নিশ্চয়ই খুব কঠিন," তিনি মৃদুস্বরে আমার কাছে এসে বললেন। "আমি এই মিসেস্ মাফ্‌কের সঙ্গে কুসংস্কার সম্বন্ধে কথা বলছিলাম—তখনই তোমাকে ভিতরে আসতে দেখলাম। হায় ভগবান! আমি সারাজীবন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। তাদের কুসংস্কারটা যে ভিত্তিহীন এই কথাটা চাকর বাকরকে বোঝানোর জন্য আমি সর্বদাই তিনটে মোমবাতি জ্বালি এবং আমার সব দরকারী কাজই তের তারিখে আরম্ভ করি!"

এঞ্জিনিয়ার ডলঝিকভের মেয়েও এসেছিল—সুন্দর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে—তার পরণে আমাদের শহরের লোকেরা যাকে বলে প্যারীর স্টাইল,—সেই ধরণের পোশাক। সে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করত না কিন্তু মহড়ার সময় তার জন্য মঞ্চের উপর একটা চেয়ার থাকত, আর অভিনয়ের দিন প্রথম শ্রেণীতে সে তার চমক-লাগানো পোশাক প'রে এসে না বসলে অভিনয় আরম্ভই হত না। রাজধানী থেকে এসেছে ব'লে মহড়ার সময় তাকে তার মন্তব্য প্রকাশ করতে দেওয়া হত এবং সেও দয়া ক'রে মিষ্টি হাসি হেসে তার মন্তব্য প্রকাশ করত। স্পষ্ট বোঝা যেত যে সে আমাদের অভিনয়কে ছেলেমানুষি ব'লে মনে করত। লোকে বলত যে সে-নাকি পিটার্স্‌বার্গে সঙ্গীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিল এবং একবার শীতকালে অপেরায় গানও গেয়েছিল। আমার ওকে খুব ভাল লাগত এবং মহড়া ও অভিনয়ের সময় আমি এক মুহূর্তের জন্যও ওর উপর থেকে আমার চোখ সরিয়ে নিতাম না।

আমি অভিনয়ে সাহায্য করার জন্য কেবলমাত্র বইটা হাতে তুলে নিয়েছি এমন সময় আমার বোন এসে উপস্থিত। কোট-

এবং টুপি না খুলেই সে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল: "দয়া ক'রে এস।"

আমি গেলাম। মঞ্চের পিছনে দরজায় অ্যানিউটা ব্লাগোভো টুপি এবং কালো অবগুণ্ঠন প'রে দাঁড়িয়েছিল। সে কোর্টের সহকারী সভাপতির কন্যা; বহু বছর আগে যখন প্রথম এ শহরে হাইকোর্ট হয় তখন থেকেই তার বাবা এই কাজে নিযুক্ত আছেন। সে দেখতে লম্বা এবং তার চেহারা বেশ সুন্দর ছিল। সে না হ'লে ট্যাবলো চলত না—যখন সে পরী কিংবা কোন দেবীর সাজ নিত তখন লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে যেত; কিন্তু অভিনয়ে কোন অংশ সে নিত না—কেবল মাঝে মাঝে মহড়ার সময় কাজের খাতিরে এসে ঘরে উঁকি দিত, তবু ঘরে ঢুকত না। এখনও সে মুহূর্তের জন্যই এসেছিল।

"আমার বাবা আপনার কথা ব'লেছেন," সে আমার দিকে না তাকিয়ে সলজ্জ শুষ্ক স্বরে বলল, "ডলঝিকভ রেলওয়েতে আপনাকে একটা কাজ দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কাল যদি তাঁর বাড়ী যান তবে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।"

আমি অবনত হয়ে তাকে তার দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

"এবং আপনার এটা ছাড়তে হবে," সে আমার হাতের নাটকখানা দেখিয়ে বলল। সে এবং আমার বোন মিসেস অ্যাঝোগুইনের কাছে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি কথা বলতে লাগল।

"সত্যি!" মিসেস অ্যাঝোগুইন আমার কাছে এসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন। "সত্যি এতে যদি তোমার কাজের ক্ষতি হয় তো", বলতে বলতে তিনি আমার হাত থেকে বইটা নিলেন, "তবে এটা অন্য কাউকে দাও। বন্ধু, ভেবো না—সব ঠিক হয়ে যাবে!"

আমরা বিদায় অভ্যর্থনা জানিয়ে বিব্রতভাবে চলে এলাম। নীচে এসে আমার বোন এবং অ্যানিউটা ব্লাগোভোকে চ'লে যেতে দেখলাম। তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করছিল বোধ হয় আমারই

রেলে চাকরি নেওয়া সম্বন্ধে। তাঁরা তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। আমার বোন ইতিপূর্বে কোনদিন মহুড়ায় আসে নি এবং সে হয়তো বিবেক-যন্ত্রণা ভোগ করছিল—তাছাড়া বাবার ভয়ও ছিল, কি জানি তিনি যদি জানতে পারেন যে ও বিনানুমতিতে মহুড়ায় গেছিল।

পরদিন একটার সময় আমি ডলঝিকভের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। চাকরটা আমাকে একটি সুন্দর ঘরে নিয়ে গেল—সেটা এঞ্জিনিয়ারের বৈঠকখানা ও পড়ার ঘর। ঘরটার প্রত্যেকটি জিনিস সুন্দর এবং সুরুচির পরিচায়ক—আমার মত অনভ্যস্ত লোকের কাছে সবই অদ্ভুত ঠেকতে লাগল। দামী কার্পেট, বড় বড় চেয়ার, ব্রঞ্জ, সোনালী ভেলভেটের ফ্রেমে ছবি, দেয়ালে অনেক সুন্দরী রমণীর ছবি, বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর মুখ, বিস্ময়জনক অঙ্গভঙ্গী; বৈঠকখানা থেকে বারান্দা দিয়ে একটি রাস্তা সোজা বাগানে চলে গেছে। আমি লিলাক, প্রাতরাশের জন্য সংস্থাপিত একটা টেবিল এবং গোলাপ-গুচ্ছ দেখতে পেলাম; বসন্তের সুগন্ধ, ভাল সিগারের গন্ধ—সব মিলে একটা সুখের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। সব কিছু আমাকে যেন বলতে লাগল যে এখানে যে লোকটি বাস করে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখের অধিকারী। টেবিলে এঞ্জিনিয়ারের মেয়ে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছিল।

"আপনি কি বাবাকে চান?" মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল। "তিনি স্নান করছেন—এখনই আসবেন। আপনি দয়া ক'রে বসুন।"

আমি বসলাম।

"আমার মনে হয় আপনি রাস্তার ওপারের বাড়ীটায় থাকেন," সে কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ।"

"আমার যখন কোন কাজ থাকে না, আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন," সে খবরের

কাগজের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলল, "আমি প্রায়ই আপনাকে এবং আপনার বোনকে দেখি। আপনার বোনের মুখে সুন্দর একটা সদয়, সতৃষ্ণ ভাব আছে।"

ডলঝিকভ্ ভেতরে এলেন। তিনি তোয়ালে দিয়ে ঘাড় মুছছিলেন। "বাবা, ইনি মিঃ পলোজনিভ্," তাঁর মেয়ে বলল।

"হ্যাঁ। ব্লাগোভো ওর বিষয় বলেছিলেন।" তিনি আমার দিকে ফিরলেন বটে কিন্তু হাত এগিয়ে দিলেন না। "কিন্তু তোমাকে আমি কি দিতে পারি মনে কর? আমার হাতে তো আর কাজের ছড়াছড়ি নয়। তোমরা সবাই অদ্ভুত।" তিনি জোর গলায় ব'লে চললেন যেন তিনি আমায় তিরস্কার করছেন। "জন কুড়ি লোক রোজই আমার কাছে আসে যেন আমি স্টেটের কোন বিভাগের কর্তা আর কি! আমি একটা রেলওয়ে চালাই এই তো! আমি কুলী মজুর খাটাই—কুলী, মিস্ত্রী, কূপখননকারী এইসব আমার দরকার, আর তোমরা শুধু ব'সে ব'সে লিখতেই জানো। এই তো বিদ্যা! তোমরা সব কেরাণীর দল!"

তাঁর কার্পেট এবং চেয়ারের মত তাঁর সারা দেহেও একটা সুখের ভাব। তিনি হৃষ্টপুষ্ট, স্বাস্থ্যবান—তাঁর গাল লাল আর বুক চওড়া। পাটল বর্ণের সার্ট আর ঢিলা পাজামায় তাঁকে বেশ ফিট্‌ফাট দেখাচ্ছিল যেন চীনামাটির তৈরী একটি পত্রবাহক! তাঁর গোলাকৃতি খাড়া খাড়া দাড়ি ছিল, মাথায় একটিও পাকা চুল ছিল না; নাকের উপর সামান্য একটু সেতু আর চোখ দুটি উজ্জ্বল, সরল এবং কালো।

তিনি ব'লে চললেন, "তুমি কি করতে পার?" কিছুই না! আমি একজন অবস্থাপন্ন এঞ্জিনিয়ার কিন্তু এই রেলওয়ে তৈরীর ভার পাবার আগে আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হ'ত। আমি দু'বছরের জন্য এঞ্জিন-চালক ছিলাম—আমি বেলজিয়ামে সাধারণ লুব্রিকেটরের কাজ করেছি। এখন তুমি একটু ভেবে দেখ তো তোমায় আমি কি কাজ দিতে পারি?"

"আমি আপনার সব কথাই মেনে নিচ্ছি," আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললাম। তাঁর উজ্জ্বল সরল চোখের দিকে চাইবার সাহস আমার ছিল না।

"তুমি টেলিগ্রাফের কিছু জানো?" তিনি কিছুক্ষণ চিন্তার পর বললেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি টেলিগ্রাফের কাজ করেছিলাম।"

"হুঁ—আচ্ছা দেখা যাক্। তুমি ডুবেক্নিয়ায় যাও। ওখানে একটি ছোক্‌রা আছে বটে কিন্তু সে বেটা ভবঘুরে।"

"আমায় কি করতে হবে?" প্রশ্ন করলাম।

"সে পরে দেখা যাবে। এখন সেইখানে যাও। আমি পরে তোমায় জানাব। কিন্তু দেখ, মদ খেয়ে মাতলামি ক'রো না কিংবা দরখাস্ত পাঠিয়ে আমায় উত্যক্ত ক'রো না। তাহ'লে কিন্তু দূর ক'রে তাড়িয়ে দেব, বুঝলে?"

তিনি কোনরূপ সৌজন্য না দেখিয়েই আমার দিকে পিছন ফির্‌লেন। আমি অবনত হ'য়ে তাঁকে এবং খবরের কাগজ পাঠনিরতা তাঁর মেয়েকে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এলাম। আমার এমন বিশ্রী লাগছিলো যে বোন যখন জানতে চাইল এঞ্জিনিয়ার আমাকে কিরূপ অভ্যর্থনা করলেন, আমি তখন একটা কথাও বলতে পারলাম না।

ডুবেক্নিয়ায় যাওয়ার জন্য আমি ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই উঠলাম। রাস্তায় জনপ্রাণী ছিল না—সমস্ত শহর ঘুমিয়েছিল—রাস্তায় শুধু আমার পায়ের ফাঁপা শব্দ। শিশিরসিক্ত পপলার গাছের মৃদু সুগন্ধে বাতাস পরিপূর্ণ। আমার বিষণ্ণ মন শহর ছেড়ে যেতে চাইছিল না। কি সুন্দর উষ্ণ এই শহরটি। সবুজ গাছগুলি, শান্ত সূর্যোজ্জ্বল প্রাতঃকালগুলি, ঘণ্টার ধ্বনি সব আমি ভালবাসতাম—শুধু শহরের মানুষগুলো ছিল আমার কাছে বিদেশীর মত—

বিরক্তিকর ও এমন কি সময় সময় ঘৃণ্যও বটে। আমি তাদের পছন্দও করতাম না—বুঝতামও না।

আমি বুঝতে পারতাম না কেন, কি উদ্দেশ্যে এই পঁয়ত্রিশ হাজার লোক জীবন ধারণ করত। আমি জানতাম কিম্‌রির লোকেরা বুট্ তৈরী ক'রে জীবন ধারণ করে ও টুলায় স্যামোভার (রুশীয় চায়ের পাত্র) এবং বন্দুক তৈরী হয় আর ওডেসা একটি বন্দর; কিন্তু আমি জানতাম না আমাদের শহরটা কি বা এর দ্বারা কি কাজ হয়। গেট জেন্ট্রি স্ট্রীট এবং অন্য দুইটি পরিষ্কার রাস্তার লোকেরা স্বাধীনভাবে এবং সরকারী তহবিলের টাকায় জীবিকা-নির্বাহ করত কিন্তু আরও যে আটটি রাস্তা ছিল যেগুলো পরস্পর সমান্তরালভাবে প্রায় তিন মাইল অবধি গিয়ে পাহাড়ের পিছনে মিলিয়ে গেছে—সেখানকার লোকেরা কেমনভাবে জীবিকানির্বাহ কর্‌ত—সেটা সব সময়ই আমার কাছে একটা বিরাট সমস্যা ছিল। তারা যে ভাবে বাস করত সে কথা ভাবতেও আমার লজ্জা হয়। সাধারণ পার্ক, থিয়েটার কিংবা ভাল একটা অর্কেস্ট্রা ছিল না; শহরের এবং ক্লাবের লাইব্রেরীগুলো ব্যবহার করত কেবলমাত্র তরুণ ইহুদীরা, কাজেই বই এবং পত্রিকা মাসের পর মাস অস্পৃষ্টই থাকত। ধনী এবং বিদ্বান ব'লে পরিচিত লোকেরা ছারপোকা-ঘেরা কাঠের বিছানায় বদ্ধ ঠাসা ঘরে ঘুমোত; শিশুদের রাখা হ'ত নার্সারি নামক ময়লা ধূলিজীর্ণ-ঘরে এবং বুড়ো আর সম্মানের যোগ্য হ'লেও চাকরেরা খাবার ঘরের মেঝেয় ছেঁড়া কাপড়ে গা ঢেকে ঘুমোত। দুর্গন্ধময় খাদ্য আর অস্বাস্থ্যকর জল! বহু বছর ধ'রে শহরের কাউন্সিলে, শাসনকর্তার বাড়ীতে, প্রধান ধর্মযাজকের বাড়ীতে আলোচনা চল্‌ছে যে শহরে ভাল শুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় সরকারী তহবিল থেকে দু'লক্ষ রুবল্ ঋণ নিতে হবে। এমন কি শহরের খুব বড় ধনী লোকেরা—এরকম জন ত্রিশেক ধনী

শহরে ছিল, যারা তাসখেলায় এক একটা সম্পত্তি উড়িয়ে দিতেও কসুর করে না তারাও খারাপ জল খেতো আর সোৎসাহে ঋণের আলোচনা করত—আমি এটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না। ওরাতো অতি সহজেই দু'লক্ষ রুবল্ দিতে পারে।

শহরে একজনও সাধুলোক আছে ব'লে আমি জানতাম না। আমার বাবা ঘুষ নিতেন আর মনে করতেন যে লোকে বুঝি তাঁর আধ্যাত্মিক গুণের সম্মানার্থ তাঁকে টাকা দেয়। হাইস্কুলের ছাত্ররা ওপরের শ্রেণীতে ওঠার জন্য শিক্ষকদের বাড়ীতে থাক্‌ত আর মোটা হাতে ঘুষ দিত; সামরিক কর্মচারীর পত্নী সৈন্য সংগ্রহের সময় পদপ্রার্থিদের কাছ থেকে ঘুষ নিতেন, তাদের টাকায় মদ খেতেন,—একদিন তিনি এত মদ খেয়েছিলেন যে গির্জাতে প্রার্থনা করার জন্য তিনি যখন হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন তখন আর তাঁর উঠবার সামর্থ্য ছিল না; সৈন্য সংগ্রহের সময় ডাক্তারেরাও ঘুষ নিত; মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তার এবং পশু চিকিৎসক কসাইদের কাছ থেকে এবং বেশ্যাদের কাছ থেকে ঘুষ নিত; ধর্মের ক্ষেত্রেও ছিল তাই—উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নীচের ধর্মযাজকদের কাছ থেকে উৎকোচ নিতে কসুর করত না। শহরের কাউন্সিলের কাছে যারা কোন কাজ নিয়ে যেত তাদেরও রক্ষা ছিল না: "মানুষ অন্তত একটা ধন্যবাদও আশা করে"—তারপরেই চল্লিশটি কোপেক হাত বদলাত। যারা ঘুষ নিত না যেমন হাইকোর্টের কর্মচারীরা—তারা কঠিন এবং অহঙ্কারী হ'ত, দুই আঙুলের সাহায্যে করমর্দন করত এবং উদাসীন ও সংকীর্ণমনা ব'লে তাদের কুখ্যাতি ছিল।

॥ তিন ॥

আমাদের জেলায় একটি রেলওয়ে তৈরী হচ্ছিল। ছুটির দিন ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা রেলের কুলিরা এসে শহরে ভীড় করত। শহরের লোকেরা এদের ভয় করত। আমি মাঝে মাঝে দেখ্‌তাম এই সব হতভাগাদের কাউকে পুলিশ ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে—তার মুখ লাল, মাথায় টুপি নেই—আর পিছনে তার অপরাধের চিহ্ন—একটা স্যামোভার কিংবা একখানা ভিজে সদ্যধৌত কাপড়। রেলের কুলিরা এসে বেশ্যাপল্লীতে কিংবা স্কোয়ারে ভিড় জমাত ঃ তারা মদ এবং খাবার খেত—শপথ করত আর শহরের বেশ্যাদের শিষ দিয়ে ডাকত। এদের আনন্দ দেওয়ার জন্য দোকানীরা বিড়াল এবং কুকুরকে মদ খাওয়াত কিংবা কুকুরের লেজে কেরোসিনের টিন বেঁধে তার পিছনে শিষ দিত—ফলে কুকুরটা রাস্তা দিয়ে ছুট্‌তে থাক্‌ত—ওর পিছনের টিনটার শব্দ হ'ত আর ও মনে কর্‌ত যে পিছনে বোধ হয় কোন ভীষণ দৈত্য আস্‌ছে—কুকুরটা দৌড়াতে দৌড়াতে শহর ছেড়ে মাঠের দিকে চ'লে যেত। শহরে এমন কয়েকটি কুকুর ছিল যারা এই সব অত্যাচারে চিরকালের জন্য ভয় পেয়ে গেছিল—এই কুকুরগুলি দুই পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে ভয়ে ভয়ে ঘুরে বেড়াত—লোকে বল্‌ত যে সে কুকুরগুলি পাগল হ'য়ে গেছে।

শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে স্টেশন তৈরী হচ্ছিল। লোকে বল্‌ত যে স্টেশন আরও নিকটে আনার জন্য এঞ্জিনিয়ার পঞ্চাশ হাজার রুবল্‌ ঘুষ চেয়েছিলেন কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি চল্লিশ হাজারের বেশী দিতে রাজী নয়; সেই বাকী দশ হাজার রুবল্‌ না দিতে চাওয়ার জন্য আজ শহরের সবাই দুঃখিত কারণ দশ হাজারের

অনেক বেশী খরচ ক'রে এখন স্টেশন পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরী করতে হচ্ছে। তক্তা ফেলে তার উপর রেললাইন তৈরী শেষ হয়েছিল; কুলী এবং মাল মসলা নিয়ে ট্রেণও যাতায়াত করছিল; ডল্‌ঝিকভ্ একটা সেতু নির্মাণ করছিলেন—সেইটা এবং এখানে ওখানে দুই চারিটি স্টেশন তৈরী শেষ হ'লেই কাজ শেষ হয়।

আমাদের প্রথম স্টেশন ডুবেক্‌নিয়া শহর থেকে সতের ভার্স্ট (এক ভার্স্ট প্রায় ⅔ মাইলের সমান) দূরে। আমি হেঁটেই চললাম। শীতকাল এবং বসন্ত কালের উজ্জ্বল সবুজ শস্য সূর্যালোকে জ্বলছিল। সমান উজ্জ্বল রাস্তা—দূরে দেখতে পেলাম স্টেশন, পাহাড় আর গোলাবাড়ী...উন্মুক্ত পৃথিবী কি সুন্দর দেখ্‌তে। আমার মনে স্বাধীনতার আস্বাদের জন্য কি ব্যাকুল প্রার্থনা—শুধু যদি সেই সকাল বেলার জন্য শহরের কথা ভুল্‌তে পারতাম—ভুল্‌তে পারতাম আমার প্রয়োজন আর ক্ষুধার কথা! ক্ষুধার চিন্তাই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় চিন্তা। ক্ষুধার তীব্রতায় আমার সুন্দর ভাবগুলি পরিজ, কাট্‌লেট্ আর ভাজা মাছের চিন্তার সঙ্গে মিশে যায়। যখন মাঠে একা দাঁড়িয়ে শূন্যে ভাসমান চাতক পাখীর মধুর গান শুনি, তখন ভাবি, "কিছু রুটি আর মাখন পেলে খুবই ভাল হ'ত।" অথবা যখন রাস্তায় ব'সে চোখ বুজে বসন্ত প্রকৃতির অপূর্ব শব্দ-সমারোহ উপভোগ করি তখন আমার মনে প'ড়ে যায় গরম আলুর গন্ধ কি মিষ্টি! স্বাস্থ্যবান্ এবং হৃষ্টপুষ্ট হওয়ায় আমার কখনও পর্যাপ্ত ভোজন হয় না; কাজেই দিনের বেলায় আমার সব চেয়ে বড় চিন্তা হ'ল ক্ষুধা; এই জন্যই আমি বুঝতে পারি কেন এত লোক কেবল বেঁচে থাকার জন্য কাজ করে আর ক্ষুধার কথা ছাড়া কিছু বল্‌তে জানে না।

ডুবেক্‌নিয়ার ষ্টেশনের ভিতরে চুণকাম করা হচ্ছিল এবং জলের ট্যাঙ্কের উপরে তালা তৈরী হচ্ছিল। সর্বত্র একটা গুমোট্ ভাব

আর চূণের গন্ধ ভর্তি; কুলীরা স্তূপীকৃত ইট কাঠের উপর দিয়ে অলসভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছিল; তার বাক্সের কাছে সিগ্‌ন্যাল্‌মান্‌ ঘুমিয়েছিল—সূর্যের আলো সোজা তার মুখে এসে পড়্‌ছিল। আশে পাশে একটাও গাছ ছিল না; টেলিগ্রাফের তারের ভিতরে একটা অস্পষ্ট শব্দ—এখানে ওখানে অনেক পাখীও তারের উপর ব'সে ছিল। কি করতে হ'বে না জানা থাকায় আমি স্তূপের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম; আমার মনে পড়্‌ল আমি যখন এঞ্জিনিয়ারকে আমার কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, তিনি তখন ব'লেছিলেনঃ "সে সেইখানেই দেখা যাবে।" কিন্তু এই নির্জন জায়গায় দেখ্‌বার কি আছে? চূণকামের মিস্ত্রীরা ফোরম্যান এবং কোন্‌ এক ফিয়োডোর ভ্যাসিলিভিচ্‌ সম্বন্ধে আলাপ কর্‌ছিল। আমি না বুঝতে পেরে অস্বস্তি অনুভব করলাম—কেমন একটা শারীরিক অস্বস্তি। আমি আমার বাহু, পা এবং সমস্ত বৃহৎ দেহটা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠলাম কিন্তু বুঝ্‌তে পারলাম না এদের দিয়ে কি করি বা কোথায় যাই।

অন্তত দু'ঘণ্টা হেঁটে বেড়াবার পর আমি লক্ষ্য করলাম যে স্টেশন থেকে লাইনের দক্ষিণ দিকে প্রায় দেড় মাইল দু' মাইল পর্যন্ত টেলিগ্রাফের খুঁটি দেখা যায়—তারপর দেখা যায় একটা শাদা পাথরের দেয়াল। কুলীরা বল্‌ল যে ওটা অফিস্‌—অবশেষে আমি স্থির করলাম যে ওইখানেই আমাকে যেতে হবে।

ওটা একটা বহুদিনের অব্যবহৃত গোলাবাড়ী। কঠিন শাদা পাথরের দেয়াল ক্ষ'য়ে গেছিল—স্থানে স্থানে ধ্ব'সেও পড়ছিল—পার্শ্বস্থ গৃহের ছাদ—যার ছিদ্রহীন দেয়াল রেললাইনের দিকে—ফুটো হ'য়ে গেছিল, ফলে এখানে ওখানে টিন দিয়ে জোড়াতালি দিতে হ'য়েছিল। সদর দরজার মধ্য দিয়ে দেখা যায় ভিতরে বড় বড় ঘাসে ঢাকা মস্ত বড় উঠান—তারপরে দেখা যায় পুরানো একটা ঘর—ঘরটার জানালায়

ভেনিসীয় ধরণের খড়্‌খড়ি আর ছাদটা ময়লা-ধরা ধূসর। বাড়ীটার ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই দুটো পার্শ্বগৃহ ; একটা পার্শ্বগৃহের জানালাগুলো বন্ধ—অপরটার খোলা জানালার পাশে কয়েকটি বাছুর চ'রে বেড়াচ্ছিল। শেষ টেলিগ্রাফের খুঁটিটা উঠানের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। ছিদ্রহীন দেয়ালওয়ালা পার্শ্বগৃহটির মধ্যে টেলিগ্রাফের তার চ'লে গেছে দেখলাম। দরজাটা খোলা ছিল—আমি ভিতরে গেলাম। টেবিলে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সাম্‌নে যে লোকটি ব'সেছিল তার মাথায় কালো কোঁক্‌ড়ানো চুল। সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কঠিনভাবে তাকালো কিন্তু পর মুহূর্তেই মৃদু হেসে বল্‌ল : "কিহে 'কম-লাভ', কেমন আছ ?"

লোকটি আমার ছোটবেলার স্কুলের বন্ধু আইভ্যান্‌ শেপ্রোকভ্‌—নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় ধূমপানের অপরাধে স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। একদিন হেমন্তকালে ভোরবেলা আমরা পাখী শিকারে বেরিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল বাপ মা ঘুম থেকে উঠবার আগেই আমরা সেগুলো বাজারে বিক্রয় করব। আমরা কয়েকটি পাখীকে গুলি মেরে-ছিলাম—তারপর আহত পাখীগুলিকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। কয়েকটি পাখী কি অসীম যন্ত্রণা পেয়েই না মরেছিল—এখনও আমার মনে আছে রাত্রিবেলা খাঁচার মধ্যে পাখীগুলির কাতর আর্তনাদ—কয়েকটা পাখী অবশ্য বেঁচেছিল। আমরা সেগুলোকে বিক্রি করেছিলাম—ওগুলো যে পুরুষপাখী সে বিষয় নিয়ে আমরা শপথ করতেও কসুর করিনি। একবার বাজারে আমার কাছে মাত্র একটি পাখী ছিল—আমি সেটাকে ফেরি ক'রে এক কোপেক্‌ দামে বেচেছিলাম। আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলেছিলাম : "খুব কম লাভ !" সেই সময় থেকে স্কুলে আমার নাম হল "কম লাভ"। এখনও স্কুলের ছেলেরা এবং শহরের লোকেরা আমাকে ক্ষেপানোর উদ্দেশ্যে ওই নাম ব্যবহার করে কিন্তু আমি ছাড়া ও নামের জন্ম-রহস্য আর কারও মনে ছিল না।

শেপ্রাকভ কখনও বলিষ্ঠদেহ ছিল না। ওর বুক ছোট, ঘাড় গোল আর পা' লম্বা। ওর গলার টাই দড়ির মত মনে হ'ল—ওর পরণে ওয়েস্ট কোট ছিল না—আমার বুটের চেয়েও ওর বুটের অবস্থা খারাপ—বুটের গোড়ালি ক্ষ'য়ে গেছিল। ওর চোখ মিট মিট করছিল—ওর চোখে মুখে একটা উৎসুকভাব, কি যেন একটা ধরবার চেষ্টা—আর ছিল একটা অহেতুক চাঞ্চল্য।

"দাঁড়াও", ও কি যেন খুঁজতে খুঁজতে বলল। "দেখ···আমি এখনই কি বলছিলাম?"

আমরা কথাবার্তা বলা সুরু করলাম। আমি জানতে পারলাম যে এই সম্পত্তিটা সেদিনও শেপ্রাকভদের ছিল—মাত্র আগের হেমন্তে ডল্‌ঝিকভ্‌ কিনে নিয়েছেন। ডলঝিকভ্‌ শেয়ার কেনার চেয়ে জমি কেনাই বেশী লাভজনক মনে করতেন এবং ইতিমধ্যে আমাদের জেলায় তিনটি বন্ধকী সম্পত্তি কিনে ফেলেছিলেন। যখন শেপ্রাকভের মা সম্পত্তিটা বিক্রি করেন তখন তিনি শর্ত ক'রে নিয়েছিলেন যে তাঁরা আরও দু'বছর এই পার্শ্ব-গৃহটায় বাস করবেন এবং তাঁর ছেলেকে ডলঝিকভ্‌ একটা চাকরী দেবেন।

"তিনি কিনবেন না কেন?" শেপ্রাকভ্‌ এঞ্জিনিয়ারের সম্বন্ধে বল্‌ল। "উনি ঠিকাদারদের কাছ থেকে অনেক টাকা পান—নিজেও তাদের সবাইকে ঘুষ দেন কিনা!"

তারপর সে আমাকে খেতে নিয়ে গেল। সে তার স্বভাবসুলভ জোর প্রয়োগ ক'রে ব্যবস্থা করল যে আমাকে তার সঙ্গে থাকতে হবে আর তাদের বাড়ীতে খেতে হবে।

সে বলল: "মা বড় কৃপণ কিন্তু তোমার কাছ থেকে বেশী কিছু আদায় করবে না।" যে ছোট ঘরগুলোয় তাঁর মা থাকতেন সেখানে বড় বিশৃঙ্খলা; এমন কি বড় ঘর এবং পথটাও আসবাবে বোঝাই; বাড়ী বিক্রয়ের পর আসবাব পত্র সরিয়ে এনে এখানে

রাখা হয়েছে। আসবাবগুলো সব পুরানো এবং লাল কাঠের তৈরী। মিসেস শেপ্রাকভ্ মোটাসোটা বয়স্কা ভদ্রমহিলা—চীনাদের মত বাঁকা চোখ। তিনি জানালায় বড় একটা চেয়ারে ব'সে মোজা বুনছিলেন। আমাকে খুব সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন।

"মা, এ পলোজনিভ্", শেপ্রাকভ্ আমার পরিচয় দিল। "ও এখানে কাজ করবে।"

"তুমি ভদ্রঘরের ছেলে ত?" তিনি অদ্ভুত অস্বস্তিকর গলায় প্রশ্ন করলেন যেন তাঁর গলায় ফুটন্ত চর্বি ভর্তি।

"আজ্ঞে হ্যাঁ", আমি উত্তর দিলাম।

"বস।"

খাবার বড় খারাপ—সামান্য মাত্র টক দই দেওয়া পাই আর দুধের একটা কি ঝোল। আমার অতিথি-সেবিকা এলেনা নিকি-ফিরোভ্না অনবরত একচোখে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। তিনি কথা বলছিলেন আর খাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর চেহারায় একটা মরার মত ভাব ছিল—শবদেহের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর মধ্যে প্রাণ ছিলনা বললেই হয় তবু তাঁর গৃহকর্ত্রীর ভাবটা অটুট ছিল। এককালে তাঁর অনেক চাকর ছিল—তাঁর স্বামী ছিলেন জেনারেল—চাকররা তাঁকে 'হুজুর' বলে ডাকত। যখন পুরানো দিনের এই লুপ্ত শিখা মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে জেগে উঠছিল, তখনই ছেলেকে সম্বোধন ক'রে বলছিলেন: "আইভ্যান্, ছুরি তো অমন ক'রে ধরে না। জানো আমরা সবে এই সম্পত্তি বিক্রি করেছি। অনুতাপের বিষয় অবশ্য এই যে এখানে বাস করা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে—তবে ডলঝিকভ্ আইভ্যান্‌কে ডুবেক্‌নিয়ার স্টেশন মাষ্টার ক'রে দেবেন বলেছেন—তাই আমাদের আর এস্থান ত্যাগ ক'রে যেতে হবে না। আমরা এখানে স্টেশনে বাস করব—তা' এই সম্পত্তিতে বাস করার মতই। এঞ্জিনিয়ার

খুব চমৎকার লোক। তোমার কি তাঁকে খুব সুন্দর ব'লে মনে হয় না?"

এই সেদিনও শেপ্রাকভ্‌দের অবস্থা ভাল ছিল কিন্তু জেনারেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব বদ্‌লে গেছে। এলেনা নিকিফিরোভ্‌না প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মামলা করা সুরু করলেন; তিনি সরকারকে খাজনা এবং কুলিদের মাইনে দিতেন না; তাঁর মনে সব সময়ই এই ভয় যে তাঁকে বুঝি সবাই ঠকাচ্ছে—কাজেই দশ বৎসরের মধ্যেই ডুবেক্‌নিয়া সম্পূর্ণ বদলে গেল।

বাড়ীটার পিছনে একটা বাগান ছিল—বড় বড় ঘাস আর ঝোপ-ঝাড়ে বাগানটা ভর্তি। বাড়ীর সমতল ছাদটা এখনও সুন্দর সযত্ন-রক্ষিত ছিল। আমি সেই ছাদে ঘুরে বেড়ালাম; কাচের জানালার মধ্যে একটা সুন্দর ঘর দেখতে পেলাম, সেটা নিশ্চয়ই বৈঠকখানা ছিল। ঘরটার মধ্যে একটা পুরানো পিয়ানো আর দেয়ালে মেহগিনি ফ্রেমের কয়েকটি চিত্র ছিল—আর কিছু ছিল না। ফুলের বাগানে কয়েকটি পিয়নি এবং পপির গাছ সাদা আর লাল মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল—আর কিছু ছিল না। পথের উপরে এল্‌ম্‌ আর মেপল্‌ গাছের জটলা—প্রায় সব গাছের আগাই গরুতে খেয়ে ফেলেছে। জঙ্গল এত ঘন যে ভিতরে যাওয়া অসম্ভব; কেবলমাত্র বাড়ীর সামনেটায় কয়েকটা পপ্‌লার, ফার এবং পুরানো লেবু গাছের মধ্য দিয়ে এখনও দু'একটি পথের সন্ধান মেলে। দূরে মাঠ তৈরীর উদ্দেশ্যে বাগানটা পরিষ্কার করা হচ্ছিল। সেখানে জঙ্গল বাড়তে দেওয়া হ'ত না—মাকড়সার জালে মানুষের মুখ চোখও ভ'রে যেত না—ওখানকার বাতাসটাও বেশ মধুর। আরও দূরে গেলে আরও উন্মুক্ত আবহাওয়া—চেরী গাছ, কুল গাছ, ঠেকা দেওয়া বড় বড় পুরানো আপেল গাছ আর লম্বা লম্বা পিয়ার গাছ দেখে মনে হয় যে এত উঁচু গাছে পিয়ার ধরে না। বাগানের এই অংশটা আমাদের শহরের

ফলওয়ালীদের দেওয়া হয়েছিল। চোর এবং পাখীর হাত থেকে বাগানটা রক্ষা করত একজন অল্পবুদ্ধি চাষা—নিকটেই একটা কুঁড়েতে তার বাস।

ক্রমে ফলের বাগানটা পাতলা হ'তে হ'তে নদীর কাছাকাছি গিয়ে সাধারণ মাঠে পরিণত হয়েছে—নদীতেও নানারকম আগাছার জটলা। মিলের বাঁধটার কাছে গভীর জল মাছে পরিপূর্ণ, কাছেই খড়ের ছাদওয়ালা একটা মিলে শব্দ ক'রে কাজ হচ্ছিল এবং ভীষণ-ভাবে ব্যাঙ ডাকছিল। কাচের মত চকচকে জলের উপরে মাঝে মাঝে বৃত্তাকার চক্র দেখা যাচ্ছিল এবং ধাবমান মাছের সংঘর্ষে জলকুমুদ নড়ে উঠছিল। নদীটির অপর পারে ডুবেক্‌নিয়া গ্রাম। শান্ত নীল জল ঠাণ্ডা এবং বিশ্রামের আশায় প্রলুব্ধ করে। এখন এই সবই এঞ্জিনিয়ারের—জল, মিল এবং নদীটির আরামদায়ক তীর।

এইখানে আমার নতুন কাজ সুরু হ'ল। আমি টেলিগ্রাম আদান প্রদান করতাম, হিসাব লিখতাম আর আমাদের অফিসে নিরক্ষর কুলী এবং ফোরম্যানদের দ্বারা প্রেরিত আদেশ, দাবী এবং রিপোর্টের নকল করতাম। বেশীর ভাগ সময়ই আমি কিছু করতাম না—টেলিগ্রাফের আশায় পায়চারী করতাম অথবা অফিসে একটি ছেলেকে পাহারা রেখে বাগানে যেতাম। সে যখন এসে খবর দিত যে ঘণ্টা বাজছে তখন অফিসে ফিরতাম। মিসেস শেপ্রাকভের ওখানেই খেতাম। মাংস খুব কমই পেতাম; দুধ দিয়েই বেশীর ভাগ খাদ্যদ্রব্য তৈরী হ'ত—বুধবার এবং শুক্রবারে লেণ্টের (খ্রীস্টীয় পর্ব) উপযোগী খাবার লেণ্টেন নামক পাটল বর্ণের প্লেটে ক'রে দেওয়া হ'ত। মিসেস শেপ্রাকভ্ সব সময় আড়চোখে তাকাতেন—তাঁর এ অভ্যাসটা বেড়েই চলছিল এবং আমি তাঁর উপস্থিতিতে নিজেকে বিব্রত বোধ করতাম।

একজনের উপযুক্ত কাজই ছিল না ব'লে শেপ্রাকভ কিছুই করত না—সে ঘুমোত কিংবা হাঁস মারার জন্য বন্দুক নিয়ে নদীতে যেত। সন্ধ্যাবেলায় গ্রামে কিংবা স্টেশনে প্রচুর পরিমাণে মদ খেত এবং শুতে যাবার আগে আয়নায় তাকিয়ে বলত: "আইভ্যান্ শেপ্রাকভ, কেমন আছ?"

মদ খেলে তাকে খুব বিবর্ণ দেখাত—সে হাত দু'টি ঘষতে ঘষতে হাসত কিংবা ঘোড়ার মত 'হি-হি-হি' শব্দ করত। সে বীরত্ব দেখানোর জন্য পোশাক ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে মাঠের মধ্যে ছুটত এবং পোকা ধরে খেয়ে বলত যে পোকাগুলো একটু টক।

॥ চার ॥

একদিন বিকালবেলা ও হাঁপাতে হাঁপাতে আমার অফিসে এসে খবর দিল: "তোমার বোন তোমায় দেখতে এসেছেন।"

আমি বেরিয়ে গিয়ে দেখলাম বাড়ীর সিঁড়ির কাছে একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আমার বোন—অ্যানিউটা, ব্লাগোভো এবং সৈন্য-দলের পোশাক-পরা একটি সামরিক ভদ্রলোককে সঙ্গে ক'রে এনেছিল। আমি একটু এগিয়েই সামরিক ভদ্রলোকটিকে অ্যানিউটার ভাই ডাক্তার ব'লে চিনতে পারলাম।

ডাক্তার বললেন, "আমরা আপনাকে বন-ভোজনের জন্য নিতে এসেছি; আপনার যদি আপত্তি না থাকে চলুন।"

অ্যানিউটা এবং আমার বোন দু'জনেই জিজ্ঞাসা করতে চাইছিল আমার দিন কেমন কাটছে কিন্তু তারা দু'জনেই নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে কাজ আমার পছন্দ হয়নি—আমার বোনের চোখে জল এল এবং অ্যানিউটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। আমরা ফলের বাগানে গেলাম—ডাক্তার চললেন সবার আগে। তিনি প্রবল আগ্রহে বলে উঠলেন, "কি বাতাস! সত্যি কি সুন্দর বাতাস!"

তিনি ঠিক ছোট ছেলের মত দেখতে! তাঁর কথা বলা এবং চলা ঠিক কলেজের ছাত্রের মত এবং তাঁর চোখের দৃষ্টিও সুন্দর একটি ছেলের মত সজীব, সরল এবং সহজ। তাঁর লম্বা সুন্দরী বোনের তুলনায় তাঁকে দুর্বল এবং সামান্য ব'লে মনে হচ্ছিল—তাঁর দাড়ি পাতলা—গলার স্বরও ক্ষীণ কিন্তু মধুর। তিনি সৈন্যদলের সঙ্গে কোথায় যেন গেছিলেন—বাড়ীতে ছুটিতে আছেন এবং বললেন যে হেমন্তকালেই পিটার্সবার্গে যাবেন এম. ডি. ডিগ্রী নিতে। তাঁর

পরিবার ছিল—স্ত্রী এবং তিনটি ছেলেমেয়ে; বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখনই তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং লোকে বলত যে তাঁর দাম্পত্যজীবন নাকি সুখের নয়—তিনি স্ত্রীর সঙ্গে বাস করেন না।

"এখন কটা বাজে?" আমার বোন অস্বস্তি অনুভব করছিল। "আমাদের শীঘ্রই ফিরে যেতে হবে কারণ বাবা আমাকে সন্ধ্যা ছ'টার পরে বাইরে থাকতে দেন না।"

"ওঃ, তোমার বাবা!" ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমি চা তৈরী করলাম—সবাই মিলে ছাদের সামনে কার্পেটে বসে চা পান করা হ'ল: ডাক্তার হাঁটু গেড়ে বসে চা পান করতে করতে বললেন যে তিনি সম্পূর্ণ সুখী। তারপর শেপ্রাকভ্ চাবি এনে কাচের দরজা খুললে আমরা সবাই বাড়ীতে প্রবেশ করলাম।

বাড়ীর ভিতরটা অন্ধকার এবং রহস্যময়—কেমন যেন একটা ভ্যাপ্সা গন্ধ—আমাদের চলায় এমন একটা ফাঁপা শব্দ হতে লাগল যেন মেঝের নীচটাই ফাঁপা। ডাক্তার পিয়ানোর সামনে থেমে চাবিগুলো নাড়লেন—একটা মৃদু কম্পমান ভাঙ্গা সুর বেরুলো—তবু কি মিষ্টি সুর। তিনি গলা ছেড়ে একটা প্রেম সঙ্গীত গাইতে লাগলেন—যখনই কোনো ভাঙ্গা চাবিতে হাত পড়ে তখনই তাঁর মুখে বিরক্তির ছাপ পড়ে—তিনি অধীর হ'য়ে মেঝেয় পা ঠোকেন। আমার বোন বাড়ী যাওয়ার কথা ভুলে গেল—উত্তেজিত হ'য়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বলতে লাগল: "আমি সুখী। আমি খুব সুখী।"

তার গলায় একটা বিস্ময়ের সুর, যেন সুখী হওয়াটা তার পক্ষে অসম্ভব। আমার জীবনে এই বোধ হয় আমার বোনকে আমি প্রথম এত আনন্দিত হ'তে দেখলাম। তাকে আমার খুব সুন্দরী বলেও মনে হ'ল। তার মুখের রৈখিক আকৃতি মোটেই ভাল ছিল

না—দেখলে মনে হ'ত সে সব সময়ই বুঝি নাক ঝাড়ছে কিন্তু তার কালো রঙের চোখ দু'টি বড় সুন্দর—গায়ের রঙে একটা বিবর্ণ পেলবতা —মুখের ভাবে ছিল একটা হৃদয়স্পর্শী সদয় বিষণ্নতা। যখন সে কথা বলত তখন তাকে চমৎকার মানাত, এমন কি সুন্দরী ব'লেও মনে হ'ত। সে আর আমি দু'জনেই মায়ের মত হয়েছিলাম—বড় কাঁধ, সবল এবং কঠিন কিন্তু বিবর্ণতাটা তার রোগের চিহ্ন। সে প্রায়ই কাস্‌ত এবং তার চোখে আমি অসুস্থ লোকের মত একটা ভাব লক্ষ্য করতাম। তার বর্ত্তমান আনন্দের মধ্যে একটা শিশু-সুলভ সরলতা ছিল যেন শিশুকালে কঠিন শাসনের ফলে আমাদের যে আনন্দ চাপা পড়ে ভোঁতা হ'য়ে গেছিল সেই আনন্দ তার হৃদয়ে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে এবং মুক্তি পেয়ে বাইরে এসেছে।

কিন্তু যখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেল এবং গাড়ীটা আনা হ'ল তখন আমার বোন খুব শান্ত এবং দমিত হ'য়ে গেল—সে গাড়ীটায় এমনভাবে ব'সে রইল যেন সেটা কয়েদীদের গাড়ী। শীঘ্রই তারা সব চ'লে গেল··· দূরে গাড়ীর শব্দ মিলিয়ে গেল। আমার মনে পড়ল যে অ্যানিউটা, ব্লাগোভো সারাদিন আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। "আশ্চর্য মেয়ে!" আমি ভাবলাম, "আশ্চর্য মেয়ে!"

লেণ্ট এল—রোজই আমাদের লেণ্টের খাবার খেতে হ'ত। আমার আলস্য এবং আমার চাকরির অনিশ্চয়তায় আমি খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম: একটা অলস ক্ষুধার্ত অতৃপ্তি নিয়ে আমি মাঠে ঘুরে বেড়াতাম—শুধু সেই সতেজ মুহূর্তটির অপেক্ষায় ব'সে ছিলাম যখন আমি কাজ ছেড়ে চ'লে যেতে পারব।

একদিন বিকালবেলা র‍্যাডিশ্‌ আমাদের অফিসে ব'সেছিল—তখন অতর্কিতভাবে রোদে পু'ড়ে ধুলায় ধূসর হ'য়ে ডলঝিকভ্‌ এসে উপস্থিত। তিনি তিনদিন ধ'রে লাইনে বেরিয়েছেন—একটা এঞ্জিনে চেপে

ডুবেকনিয়ায় এসেছেন। তিনি গাড়ী আনবার হুকুম দিয়েছিলেন—গাড়ী না আসা পর্য্যন্ত সরকারের সঙ্গে স্টেট দেখে বেড়ালেন—উঁচু গলায় কি সব আদেশ দিলেন, তারপর একঘণ্টা ধ'রে আমাদের অফিসে ব'সে ব'সে চিঠি লিখলেন। যখন টেলিগ্রাম এল তিনি নিজেই তার উত্তর দিলেন—আমরা নির্বাক কাঠিন্যে পাশেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

"কি বিশৃঙ্খলা।" তিনি হিসাবের বই দেখে রেগে বললেন। "আমি একপক্ষের মধ্যেই অফিস স্টেশনে নেব—তারপর তোমাদের নিয়ে যে আমি কি করব জানি না।"

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে কাজ করেছি, স্যার", শেপ্রাকভ্ বললে।

"তা তো নিশ্চয়ই! চোখের উপরই তোমার যথাসাধ্য চেষ্টার নমুনা দেখতে পাচ্ছি। তুমি শুধু মাইনেই নিতে জানো।" এঞ্জিনিয়ার আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন: "তুমি যথাসম্ভব কম কাজ ক'রে কেবলমাত্র পরিচয়পত্রের জোরেই উন্নতি করতে চাও। এই লাইনে আসবার আগে আমি এঞ্জিনচালক ছিলাম। আমি বেলজিয়ামে সাধারণ লুব্রিকেটরের কাজ করেছি। আর প্যাল্টেলে, তুমি এখানে ব'সে ব'সে কি করছ?" তিনি র‍্যাডিশের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন। "মদ খেতে যাচ্ছ?"

যে কোন কারণেই হোক তিনি সব সরল মানুষকেই প্যাল্টেলে বলতেন এবং শেপ্রাকভ্ ও আমার মত লোককে ঘৃণা করতেন—আমাদের বলতেন মাতাল, পশু। তিনি স্বভাবত ছোট কর্মচারীদের ওপর খুব চটা ছিলেন, নির্দয়ভাবে কোন কারণ না দেখিয়ে তিনি তাদের লাইনে দিয়ে তাড়িয়ে দিতেন। অবশেষে তাঁর গাড়ী এল। তিনি যাবার সময় আমাদের চোদ্দদিনের মধ্যে ছাড়িয়ে দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে গেলেন; সরকারকে বোকা বললেন এবং গাড়ীতে আরাম ক'রে নিজের দেহ ছড়িয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন।

"অ্যাণ্ডে্র আইভ্যানিশ্" আমি র‍্যাডিশ্‌কে বললাম, "তুমি আমাকে একজন শ্রমিকরূপে নেবে ?"

"তা' বেশ ত। এস না !"

আমরা দু'জনে শহরের দিকে চললাম—যখন স্টেশন এবং গোলাবাড়ী ছাড়িয়ে বহুদূর চ'লে গেছি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, "অ্যাণ্ডে্র আইভ্যানিশ্, তুমি ডুবেক্‌নিয়ায় এসেছিলে কেন ?"

"প্রথম কারণ আমার কয়েকটি লোক লাইনে কাজ করছে, দ্বিতীয় কারণ মিসেস্ শেপ্রাকভ্‌কে সুদ দেওয়া। আমি গত গ্রীষ্মকালে তাঁর কাছে পঞ্চাশ রুব্‌ল ধার নিয়েছিলাম—এখন মাসে মাসে এক রুব্‌ল ক'রে সুদ দেই।"

চিত্রকর থেমে আমার কোট ধরল।

"মিসেল্ অ্যালেক্সিস্, বন্ধু", সে বলল, "আমার মনে হয় যে যদি কোন সাধারণ লোক কিংবা ভদ্রলোক সুদ নেয় তবে সে অন্যায় করে। তার মধ্যে সত্য ব'লে কিছু নেই।"

পাতলা, বিবর্ণ এবং ভয়ঙ্কর চেহারার র‍্যাডিশ্ চোখ বুঁজে মাথা নেড়ে বিড়বিড় ক'রে তার দার্শনিক তথ্য ব'লে চলল, "পোকায় ঘাস খায়, মরিচায় লোহা খায় আর অসত্য মানবাত্মাকে ধ্বংস করে। হতভাগ্য পাপী আমাদের ভগবান রক্ষা করুন।"

॥ পাঁচ ॥

র‍্যাডিশের কার্যকরী ব্যবসায়-বুদ্ধি মোটেই ছিল না ; সে যতটা কাজ করতে পারবে না ততটা কাজ হাত নিত—মাইনের সময় হিসেবে ভুল করত—ফলে সব সময় তাকে ক্ষতি সহ্য করতে হ'ত। সে চিত্রাঙ্কনের কাজ—দৃশ্যাঙ্কনের কাজ—কাগজ লাগানোর কাজ করত—এমন কি সময় সময় টালি লাগানোর কাজও নিত। অনেক সময় তাকে সামান্য মাত্র লাভের জন্য টালির উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি করতে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে। সে চমৎকার কাজ জানত—অনেক সময় দিনে দশ রুবল পর্যন্ত সে রোজগার করত ; প্রভু হবার ইচ্ছা এবং ঠিকাদার ব'লে নিজের নাম জাহির করার ইচ্ছা না থাকলে সে হয়ত অনেক টাকা জমাতে পারত।

সে নিজে চুক্তিতে টাকা নিত—আমাকে এবং তার অধীন অন্যান্য লোককে সে দিন হিসাবে মজুরী দিত—এতে দিনে আমাদের পঁচাত্তর কোপেক্ থেকে এক রুবল পর্যন্ত পড়ত। যখন গরম এবং শুকনো আবহাওয়া থাকত তখন আমরা বাইরের কাজ করতাম—আমাদের প্রধান কাজ ছিল ছাদে রঙ দেওয়া। এসব কাজ করার অভ্যাস না থাকায় আমার পা গরম হ'য়ে যেত। মনে হত যেন আমি গরম চুল্লীর উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি। যখন ফেল্‌ট্ বুট্ পরতাম তখন পা ফুলে যেত। কিন্তু প্রথম দিকেই এরকম হ'ত। তারপর আমার অভ্যাস হ'য়ে গেলে সব কাজই ভাল রকম চলল। আমি সেই সব লোকের মাঝে বাস করতাম যাদের কাছে কাজ করা বাধ্যতা-মূলক এবং অনিবার্য, যারা বোঝাটানা ঘোড়ার মত কাজ করত, যারা শ্রমের নৈতিক মূল্য জানত না—এমন কি 'শ্রম' কথাটা কখনও কথাবার্তায় ব্যবহারও করত না। তাদের মধ্যে থেকে আমিও নিজেকে

বোঝাটানা ঘোড়ার মতই মনে করতে লাগলাম—ক্রমে কাজের আবশ্যকীয়তা এবং অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল—এই বিশ্বাসই আমার জীবনকে সহজ ক'রে তুলল—আমাকে সন্দেহের হাত থেকে বাঁচাল।

প্রথমটা সব কিছুতেই আমোদ পেতাম—সবই নতুন ঠেকত। এ যেন ঠিক পুনর্জন্মের মত। আমি মাটিতে শুতে পারতাম, খালি পায়ে চলা ফেরা করতে পারতাম—এরকম জীবন আমার কাছে খুব মধুর লাগত। কাউকে কোনরূপ বিব্রত না ক'রে আমি সরল মানুষের জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম—যখন কোন গাড়ীর ঘোড়া প'ড়ে যেত তখন পোশাক ময়লা করার ভয় না ক'রে দৌড়ে গিয়ে ঘোড়াটাকে উঠতে সাহায্য করতাম। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে আমি স্বাধীন জীবন যাপন করছিলাম, কারও উপর ভার হ'য়ে ছিলাম না।

ছাদে রঙ লাগানো—বিশেষত—নিজেরাই যখন রঙ মিশাতাম—বেশ লাভজনক ব্যবসা ব'লে বিবেচিত হত; সেই জন্য র‍্যাডিশের মত ভাল কর্মীও এই ক্লান্তিজনক বিশ্রী কাজ করতে আপত্তি করত না। ছোট পাজামা প'রে নিজের সরু মংসপেশীবহুল পা দেখিয়ে সে বকের মত ছাদে বেড়াত আর কাজ করতে করতে আমি তার ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেতাম: "পোকায় ঘাস খায়, মরিচায় লোহা খায় আর মিথ্যা মানবাত্মাকে ধ্বংস করে!"

অথবা কোন কথা ভাবতে ভাবতে সে নিজেই নিজের কথার জবাব দিত: "যে কোন কিছু ঘটতে পারে! যে-কোন কিছু ঘটতে পারে!"

কাজের শেষে যখন বাড়ী ফিরতাম তখন দোকানের বাইরে ব'সে লোকেরা, দোকানের সহকারী কর্মচারীরা, ছেলেরা এবং তাদের প্রভুরা—সবাই মিলে আমার পিছনে চীৎকার করতে থাকত—আমায় উপহাস করত। প্রথম প্রথম আমার খুব কষ্ট হ'ত।

"কম লাভ!" তারা চীৎকার করত, "গৃহ-চিত্রকর! হলদে মাটি!"

যারা সবে মাত্র সাধারণ লোকের উপরে উঠেছে—যারা সেদিনও জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করেছে তাদের মত নির্দয় ব্যবহার আমার সঙ্গে কেউ করত না। একদিন বাজারে লোহার দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় এক বালতি জল এসে পড়ল আমার গায়ে—যেন হঠাৎ; আরেকবার আমার দিকে একটা লাঠি ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। একবার একটি বুড়ো আমার পথে দাঁড়িয়ে আমার দিকে বিষণ্ণ ভাবে তাকিয়ে বললেঃ "মূর্খ, তোমার জন্য আমি দুঃখিত নই, আমি দুঃখিত তোমার বাবার জন্য।"

পূর্ব-পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হ'লে সে ঘাবড়ে যেত। কেউ কেউ আমাকে অদ্ভুত লোক—একটি অকাট মূর্খ ব'লে মনে করত এবং আমার জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করত; আরেক দল আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবে জানত না—তাদের বুঝে ওঠা ছিল আমার পক্ষে মুস্কিল। একদিন দিনের বেলায় গ্রেট জেন্ট্রি স্ট্রীটের পাশেই একটা রাস্তায় অ্যানিউটা ব্লাগোভোর সঙ্গে দেখা। আমি কাজে যাচ্ছিলাম—হাতে ছিল লম্বা দুটি ব্রাশ এবং এক ভাণ্ড রঙ্। আমাকে চিনতে পেরে অ্যানিউটা লজ্জিত হ'ল।

"দয়া ক'রে রাস্তায় আমার সঙ্গে আলাপ করবেন না," সে কম্পমান, ভীরু অথচ দৃঢ় স্বরে বলল। সে আমার সঙ্গে করমর্দন করল না—তার চোখে জল চক্‌চক্ করছিল। "আপনি যদি এরকমই হ'তে চান—তবে—তবে তাই হোক কিন্তু দয়া ক'রে সাধারণের সামনে আমায় এড়িয়ে চলবেন।"

আমি গ্রেট জেন্ট্রি স্ট্রীট ছেড়ে দিয়ে ম্যাকারিখা নামক শহরতলীতে আমার ছোট বেলার আয়া কারপোভনার বাড়ীতে বাস করছিলাম। সৎ-স্বভাবা এই বুড়ীর কেমন একটা সদা বিষণ্ণভাব—সে সব কিছুতে

অমঙ্গলের চিহ্ন পেত, বোলতা এবং মৌমাছি তার ঘরে ঢুকলেও সে অমঙ্গলের আশঙ্কা করত। তার মতে আমার পক্ষে শ্রমিক হওয়াটাও মঙ্গলের ছিল না। "তোমার শেষ হ'য়ে গেছে।" সে বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বলত : "তুমি ব'য়ে গেছ।" তার সঙ্গে বাস করত তার পালিত পুত্র প্রকোফি; সে কসাই—বিরাট কদাকার দেখতে—বছর ত্রিশেক বয়স—মাথায় লালচে চুল—মুখে ছোট ছোট গোঁফ। হলে তার সঙ্গে দেখা হ'লে সে নীরবে সসম্মানে আমার জন্য রাস্তা ক'রে দিত—আর মাতাল অবস্থায় থাকলে গোটা হাত জুড়ে নমস্কার করত। সে সন্ধ্যায় নৈশভোজ সমাপ্ত করত—কাঠের দেওয়ালের ওপার থেকে আমি শুনতে পেতাম সে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাচ্ছে।

"মা," সে নীচুগলায় বলত।

"কি ?" কারপোভনা উত্তর দিত। সে ওকে অত্যন্ত ভালবাসত। "কি বাবা ?"

"আমি তোমার একটা উপকার করব মা। এই, চোখের জলের উপত্যকায়, তোমার বৃদ্ধ বয়সে আমি তোমার ভরণ পোষণ করব—তারপর তুমি ম'রে গেলে নিজের খরচে কবর দেব। আমি যা বলছি তা ঠিকই করব।"

আমি রোজই তাড়াতাড়ি শুতাম আর উঠতাম সূর্য উঠবার আগে। আমরা চিত্রকরেরা পেট ভ'রে খেতাম আর ভালভাবে ঘুমুতাম। কেবল মাত্র রাত্রিতেই আমাদের যা-কিছু উত্তেজনা হ'ত। আমি কখনও সহকর্মিদের সাথে ঝগড়া করতাম না। সারাদিন ধ'রে অন্তহীন গাল অভিশাপ এবং আন্তরিক শুভকামনার স্রোত বয়ে যেত, যেমন 'ওর চোখ খ'সে যাক, কিংবা 'ওর কলেরায় মৃত্যু হোক', কিন্তু সব সত্বেও আমাদের নিজেদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমার সহকর্মীরা সবাই আমাকে ধর্মোৎসাহী ব'লে সন্দেহ করত এবং আমাকে নিয়ে নির্দোষ আমোদ করত এই ব'লে যে আমার বাবাও আমার নিন্দা করেন।

তারা বলত যে তারা খুব কমই গির্জায় যায়—তাদের মধ্যে অনেকেই দশবৎসর ধরে কোন ধর্মসম্বন্ধীনয় স্বীকারোক্তি করে নি এবং তারা তাদের ধর্মবিষয়ে উৎসাহহীনতা এই ব'লে সমর্থন করত যে পাখীদের মধ্যে যেমন দাঁড়কাক, মানুষের মধ্যে গৃহ-চিত্রকরও তেমনি।

আমার সহকর্মীরা আমাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করত; তারা স্পষ্টতই আমার মদ-না-খাওয়া, আমার ধূমপান-না-করা এবং আমার নিরিবিলি স্থির জীবন যাপন পছন্দ করত। তারা শুধু বিস্মিত হ'ত আমি তেল চুরি না করাতে এবং তাদের সঙ্গে মালিকদের কাছে মদ্যপানের আবেদন জানাতে না যাওয়াতে। মালিকের তেল এবং রঙ চুরি করাটা গৃহ-চিত্রকরদের রীতি—এটা মোটেই চুরি ব'লে বিবেচিত হ'ত না। র‍্যাডিশের মত সাধুলোকও কাজ থেকে ফেরার সময় কিছু শাদা সীসা আর তেল নিয়ে আসত। ম্যাকারিখায় যাদের বাড়ী ছিল এমন শ্রদ্ধেয় বুড়োরাও ঘুষ চাইতে লজ্জা পেত না; কোন কাজের প্রথমে কিংবা শেষে সবাই যখন কোন কোন অশিক্ষিত মূর্খের কাছে গিয়ে কয়েক পেনির জন্য ধন্যবাদ দিত—তখন আমি খুব অস্বস্তি এবং দুঃখ অনুভব করতাম।

গ্রাহকদের সঙ্গে তারা ধূর্ত সভাসদের মত ব্যবহার করত—প্রায় রোজই আমার মনে প'ড়ে যেত সেকস্‌পীয়ারের পলোনিয়াসের কথা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কোন গ্রাহক হয়ত বলল, "সম্ভব বৃষ্টি হবে।"

"নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে।" গৃহচিত্রকররা সায় দিত।

"কিন্তু মেঘ দেখে তো বোঝা যাচ্ছে না যে বৃষ্টি হবে। হয়তো বৃষ্টি হবে না!"

"না মহাশয়, বৃষ্টি হবে না। বৃষ্টি হবে না—নিশ্চয়ই হবে না।"

আড়ালে তারা গ্রাহকদের উপহাস করত; যখন কোন ভদ্রলোককে সংবাদপত্র পড়তে দেখত তখন বলত: "ওঃ, খবরের কাগজ পড়ছে—ওদিকে ঘরে তো খাবার নেই!"

আমি কখনও বাড়ী যেতাম না। কাজ থেকে ফিরে প্রায়ই বোনের চিঠি পেতাম। এই সব চিঠিতে পিতার সম্বন্ধে সব অস্বস্তিকর সংবাদ থাকত—তিনি নাকি খাবার সময় অন্যমনস্ক থাকতেন, বহুক্ষণ ধ'রে পড়ার ঘরে থাকতেন—বাইরে আসতেন না বড় বেশী। এরকম খবর আমায় বিব্রত ক'রে তুলত—আমি রাত্রিতে ঘুমোতে পারতাম না। আমি অনেকদিন রাত্রে গ্রেট জেন্টি স্ট্রিটে যেতাম—আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে হাঁটতাম আর অন্ধকার জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতাম যে ভিতরে সবাই ভাল আছেন কি না। রবিবার দিন আমার বোন দেখা করতে আসত কিন্তু আসত চুরি ক'রে যেন আমাকে দেখতে আসে নি—এসেছে আমাদের ভূতপূর্ব আয়াকে দেখতে। সে যদি আমার ঘরে আসত—তার মুখ হয়ে উঠত বিবর্ণ—চোখ লাল, আর সে কান্না শুরু করত।

"বাবা আর বেশীদিন সহ্য করতে পারবেন না"—সে বলত। "ভগবান না করুন, তাঁর যদি কিছু হয়, চিরজীবন ধ'রে তোমার বিবেকের কাছে তুমি দায়ী থাকবে। এটা ভয়ঙ্কর, মিসেল্! আমি অনুনয় করছি অন্তত মায়ের কথা স্মরণ ক'রেও তুমি তোমার জীবনযাত্রা প্রণালী শোধরাও!"

"শোন বোন", আমি উত্তর দেই, "আমার যখন দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি বিবেক অনুযায়ী কাজ করছি তখন আমি কি ক'রে আত্মসংশোধন করি? আমার কথা বোঝার চেষ্টা কর!"

"আমি জানি তুমি তোমার বিবেকের অনুসরণ করছ কিন্তু কাউকে আঘাত না দিয়েও বোধ হয় তা করা যায়!"

"হায় ভগবান!" দরজার বাইরে থেকে বৃদ্ধা আয়ার দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। "তুমি শেষ হ'য়ে গেছ! নিশ্চয়ই একটা বিপদ হ'বে বৎস! নিশ্চয়ই বিপদ ঘটবে।"

॥ ছয় ॥

রবিবার দিন হঠাৎ অতর্কিতভাবে ডাক্তার ব্লাগোভো এসে হাজির। তাঁর পরিধানে শাদা গ্রীষ্মোপযোগী পোশাক—পায়ে সুন্দর পালিশ করা জুতো।

"আমি আপনাকে দেখতে এলাম।" তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ সহৃদয়তার সঙ্গে কলেজীয় ছাত্রের ধরণে আমার হাত ধ'রে বললেন। "আমি রোজই আপনার কথা শুনি এবং আমি বহুদিন থেকে মনে ক'রেছি যে এসে আপনার সঙ্গে একদিন আন্তরিকভাবে আলোচনা করব। শহরের জীবনে ভয়ঙ্কর একঘেয়েমি ; এমন কোন লোক নেই যার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়! কিন্তু কি অসম্ভব গরম!" তিনি কোট খুলে ব'সে পড়লেন—গায়ে থাকল শুধু সিল্কের সার্ট। "আসুন, আলাপ আলোচনা করা যাক।"

আমারও বিরক্তি ধ'রে গেছিল—আমি গৃহচিত্রকরদের সঙ্গ ছাড়া অন্য সঙ্গী খুঁজছিলাম। তাঁকে দেখে আমি সত্যই আনন্দিত হয়েছিলাম।

"গোড়াতেই ব'লে রাখছি", তিনি আমার বিছানায় ব'সে বললেন, "আপনার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং আপনার বর্তমান জীবন-যাত্রা-প্রণালীর প্রতিও আমি পরম শ্রদ্ধাবান। শহরে সবাই আপনাকে ভুল বোঝে—আপনাকে বুঝবার মত কেউ নেই। কারণ জানেন তো, পৃথিবীটা গোগল-বর্ণিত শূকরের মুখে ভর্তি। কিন্তু বন-ভোজনের দিন আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কি। আপনি মহৎ ব্যক্তি, সাধু উদার-হৃদয়! আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি এবং আপনার সঙ্গে করমর্দন-করা আমি গৌরবের বিষয় ব'লে মনে করি। এত সহজে এবং হঠাৎ জীবন-যাত্রা বদলাতে আপনাকে নিশ্চয়ই প্রবল

আধ্যাত্মিক বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল এবং এখন এই নতুন জীবন যাপন করাতে আপনাকে নিশ্চয়ই অনবরত মন এবং হৃদয়ের দ্বন্দ্ব করতে হচ্ছে। এখন দয়া ক'রে আমাকে একটা কথার জবাব দিন। আচ্ছা আপনার এই ইচ্ছাশক্তি, এই কর্মতৎপরতা আপনি যদি অন্য কিছুর ওপর ব্যয় করতেন—ধরুন না কেন, আপনি যদি বড় পণ্ডিত কিংবা শিল্পী হবার চেষ্টা করতেন—তাহ'লে আপনার জীবন কি আরও বেশী বিস্তৃত, গভীর ও ফলপ্রসূ হ'তো না?" আমরা কথা ব'লে চললাম। যখন আমরা কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধে কথা বলছিলাম তখন আমি নিজের মতবাদ প্রকাশ করলাম। শ্রমের প্রয়োজন এই জন্য যে শক্তিমান যেন দুর্বলকে দাস করতে না পারে—সংখ্যালঘিষ্ঠরা যেন সংখ্যাগরিষ্ঠদের গলগ্রহ হ'য়ে মধুর রসটুকু নিঃশেষে পান না করতে পারে। তার মানে এই যে শ্রমবিষয়ে কোন ব্যতিক্রম থাকা উচিত নয়—প্রত্যেক লোকই নিজের জন্য শ্রম করবে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে কায়িক পরিশ্রম এবং বাধ্যতামূলক সেবার মত সাম্য প্রবর্তক আর কিছু নেই।

"আপনি তবে মনে করেন", ডাক্তার বললেন, "যে বিনা ব্যতিক্রমে সবারই কায়িক পরিশ্রম করা উচিত?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে সবাই—চিন্তাশীল কবি এবং শিল্পী, বৈজ্ঞানিক—যদি আত্মরক্ষার জন্য জীবন-যুদ্ধে নামে—যদি পাথর ভাঙে আর ছাদে রঙ্ দেয়, তবে সেটা সভ্যতার অগ্রগতির পথে একটা ভয়ঙ্কর বাধা হবে?"

"বিপদ কোথায়?" আমি বললাম। "প্রেমের প্রেরণায় কাজ করা এবং নৈতিক বিধানের পূর্ণতাসাধনই অগ্রগতি। আপনি যদি কাউকে দাস না করেন এবং নিজে যদি কারও উপর ভারস্বরূপ না চাপেন—তবে এর চেয়ে বড় অগ্রগতি আর আপনি কি চান?"

"কিন্তু দেখুন!" হঠাৎ ব্লাগোভো রেগে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। "আমি বলছি যে যদি কোন শামুক নিজের খোলসের মধ্যে থেকে নৈতিক বিধান অনুযায়ী আত্ম-শুদ্ধি করতে থাকে, তবে সেটাকে কি আপনি অগ্রগতি বলবেন?"

"কিন্তু কেন?" আমি কোণ-ঠাসা হ'য়ে পড়েছিলাম। "যদি আপনার প্রতিবেশীদের আপনাকে খাওয়াতে না হয়, পরাতে না হয়, শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাকে রক্ষা করতে না হয়, তবে দাসত্বের ভিত্তির উপর স্থাপিত জীবনে সেইটাকে উন্নতি বলব। আমার মত হচ্ছে যে এইটাই সত্যিকারের সম্ভবপর প্রয়োজনীয় অগ্রগতি।"

"বিশ্বের অগ্রগতি, যে অগ্রগতিতে সব মানুষেরই অধিকার আছে —তার সীমা হচ্ছে অসীমের মধ্যে। আমাদের প্রয়োজন এবং ঐহিক ধারণার দ্বারা সীমাবদ্ধ 'সম্ভবপর' অগ্রগতির কথা আমার কাছে যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকে!"

"আপনার কথামত অগ্রগতির সীমা যদি অসীমের মধ্যে হয়, তাহ'লে তার মানে এই যে এর গন্তব্যস্থান অনির্দিষ্ট", আমি বললাম। "ভেবে দেখুন, কেন বেঁচে আছি সেটা নিশ্চিত না জেনে, বেঁচে থাকাটা কি অদ্ভুত!"

"কেন? 'না জানা'টা আপনার জানার মত বিরক্তিকর নয়। আমি একটা মইয়ে চড়ছি যার নাম হচ্ছে অগ্রগতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি! আমি চলেছি ত চ'লেছিই—জানি না কোথায় যাবো, কিন্তু এই অপূর্ব মইয়ে আরোহণের জন্য বেঁচে থাকাটাই ত সার্থক। আর আপনি নিশ্চিতরূপে জানেন কেন আপনি বেঁচে আছেন—আপনি জানেন যে কারও কাউকে দাস করা উচিত নয়, যে শিল্পী এবং যে-লোকটা রঙ্ মিশায় দু'জনেরই সমান ভাল ভোজ পাওয়া উচিত। কিন্তু ওটা তো জীবনের বুর্জোয়াদিক—শুধু মাত্র রান্নাঘরের দিকটা—শুধুমাত্র এর জন্য জীবনধারণ করাটা বিরক্তিকর নয় কি? যদি কোন পোকা অন্য

পোকা খায়, তাকে শয়তানে ধরুক, তাকে থাকতে দাও। আমাদের তাদের কথা ভাবলে চলবে না—আপনি যতই তাকে দাসত্বের হাত থেকে রক্ষা করুন, সে মরবেই—দূর ভবিষ্যতে মানব জাতির জন্য যে স্বর্ণযুগ অপেক্ষা ক'রে আছে আমাদের শুধু সেই কথা ভাবা উচিত।"

ব্লাগোভো উত্তেজনার সঙ্গে তর্ক করছিলেন কিন্তু কি একটা বাইরের চিন্তা যেন তাঁকে বিব্রত করছিল।

"আপনার বোন এখনও আসছেন না", তিনি ঘড়ি দেখে বললেন। "কাল তিনি আমাদের বাড়ী গেছিলেন—বলেছিলেন যে আজ আপনাকে দেখতে আসবেন। আপনি শুধু 'দাসত্ব', 'দাসত্ব' করেন", তিনি ব'লে চললেন, "কিন্তু এটা একটা বিশেষ প্রশ্ন, আর মানবজাতি এইসব প্রশ্নের সমাধান ধীরে ধীরে করে।"

আমরা ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলাম। আমি বললাম যে প্রত্যেক লোক নিজে ভাল মন্দ সম্বন্ধে প্রশ্নের সমাধান করে—মানবজাতি ধীরে ধীরে এ প্রশ্নের সমাধান করবে এজন্য কেউ বসে থাকে না। মানবীয় ভাবধারা বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্য এক প্রকারের ভাবধারাও ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করে। দাসত্বের শেষ হয়েছে—ধনতন্ত্র বৃদ্ধিলাভ করছে। মুক্তির মন্ত্রের পরম ঋদ্ধির সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ব্যাটের সময়ের মত সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে—রক্ষা করছে কিন্তু তারা নিজেরা অভুক্ত নগ্ন এবং অরক্ষিত। এই রকমের পরিস্থিতি আপনার সমস্ত ভাবধারা এবং আন্দোলনের সঙ্গে চমৎকার খাপ খায় কারণ দাসত্ব-শিল্পও ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করছে। আমরা আস্তাবলের চাকরদের আর বেত মারি না কিন্তু দাসত্বকে আমরা আরও সংস্কৃত রূপ দেই। অন্তুতপক্ষে আমরা প্রত্যেক ব্যাপারে এটাকে সমর্থন করতে পারি। ভাবধারা আমাদের কাছে ভাবধারাই থেকে যায়; কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমরা যদি শ্রমিকদের উপর আমাদের সব অপ্রিয় দৈহিক কার্যকে চাপিয়ে দিতে

পারতাম—তবে তাই দিতাম এবং অবশ্য আমরা এটাকে সমর্থন করতাম এই ব'লে যে কবি শিল্পী পণ্ডিত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লোকদের যদি এই সব কাজে সময় নষ্ট করতে হয় তবে অগ্রগতির পথে ভয়ানক বাধা সৃষ্টি হবে।

ঠিক সেই সময়ে আমার বোন এল। সে যখন ডাক্তারকে দেখল তখন তাকে আমি উত্তেজিত এবং বিব্রত দেখলাম—সে বলতে লাগল যে তাকে তখনই বাড়ীতে বাবার কাছে যেতে হবে।

"ক্লিয়োপেট্রা আলেক্সিয়েভনা," ব্লাগোভো গভীর আবেগে বুকে হাত দিয়ে বললেন, "আপনি যদি আধঘণ্টা আমার এবং আপনার ভাইয়ের সঙ্গে কাটান তবে আপনার বাবার কি ক্ষতি হবে?" তিনি বেশ সরল প্রকৃতির লোক এবং নিজের আনন্দ অন্যের মধ্যে সংক্রামিত করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। আমার বোন এক মুহূর্ত ভাবল—তারপর হঠাৎ অতর্কিতভাবে হেসে সে খুব আনন্দিত হয়ে উঠল—যেমন হয়েছিল সেই বনভোজনের দিনে। আমরা মাঠে গিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে আলাপ করতে লাগলাম—শহরের পশ্চিমমুখী জানালাগুলোয় তখন অস্তমান সূর্যের সোনালী সমারোহ।

তারপর প্রত্যেকবার আমার বোন যখন আমায় দেখতে আসত তখন ব্লাগোভোও এসে হাজির হ'তেন—তারা পরস্পরকে এমনভাবে সম্ভাষণ করত যেন অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের দেখা হয়েছে। ডাক্তার এবং আমি তর্ক করতাম—আমার বোন ব'সে শুনত—তার মুখে সানন্দ সাবেগ সপ্রশংস উৎসুক ভাব। আমার মনে হ'ত যে তার চোখের সামনে একটা নতুন জগৎ ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছিল—এমন একটা জগৎ যা সে স্বপ্নেও কোন দিন দেখে নি—আজ তারই কল্পনা করছিলো সে; যখন ডাক্তার থাক্‌তেন না তখন সে শান্ত বিষণ্ণ হ'য়ে থাকত—আর যদি সে আমার বিছানায় বসত, তবে মাঝে মাঝে কাঁদত—কান্নার কারণ কি তা সে বলত না।

আগস্ট মাসে র‍্যাডিশ আমাদের রেলওয়েতে যাবার আদেশ দিল। আমরা শহরের বাইরে যাবার দু'দিন পূর্বে বাবা আমায় দেখতে এলেন। তিনি ব'সে আমার দিকে না তাকিয়ে তাঁর লাল মুখ মুছতে লাগলেন—তারপর পকেট থেকে স্থানীয় সংবাদপত্রখানি বের ক'রে প্রত্যেকটি কথার উপর জোর দিয়ে যে খবরটা পাঠ করলেন তার মর্ম এই যে আমারই সমবয়সী একজন সহপাঠী, স্টেট ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের ছেলে, রাজস্ববিভাগীয় আদালতের প্রধান কেরানী পদে নিযুক্ত হ'য়েছে।

"আর তোমার নিজের দিকে তাকাও", তিনি কাগজখানা ভাঁজ ক'রে বললেন: "তুমি ভিক্ষুক, ভবঘুরে, বদমায়েস! শ্রমিক এবং কৃষকরাও লেখাপড়া শেখে ভদ্র হবার জন্য আর তুমি কিনা পোলোজ্‌নভ্‌ হয়ে কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে তোমার প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষদের নাম ডোবাতে ব'সেছ। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করার জন্য এখানে আসি নি। আমি তোমাকে ইতিপূর্বেই ত্যাগ ক'রেছি!" তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ধরা গলায় বলে চললেন: "বদমায়েস, আমি এখানে দেখতে এসেছিলাম তোমার বোন আছে কিনা। সে খেয়েদেয়েই বেরিয়ে প'ড়েছে—এখন সাতটা বেজে গেল—অথচ তার দেখা নেই। সে দেখছি এখন আমাকে না ব'লেই মাঝে মাঝে বেরোয়—পূর্বের ততটা শ্রদ্ধার ভাবও আর তার মধ্যে নেই—তার চরিত্রেও দেখছি তোমারই পঙ্কিল এবং ঘৃণ্য প্রভাব লেগেছে। সে কোথায়?"

তাঁর হাতে ছিল সেই পরিচিত ছাতাটা—আমি ভয় পেয়ে সোজা কঠিন হ'য়ে স্কুলের ছেলের মত দাঁড়িয়েছিলাম বাবার মারের প্রতীক্ষায় কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন যে আমার দৃষ্টি তাঁর ছাতার দিকে—সেই-জন্যই বোধ হয় তিনি থেমে গেলেন।

"যেমন খুসী তুমি থাকো!" তিনি বললেন। "আমার আশীর্বাদ তোমার উপর থেকে চ'লে গেছে।"

"হায় ভগবান!" বৃদ্ধা আয়া দরজার ওপার থেকে বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে উঠল। "তুমি শেষ হয়ে গেছ। আমার হৃদয় বলছে বিপদ আসবে! আমি এটা অনুভব করতে পারছি!"

আমি রেলওয়েতে কাজ করতে গেলাম। সারা আগস্ট মাস ধরে ঝড় আর বৃষ্টি হ'ল। ঠাণ্ডা, স্যাঁত স্যেঁতে সব কিছু; মাঠে মাঠে ধান কাটা শেষ হয়েছে—বড় বড় মাঠে শস্য কাটা হয়েছিল যন্ত্র দিয়ে, সেখানে খড় পড়ে ছিল স্তূপীকৃত হয়ে—আঁটিতে আঁটিতে নয়; আমার মনে আছে ঐসব বিষণ্ণ খড়ের গাদা কি করে দিনের পর দিন কালো হয়ে উঠছিল আর বীজের থেকে জন্মাছিল গাছ। আমাদের কাজ বড় কঠিন হয়ে পড়েছিল; আমরা যে-কাজ শেষ করছিলাম ঘন বৃষ্টিতে তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের ষ্টেশনের দালানে থাকতে দেওয়া হ'ত না—গ্রীষ্মকালে যে-সব মাটির ঘরে রেলের কুলিরা ছিল আমাদের সেইসব ময়লা স্যাঁত স্যেঁতে কুঁড়েতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল—রাত্রে আমার ঘুম হ'ত না—একে শীত তার উপর মুখের উপরে এবং হাতের উপরে ছারপোকা ঘুরে বেড়াত। আমরা যখন সেতুর কাছাকাছি কাজ করছিলাম, তখন রেলের কুলিরা আসত আমাদের সঙ্গে মারামারি করতে—এটাকে তারা খেলা বলে মনে করত। তারা আমাদের মারত—আমাদের ব্রাশ চুরি করত এবং আমাদের রাগিয়ে একটা মারামারি বাধানোর উদ্দেশ্যে তারা আমাদের কাজ নষ্ট করত—সবুজ রঙ দিয়ে সিগন্যাল বাক্সগুলি রঙ করত। আরও দুঃখের বিষয় এই যে র‍্যাডিশ আমাদের মাইনে দেওয়া শুরু করল অনিয়মিত-ভাবে। লাইনে রঙ দেবার ভার দেওয়া হয়েছিল একজন ঠিকাদারের উপর—সে ভার দিয়েছিল আর একজনকে—এই লোকটা আবার ভার দিয়েছিল র‍্যাডিশকে শত করা ২০ কোপেক কমিশনের লোভ দেখিয়ে। কাজটা এমনই লাভের ছিল না—তার উপর এল বৃষ্টি; সময় নষ্ট হতে লাগল—আমরা কাজ করতাম না অথচ র‍্যাডিশকে

আমাদের মাইনে জোগাতে হ'ত। বুভুক্ষু গৃহচিত্রকররা র‍্যাডিশকে মারত আর কি—তারা তাকে জুয়াচোর, রক্ত-পায়ী, জুডাস প্রভৃতি ব'লে গাল দিত ; হতভাগ্য র‍্যাডিশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশায় আকাশের দিকে হাত তুলত আর ঘন ঘন মিসেস শেপ্রাকভের কাছে যেত টাকা ধার করতে।

॥ সাত ॥

বৃষ্টিবহুল, পঙ্কিল অন্ধকার হেমন্তকাল এল ; আমাদের কাজেরও চাহিদা ক'মে গেল। আমি সপ্তাহে তিন দিন কর্মহীন অবস্থায় বাড়ীতে ব'সে থাক্‌তাম কিংবা অন্য কোন কাজ করতাম ; দৈনিক কুড়ি কোপেক বেতনে মাটি কাটতাম। ডাক্তার ব্লাগোভো পিটার্স-বার্গে চ'লে গেছিলেন—বোনও আর আমায় দেখ্‌তে আস্‌ত না। র‍্যাডিশ্‌ অসুস্থ হ'য়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় বাড়ীতে শুয়েছিল !

আমার মনেও হেমন্তের প্রভাব ; হয়তো আমি যখন শ্রমিকের কাজ গ্রহণ ক'রেছিলাম তখন শহরের খারাপ দিকটাই শুধু দেখেছিলাম আর রোজই এই অন্ধকার দিকটার নতুন আবিষ্কার আমায় হতাশ ক'রে তুল্‌ত। আমার শহরের প্রতিবেশিদের মধ্যে যাদের যাদের সম্বন্ধে আগে আমার খারাপ ধারণা ছিল অথবা যাদের আমি ভাল মনে ক'রতাম সবাইকে আমি হীন, নিষ্ঠুর—সর্বপ্রকার হীন কাজ কর্‌তে সমর্থ ব'লে মনে কর্‌তে লাগলাম। গরীব আমরা—আমাদের প্রতি কত অত্যাচার হ'ত। হিসাবের সময় আমাদের ঠকানো হ'ত—ঠাণ্ডা পথে কিংবা রান্নাঘরে আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ত —আমাদের সঙ্গে কেউ ভদ্র ব্যবহার করত না—সবাই কর্‌ত অপমান। হেমন্তকালে আমাকে ক্লাবের লাইব্রেরী এবং অন্য দু'টি ঘরে কাগজ লাগাতে হ'য়েছিল। আমাকে প্রত্যেকটির জন্য সাত কোপেক্‌ ক'রে দেওয়া হ'ত কিন্তু আমাকে বারো কোপেকের রসিদ দিতে বলা হ'য়েছিল। আমি আপত্তি করায় লাইব্রেরীরই একজন কর্তা, সোনার চশমা পরিহিত একজন শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক বল্‌লেন : 'বদ্‌মায়েস, তুমি যদি আরেকটি কথা বলো আমি তোমাকে মেরে শপাট করবো !"

এই সময় একটি চাকর তাঁকে চুপি চুপি জানিয়ে দিল যে আমি

স্থপতি পলোজ্‌নিভের পুত্র। তিনি প্রথমটা একটু বিব্রত এবং লজ্জিত হলেন কিন্তু পর মুহূর্তে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেন: "ও অভিশপ্ত হোক্‌।"

দোকানে আমাদের শ্রমিকদের কাছে বিক্রী করা হ'ত পচা মাংস, খারাপ ময়দা আর বাজে চা। গির্জায় আমাদের পুলিশের ধাক্কা সহ্য করতে হ'ত—হাসপাতালে সহকারী চিকিৎসক এবং নার্সরা আমাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করত। দারিদ্র্যের জন্য আমরা যদি ঘুষ দিতে না পারতাম, আমাদের খাবার দেওয়া হ'ত ময়লা ডিসে। ডাকঘরে সকলের ছোট কর্মচারীও আমাদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করাটা তার কর্তব্য বলে মনে করত এবং কর্কশ উদ্ধত ভাষায় চীৎকার করত, "দাঁড়াও! ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ভিতরে এসে হাজির হয়ো না।" এমন কি কুকুরগুলোও ছিল আমাদের বিরুদ্ধে—সেগুলোও একটা বিশেষ ঘৃণার সঙ্গেই যেন আমাদের আক্রমণ করত। কিন্তু এই নতুন জীবনে সবচেয়ে যে জিনিসটা আমার বেশী চোখে প'ড়েছিল সেটা হ'চ্ছে ন্যায়ের পরিপূর্ণ অভাব—লোকে যার নাম দিয়েছে 'ভগবানকে-ভুলে-যাওয়া'। জুয়াচুরি ছাড়া একটা দিনও কাটত না। দোকানী, ঠিকাদার, শ্রমিকরা নিজেরা, খরিদ্দাররা, সবাই প্রতারণা করত। একথা জানা ছিল যে আমাদের দাবীর কথা কেউ বিবেচনা করত না—আমাদের অর্জিত অর্থের জন্য আমাদের টাকা দিতে হ'ত—টুপি নামিয়ে যেতে হ'ত পিছনের দরজার দিকে।

লাইব্রেরীর পাশের একটা ঘরে আমি কাগজ লাগাচ্ছিলাম—সেদিন সন্ধ্যার সময় কাজ শেষ ক'রে আমি চ'লে যাব এমন সময় এক বোঝা বই নিয়ে ডল্‌ঝিকভের মেয়ে সেখানে এসে হাজির। আমি অবনত হ'য়ে তাকে নমস্কার জানালাম।

"ওঃ, আপনি কেমন আছেন?" তৎক্ষণাৎ আমাকে চিনে সে হাত বাড়িয়ে দিল। "আপনাকে দেখে খুব সুখী হ'লাম।"

সে থামল ; অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার জামা, আঁঠার ভাণ্ড এবং কাগজের দিকে তাকাল। আমি বিব্রত বোধ করলাম—সেও অস্বস্তি অনুভব করছিল।

"আমার বিস্মিত দৃষ্টিকে ক্ষমা করুন," সে বলল। "আমি আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি, বিশেষ ক'রে ডাক্তার ব্লাগোভোর কাছ থেকে। তিনি আপনার বিষয়ে বড় উৎসাহী। আপনার বোনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, বেশ চমৎকার সহানুভূতিময়ী মেয়ে ; কিন্তু আমি তাকে বোঝাতে পারলাম না যে আপনার সরল জীবন যাপনে ভীতিপ্রদ কিছু নেই। অপর পক্ষে আপনিই শহরের সবচেয়ে চমৎকার লোক !"

আরেকবার সে আঁঠার ভাণ্ড এবং কাগজের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল : "আমাদের দুজনকে দেখা করানোর জন্য আমি ডাক্তার ব্লাগোভোকে অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু হয় তিনি ভুলে' গেছিলেন নয় তাঁর সময় ছিল না। যাক্, আমাদের দুজনের দেখা তো হ'ল। আপনি যদি আমার বাড়ীতে যান, আমি খুব সুখী হ'ব। আপনার সঙ্গে আলাপ করার আমার প্রবল ইচ্ছা। আমি সরল লোক," সে তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে, "আমি আশা করি আপনি লৌকিকতার তোয়াক্কা না ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমার বাবা এখন পিটার্সবার্গে আছেন।"

সে পাঠগৃহে গেল—তার পোশাকে খস্ খস্ ধ্বনি ; সেদিন বাসায় ফিরে' অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম হ'ল না।

সেইবার হেমন্তকালে কে একজন সহৃদয় ব্যক্তি আমার জীবনযাত্রা সহজভাবে নির্বাহের জন্য মাঝে মাঝে উপহার পাঠাত—চা, লেমন্ বিস্কুট কিম্বা রোস্ট মাংস। কারপোভনা বল্‌ত যে একজন সৈন্য এসে উপহারগুলো দিয়ে যেত ; তবে কার কাছ থেকে সেই সৈন্যটি আস্‌ত তা' সে জান্‌ত না ; সেই সৈন্যটি জিজ্ঞাসা করত আমি ভাল

আছি কি না এবং আমার গরম পোশাক আছে কি না। যখন তুষার-পাত সুরু হ'ল, তখন একদিন সৈন্যটি আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একটি সুন্দর নরম স্কার্ফ দিয়ে গেছিল ; স্কার্ফটার মধ্য থেকে একটা মৃদু নরম গন্ধ বেরুচ্ছিল। আমি অনুমান করতে পারলাম এই দয়াবতী পরীটি কে। কারণ স্কার্ফটায় অ্যানিউটা ব্লাগোভোর প্রিয় "লিলি অফ্ দি ভ্যালির"র গন্ধ।

শীতের সময়টায় বেশী কাজ পাওয়া গেল—আবার প্রফুল্লতা ফিরে এল। র‍্যাডিশ বেঁচে উঠল এবং আমরা সমাধিস্থলের গির্জার কাজ করতে লাগলাম ; আমাদের কাজ ছিল পবিত্র গির্জাটাকে গিল্‌টি করা। আমাদের সহকর্মিরা বলত যে বেশ পরিষ্কার শান্ত এবং বিশেষ ভাল কাজ। আমরা একদিনে অনেকটা কাজ করতে পারতাম, কাজেই তাড়াতাড়ি অজ্ঞাতসারে সময় কাটতে লাগল। কোন রকম শপথ করা, হাসি ঠাট্টা কিংবা জোর গলায় তর্ক হ'ত না। জায়গাটা এমন যে সবাইকে শান্ত এবং ভদ্র থাকতে বাধ্য করত আর সকলের মনে জাগাত শান্ত গম্ভীর ভাব। কাজে নিমগ্ন হয়ে আমরা মূর্তির মত অচলভাবে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকতাম। সমাধিস্থানের উপযুক্ত একটা গভীর নিস্তব্ধতা চারদিকে বিরাজ করত ; কাজেই কোন যন্ত্র পড়ে গেলে কিংবা প্রদীপে তেলের শব্দ হলে, শব্দটা বেশি হ'ত—ফলে ব্যাপার কি জানবার জন্য আমরা চমকে ফিরে দাঁড়াতাম। অনেকক্ষণ নীরবতার পর মৌমাছির দলের গুঞ্জনের মত একটা শব্দ শোনা যেত ; কাছেই পাদ্রী একটি মৃতদেহের সৎকার করছেন নীচু গলায় ; একজন গৃহচিত্রকর তারায় ঘেরা চাঁদের ছবি আঁকতে আঁকতে শান্তভাবে শীষ দিতে সুরু করত— তারপর আমরা গির্জায় কাজ করছি মনে প'ড়ে যাওয়াতে হঠাৎ থেমে যেত। অথবা র‍্যাডিশ নিজের মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলত : "যে কোন কিছু ঘটতে পারে! যে কোন কিছু ঘটতে পারে।" অথবা

আমাদের মাথার উপরে একটা মৃদু করুণ ঘণ্টাধ্বনি শোনা যেত—গৃহচিত্রকররা বলত যে নিশ্চয়ই কোন ধনী লোককে গির্জায় আনা হচ্ছে……

ছোট গির্জাটির শান্ত আবহাওয়ায় আমার দিনগুলো কেটে যেত আর সন্ধ্যা বেলা আমি বিলিয়ার্ড খেলতাম অথবা নিজের কষ্টার্জিত অর্থে কেনা সার্জের পোশাকটা প'রে থিয়েটারের গ্যালারীতে যেতাম। অ্যাঝোগুইনদের বাড়ীতে ইতিপূর্বেই নাটক সুরু হ'য়ে গেছিল এবং র‍্যাডিশ নিজে দৃশ্য সজ্জা করছিল। সে আমাকে অ্যাঝো-গুইনদের বাড়ীতে নাটক এবং ট্যাবলোর কথা বলল। আমি ঈর্ষার সঙ্গে তার কথা শুনলাম। আমার মহড়ায় অংশ গ্রহণ করবার প্রবল ইচ্ছা ছিল কিন্তু অ্যাঝোগুইনদের বাড়ীতে যাবার সাহস ছিল না।

ক্রিস্ট্‌মাসের এক সপ্তাহ পূর্বে ডাক্তার ব্লাগোভো এলেন। আমরা পুরণো তর্ক শুরু করলাম এবং সন্ধ্যায় বিলিয়ার্ড খেলতাম। তিনি যখন বিলিয়ার্ড খেল্‌তেন তখন কোট খুলে ফেলতেন—ঘাড়ের কাছে শার্টটাও ঢিলে ক'রে দিতেন এবং সাধারণত নিজেকে একজন লম্পটের মত দেখাতে প্রয়াস পেতেন। তিনি সামান্য মদ খেতেন কিন্তু হল্লা করতেন প্রচুর এবং ভড্‌কার মত সস্তা মদের দোকানে এক একদিন সন্ধ্যাবেলা বিশ রুবল্‌ পর্যন্ত খরচ করতেন। আবার আমার বোন আমাকে দেখতে আসা শুরু করল—তাদের দুজনের দেখা হ'লে তারা বিস্ময় প্রকাশ করত কিন্তু আমি তার সুখী এবং দোষী মুখভাব দেখে বুঝতে পারতাম যে এ সাক্ষাৎ হঠাৎ সাক্ষাৎ নয়। একদিন সন্ধ্যাবেলা বিলিয়ার্ড খেলার সময় ডাক্তার আমাকে বললেন: "আচ্ছা, আপনি কুমারী ডল্‌ঝিকভের সঙ্গে দেখা করেন না কেন? আপনি ম্যারিয়া ভিক্টরোভনাকে জানেন না। সে বেশ চমৎকার বুদ্ধিমতী মেয়ে!"

তাঁর বাবা বসন্তকালে আমায় কিরূপ অভ্যর্থনা ক'রেছিলেন আমি সে কথা ডাক্তারকে বললাম।

"কি বুদ্ধি আপনার।" ডাক্তার হাসলেন। "এঞ্জিনিয়ার এক জিনিস আর তাঁর মেয়ে আরেক জিনিস। সত্যি বন্ধু তাকে আপনার দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। মাঝে মাঝে যেয়ে তার সঙ্গে দেখা করবেন। চলুন, কাল সন্ধ্যায় যাওয়া যাক্। যাবেন?"

তিনি আমাকে রাজী করালেন। পরদিন সন্ধ্যায় সার্জের পোশাক প'রে মনে কিছুটা অস্বস্তি নিয়েই কুমারী ডল্‌ঝিকভের সঙ্গে দেখা করতে চললাম। যেদিন সকাল বেলা কাজ চাইতে এসেছিলাম সেদিনের মত আজ আর দারোয়ানটাকে তত বেশী উদ্ধত এবং ভয়ঙ্কর বলে মনে হ'ল না অথবা ঘরের আসবাব পত্রও তত পীড়াদায়ক মনে হল না। ম্যারিয়া ভিক্টরোভনা আমার প্রত্যাশায় ছিল; আমাকে পুরানো বন্ধুর মত সাদর অভ্যর্থনা জানালো এবং আমার হাতে মৃদু উষ্ণ চাপ দিল। তার পরিধানে প্রশস্ত হাতাওয়ালা ধূসর পোশাক—তার চুলগুলি একটু নতুন ধরণে রচিত—এক বছর পরে কেশ প্রসাধনের এই ধরণটি যখন আমাদের শহরের ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন তার নামকরণ হয়েছিল "কুকুরের কান"। কানের উপর দিয়ে চুলগুলি আঁচড়িয়ে পিছন দিকে রাখা হয়েছিল, ফলে ম্যারিয়া ভিক্টরোভনার মুখটা আরো প্রশস্ত দেখাচ্ছিল—অনেকটা তার বাবার মুখের মত—লাল, প্রশস্ত, অনেকটা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানের মত। সুন্দরী এবং আভিজাত্যসূচক চেহারা হলেও সে যুবতী নয়; চেহারা দেখে ত্রিশ বৎসর মনে হলেও তার প্রকৃত বয়েস বোধ হয় পঁচিশের বেশী নয়।

"প্রিয় ডাক্তার!" সে আমাকে বলল। "আমি তাঁর কাছে কৃত কৃতজ্ঞ! তিনি না চেষ্টা করলে আপনি নিশ্চয়ই আসতেন না। আমি বিরক্তিতে প্রায় মৃতপ্রায় হয়ে আছি। বাবা আমাকে একা

ফেলে চলে গেছেন—আমি যে নিজেকে নিয়ে কি করি ভেবে পাই না!" আমি কোথায় কাজ করি, কত বেতন পাই এবং কোথায় থাকি—সবই সে জিজ্ঞাসা করল।

"আপনি নিজে যা রোজগার করেন তা কি শুধু নিজের জন্যই ব্যয় করেন?" সে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ।"

"আপনি সুখী লোক," সে জবাব দিল। "আমার মনে হয় যে জীবনের সব কিছু অনিষ্ট, বিরক্তি, আলস্য আধ্যাত্মিক শূন্যতার থেকে আসে—আর পরের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকলে এ সব আসা খুবই স্বাভাবিক। মনে করবেন না যে আমি নিজের বুদ্ধি দেখাচ্ছি। আমি সত্যই এরকম মনে করি। ধনী হওয়া নীরস এবং অপ্রীতিকর! লোকে বলে ন্যায় ধন দ্বারা বন্ধু লাভ কর। প্রকৃত পক্ষে ন্যায় ধন বলে কিছু নেই কিংবা থাকতে পারে না।" সে গম্ভীর স্থিরদৃষ্টিতে আসবাবপত্রের দিকে তাকাল যেন সে কোন তালিকা পাঠ করছে—তারপর বলে চলল: "আরাম এবং সুখের একটা সম্মোহনী শক্তি আছে। ধীরে ধীরে প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন লোককেও তারা করতলগত করে। বাবা এবং আমি আগে সরল-ভাবে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতাম—আর এখন আপনি দেখছেন আমরা কেমনভাবে বাস করি। অদ্ভুত নয় কি?" সে ঘাড় নাড়া দিয়ে বলে উঠল। "আমরা বছরে বিশ হাজার রুবল্ খরচ করি। তাও আবার এই পল্লীর শহরে!"

"মূলধন এবং শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী সুবিধা হিসাবে আরাম এবং সুখকে বিবেচনা করলে চলবে না", আমি বললাম। "যত কঠিন এবং নোংরা কাজই হোক, তার সাথে সুখের সহযোগিতা আমার কাছে সম্ভব বলে মনে হয়। আপনার পিতা ধনী কিন্তু তিনি নিজেই বলেন যে তিনি সাধারণ শ্রমিক এবং লুব্রিকেটরের কাজও করেছিলেন।"

সে হেসে সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়ল।

"বাবা সময় সময় টাইউরিয়া (Tiuria) খান," সে বলল, "কিন্তু সেটা শুধু খেয়ালের বশে!"

একটি ঘণ্টা বেজে উঠল—সেও উঠে দাঁড়াল।

"ধনী এবং শিক্ষিতদের বাকী সকলের মত কাজ করা উচিত," সে বলল, "এবং যদি কোন সুখ থাকে তবে সেটা সবারই অধিগম্য হওয়া উচিত। বিশেষ সুবিধা ব'লে কিছু থাকা উচিত নয়। যাক্, যথেষ্ট দর্শন-চর্চা করা গেছে। আমাকে আনন্দদায়ক কিছু বলুন। গৃহ-চিত্রকদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু শোনান। তারা কি রকম? অদ্ভুত?"

ডাক্তার এলেন। আমি গৃহচিত্রকদের সম্বন্ধে বলতে শুরু করলাম, কিন্তু অভ্যাস না থাকায় আমার যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকল এবং মানব-জাতিতত্ত্ব-বৈজ্ঞানিকের মত গম্ভীর চিন্তাশীলতার সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। ডাক্তারও শ্রমিকদের সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প বললেন। তিনি এদিকে ওদিকে দুলতে লাগলেন—কাঁদ্‌লেন এবং হাটুর উপরে বসলেন—আর যখন তিনি একজন মাতালের বর্ণনা দিলেন তখন মেঝেতে চিৎ হ'য়ে শু'য়ে পড়লেন। ঠিক অভিনয়ের মত তাঁর বর্ণনা এবং ম্যারিয়া ভিক্টরোভনা হাস্‌তে হাস্‌তে কেঁদে ফেলল। তারপর তিনি পিয়ানো বাজিয়ে জোর গলায় একটা গান গাইলেন; ম্যারিয়া ভিক্টরোভনা পাশে দাঁড়িয়ে কি গাইতে হ'বে ব'লে দিল এবং তিনি যখন ভুল করলেন তখন শুধরে দিল।

"আমি শুনেছি যে আপনিও গান করেন," আমি বললাম।

"আপনিও কি?" ডাক্তার চীৎকার ক'রে উঠলেন। "উনি প্রসিদ্ধ সুগায়িকা—ইনি শিল্পী, আর বলছেন কি না 'আপনিও'? সাবধান, সাবধান!"

"আমি মনোযোগ দিয়ে সঙ্গীত চর্চা সুরু ক'রেছিলাম," সে জবাব দিল, "কিন্তু বর্তমানে ছেড়ে দিয়েছি!"

সে একটা নীচু টুলে ব'সে তার পিটার্সবার্গের জীবন বর্ণনা করল—প্রসিদ্ধ গায়ক গায়িকাদের অনুকরণ করল—তাঁদের গলার দোষ এবং মুদ্রাদোষ পর্যন্ত। তারপরে সে আমার এবং ডাক্তারের ছবি আঁকল তার অ্যালবামে—খুব ভাল ছবি হয়নি অবশ্য, তবে আমাদের সাদৃশ্য বেশ ভালই ফুটেছিল। সে হাসি ঠাট্টা এবং মুখভঙ্গী করতে লাগল—অন্যায় ধনের সম্বন্ধে কথা বলার চেয়ে এইটাই তাকে বেশী মানায় ব'লে আমার মনে হ'ল। আমার আরও মনে হ'ল যে সে ধন এবং সুখের সম্বন্ধে যা কিছু বলেছিল তা' তার নিজের মত নয়—অনুকরণ মাত্র। সে চমৎকার হাস্যরসসৃষ্টি করতে পারে। আমি মনে মনে তাকে শহরের অন্য মেয়ের সঙ্গে তুলনা করলাম—এমন কি সুন্দরী স্থির-বুদ্ধি অ্যানিউটা ব্লাগোভোও তার কাছে দাঁড়াতে পারে না; একটি বন্য গোলাপ এবং একটি উদ্যানের গোলাপের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য, এদের বৈসাদৃশ্যও ততটা গভীর।

আমরা নৈশ ভোজের জন্য থেকে গেলাম। ডাক্তার এবং মারিয়া ভিক্টোরোভনা লাল মদ, শ্যাম্পেন্ এবং কগন্যাক্ দিয়ে কফি খেল, তারা গ্লাস্ স্পর্শ করে বন্ধুত্ব, প্রগতি এবং স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে মদ্যপান করল। তাঁরা মাতাল হ'ল না কিন্তু লাল হয়ে গেল এবং বিনা কারণে হাস্‌তে হাস্‌তে তাদের প্রায় কান্না পেয়ে গেল। দলছাড়া যাতে না হই, সেই উদ্দেশ্যে আমিও লাল মদ পান করলাম।

"প্রতিভাবান্ এবং ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাশালী লোকেরা" কুমারী ডলঝিকভ বলল, "জানে কিরূপভাবে বেঁচে থাকতে হয় এবং তারা তাদের নিজের পথ অনুসরণ করে; কিন্তু আমার মত সাধারণ মানুষ কিছু জানে না এবং নিজের চেষ্টায় কিছু করতেও পারে না; তাদের পক্ষে একটা গভীর সামাজিক স্রোত আবিষ্কার করে তাতে গা ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই!"

"যেটার অস্তিত্বই নেই সেটা আবিষ্কার করা কি সম্ভব?" ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমরা দেখি না বলেই মনে করি এর অস্তিত্ব নেই।"

"তাই নাকি? সামাজিক স্রোতটা হচ্ছে আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি। এখানে তার কোন অস্তিত্ব নেই।" আলোচনা শুরু হ'ল।

"কোন গভীর সামাজিক আন্দোলন আমাদের মধ্যে নেই এবং কখনও হয়ও নি," ডাক্তার বললেন।

"আধুনিক সাহিত্য অনেক জিনিস আবিষ্কার করেছে যেমন পল্লী জীবনে বুদ্ধজীবী শ্রমিকের সৃষ্টি করেছে কিন্তু সমস্ত গ্রামে ঘুরে বেড়ান— কি দেখতে পাবেন? দেখতে পাবেন জ্যাকেট কিংবা কালো ফ্রককোট পরা অতি সাধারণ লোক যে 'এক' কথাটার মধ্যে চারটে ভুল করে। আমাদের এখনও সভ্যজীবনই শুরু হয়নি। পাঁচশ' বছর আগের মতই আমাদের দাসত্ব এবং আমাদের জীবনের তুচ্ছতা সব ঠিকই আছে। আন্দোলন, স্রোত—দীন শিশুসুলভ এই সব বাঁধা বুলি—এর কোন মূল্য নেই। আপনি মনে করতে পারেন যে আপনি একটা বৃহৎ সামাজিক আন্দোলন আবিষ্কার করেছেন এবং সেইটার অনুসরণ ক'রে আধুনিক ধরণে আপনি ইঁদুরকে দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা কিংবা মাংসের কাটলেট খাওয়া নিবারণ করার চেষ্টা করতে পারেন, সেজন্য মাদাম, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু আমাদের এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে—আমি জোর দিয়ে বলছি শিখতে হবে, সামাজিক আন্দোলনের জন্য সময় পাওয়া যাবে যথেষ্ট। এখনও আমরা তার উপযুক্ত হই নি এবং আমি শপথ ক'রে বলতে পারি আমরা তার কিছু বুঝি না।"

"আপনি না বুঝতে পারেন কিন্তু আমি বুঝি," ম্যারিয়া ভিক্টরোভনা বলল। "হায় ভগবান! আজ রাতে আপনি এত বিরক্তিকর হয়ে উঠেছেন!"

"আমাদের কাজ হচ্ছে শিক্ষা লাভ করা, চেষ্টা ক'রে যতটা সম্ভব জ্ঞান সঞ্চয় করা কারণ সত্যিকারের জ্ঞানের থেকেই সামাজিক

আন্দোলনের জন্ম এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ সুখ বিজ্ঞানের মধ্যে নিহিত। জ্ঞানের থেকেই বিজ্ঞানের সূত্রপাত।"

"একটা জিনিস সুস্পষ্ট। জীবনকে অন্যরকমে সাজান দরকার," কিছুক্ষণ নীরবে গভীর চিন্তা ক'রে ম্যারিয়া ভিক্টরোভনা বলল, "এ পর্যন্ত যে জীবন আমরা যাপন করেছি তা অর্থহীন। যাক, এ বিষয়ে আর কথা ব'লে প্রয়োজন নেই।"

যখন আমরা বিদায় নিলাম তখন গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজল।

"আপনার ওকে পছন্দ হয়েছে?" ডাক্তার প্রশ্ন করলেন। "বেশ চমৎকার মেয়ে, নয়?"

ক্রিস্টমাসের দিন আমরা ম্যারিয়া ভিক্টরোভনার বাড়ীতে ভোজ খেলাম এবং তারপর ছুটির কয়দিন রোজই তার বাড়ীতে যেতাম। আমরা ছাড়া আর কেউ থাকত না—ম্যারিয়া ঠিকই বলেছিল যে, শহরে আমরা ছাড়া তার আর কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না। আমরা বেশীর ভাগ সময় গল্প ক'রে কাটাতাম—কখনও কখনও ডাক্তার কোন বই বা পত্রিকা এনে জোরে পড়তেন। প্রকৃতপক্ষে আমার জীবনে ডাক্তারকেই আমি দেখলাম প্রথম সংস্কৃতিশীল মানুষ। বলতে পারি না তিনি বেশী কিছু জানতেন কি না, তবে জ্ঞানের বিষয়ে তিনি ছিলেন উদার, কারণ তিনি চাইতেন যে অন্যেও জানুক। তিনি যখন চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে কথা বলতেন তখন আমাদের স্থানীয় ডাক্তারদের মত কথা তিনি বলতেন না; মনে একটা নতুন ধরণের বিচিত্র ছাপ তিনি রাখতেন—আমার মনে হ'ত যে তিনি ইচ্ছা করলে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হতে পারতেন। বোধহয় সে সময় একমাত্র তাঁরই কিছু প্রভাব ছিল আমার উপরে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে এবং তাঁর দেওয়া বই পড়ার ফলে আমি ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলাম যে আমার কাজের একঘেয়েমি দূর করার

জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। আমি এর আগে জানতাম না যে সমস্ত পৃথিবী ষাটটি উপাদানের সমষ্টি—এই অজ্ঞতা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকতে লাগল। আমি জানতাম না চিত্রকার্যের তেলটা কি জিনিস —এসব না জেনেই আমার কি ক'রে চলে যাচ্ছিল! ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমার নৈতিক উন্নতিও হল। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতাম এবং সাধারণত আমার নিজের মত আঁকড়ে থাকলেও আমি ধীরে ধীরে তাঁর সাহায্যে বুঝতে পারলাম যে আমার কাছে সব কিছু সুস্পষ্ট নয়। আমি আমার ধারণাগুলোকে যতদূর সম্ভব নিশ্চিত করার চেষ্টা করলাম, যাতে আমার বিবেকের বাণীগুলোতে কোন অস্পষ্টতা না থাকে এবং সেগুলো ঠিক হয়। শিক্ষিত এবং সদাচারী হ'লেও এবং শহরের সব চেয়ে ভাল লোক হলেও, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণতা ছিল না। তাঁর ব্যবহারের মধ্যে উদ্ধত এবং গর্বিত ভাব ছিল—আলাপ আলোচনাকে তিনি তর্কের কোঠায় টেনে নামানোর চেষ্টা করতেন এবং যখন তিনি কোট খুলে শার্ট গায়ে দিয়ে বসে চাকরটাকে বকশিষ দিতেন তখন আমার মনে হত যে সংস্কৃতি তাঁর চরিত্রের একটা অংশ মাত্র—বাকীটা অসভ্যতার।

ছুটির পরে আবার তিনি পিটার্সবার্গে গেলেন। তিনি সকালে গেলেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজের পর আমার বোন আমায় দেখতে এল। গায়ের পোশাকটা না খুলেই সে নীরবে বসে রইল—ভয়ানক বিবর্ণ তার চেহারা—চোখে স্থির দৃষ্টি! সে কাঁপতে সুরু করল।

"তোমার নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লেগেছে," আমি বললাম।

তার চোখ জলে ভরে গেল। সে একটাও কথা না ব'লে উঠে কারপোভনার কাছে গেল যেন আমি তাকে আঘাত দিয়েছি। কিছুক্ষণ পরে আমি তাকে কঠিন তিরস্কারের সুরে কথা বলতে শুনলাম।

"আয়া, আমি এ পর্যন্ত কেন বেঁচে আছি? কেন? আমায় বল: আমি কি যৌবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি নষ্ট করি নি? জীবনের

শ্রেষ্ঠ বছরগুলিতে আমি হিসাব রাখা, চা তৈরী করা, কোপেক গোণা, অতিথি সেবা করা ছাড়া আর কিছু করি নি—পৃথিবীতে আরও যে ভাল কিছু আছে সে চিন্তাই আমার মনে ওঠে নি। আয়া, আমার কথা বুঝবার চেষ্টা করো, আমারও ত মানুষের মত কামনা আছে। আমি বাঁচতে চাই অথচ ওরা আমাকে গৃহরক্ষিকা বানিয়েছে। এটা ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর !"

সে দরজায় তার চাবির গোছা ফেলে দিল—ঝন্ ঝন্ ক'রে পড়ল এসে আমার ঘরে। চায়ের বাক্স, সেলার প্রভৃতির জন্য সে চাবিগুলো ব্যবহৃত হত—মা বেঁচে থাকতে তিনিই সেগুলো ব্যবহার করতেন।

"আঃ আঃ, স্বর্গের দেবদূতগণ !" ভয়ে বৃদ্ধা আয়া চীৎকার করে উঠল। "সুখী মহাত্মারা !"

চলে যাবার আগে আমার বোন ঘরে এসে চাবিগুলো চাইল; বলল: "আমায় ক্ষমা করো। কিছুদিন ধরে আমার মধ্যে কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে।"

॥ আট ॥

একদিন একটু অধিক রাত্রে যখন আমি ম্যারিয়া ভিক্টেরোভনার বাড়ী থেকে ফিরলাম তখন আমি একজন নতুন পোশাক-পরা পুলিশকে আমার ঘরে দেখলাম; সে টেবিলে ব'সে পড়ছিল। "অবশেষে!" সে আড় মোড়া দিয়ে উঠে ব'সে বলল। "এই তৃতীয় বার আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। শাসন-কর্তা আগামীকল্য ঠিক নয়টার সময় আপনাকে গিয়ে দেখা করতে বলেছেন। দেরী করবেন না যেন।"

আমি যে শাসন-কর্তার আদেশ মানব এ বিষয়ে সে আমার একটা লিখিত প্রতিজ্ঞা পত্র নিয়ে গেল। পুলিশের আগমনে এবং শাসন কর্তার অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণে আমাকে কেন যেন দমিয়ে দিল। ছোটবেলা থেকে আমি পুলিশ এবং সরকারী কর্মচারীদের বড় ভয় করতাম; আমি এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম যেন আমি সত্যই কোন অপরাধ করেছি। রাত্রিবেলা আমার ঘুম হ'ল না। আয়া এবং প্রকোফিও উদ্বিগ্ন ছিল—তাদেরও ঘুম হ'ল না। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আয়ার কান ব্যথা করছিল—সে গোঙরাচ্ছিল—কয়েক বার ত সে চীৎকারই ক'রে উঠল। আমি ঘুমাতে পারছিনা শুনে প্রকোফি একটা ছোট বাতি নিয়ে চুপ ক'রে আমার ঘরে ঢুকল এবং টেবিলে এসে বসল।

"তোমার কিছুটা পেপারব্রাণ্ডি খাওয়া উচিত", সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল। "এই 'চোখের জলের উপত্যকায়' একটু মদ খেলেই সব ঠিক হয়ে যায়। মার কানে যদি কিছুটা পেপারব্র্যাণ্ডি ঢেলে দেওয়া যায় তবে তাঁর কানও ভাল হয়ে যাবে।"

গোটা তিনেকের সময় সে কসাই খানায় কিছু মাংস আনতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ল। আমি জান্‌তাম যে সকাল পর্যন্ত আমার

ঘুম হবে না—তাই নয়টা পর্যন্ত সময় কাটানোর জন্য আমি তার সাথে চললাম। আমরা একটা লণ্ঠন নিয়ে হেঁটে চললাম—তার তের বৎসর বয়স্ক বালক ভৃত্য নিকোল্‌কা পিছনে পিছনে শ্লেজ হাঁকিয়ে চলল ; সে ভাঙ্গা গলায় ঘোড়াকে গাল দিচ্ছিল—তার মুখে নীল দাগ এবং মুখের ভাব হত্যাকারীর মত।

"শাসনকর্তা তোমাকে হয়ত শাস্তি দেবেন," হাঁটতে হাঁটতে প্রকোফি বলল। "শাসনকর্তার পদমর্যাদা আছে, ধর্মযাজকের পদমর্যাদা আছে, কর্মচারীর পদমর্যাদা আছে, ডাক্তারের পদমর্যাদা আছে এবং সব ব্যবসায়েরই পদমর্যাদা আছে। তুমি তোমার পদমর্যাদা রেখে চল না—তা ওঁরা অনুমোদন করবেন না।"

গোরস্থানের পরে কসাইখানা—এর আগে আমি দূর থেকে কসাইখানা দেখেছি মাত্র। ধূসর বেড়া দেওয়া তিনটি ছোট ঘর নিয়ে কসাইখানা—গ্রীষ্মকালে যখন সেইদিক থেকে বাতাস বইত তখন একটা ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধ ভেসে আসত। এখন উঠানে ঢুকে আমি অন্ধকারে ঘরগুলি দেখতে পেলাম না ; আমি ঘোড়া এবং খালি ও মাংস ভর্তি শ্লেজের মধ্যে হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম ; লণ্ঠন হাতে নিয়ে লোক সব হেঁটে বেড়াচ্ছিল আর ঘন ঘন শপথ করছিল। প্রকোফি এবং নিকোল্‌কাও বিশ্রী ভাবে শপথ করতে লাগল—শপথ, কাসি এবং ঘোড়ার ডাক মিলে একটা অদ্ভুত নিরবচ্ছিন্ন গুঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি করছিল।

জায়গাটাতে মৃতদেহ আর পচা মাংসের গন্ধ ; কাদা-মাখা বরফ গলা সুরু করেছিল এবং অন্ধকারে আমার মনে হ'ল যে আমি রক্তের নদীর মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম।

মাংস দিয়ে শ্লেজটা বোঝাই ক'রে আমরা বাজারে কসাইয়ের দোকানে গেলাম। ভোর হতে আরম্ভ করেছিল। একটির পর একটি করে পাচক আসতে লাগল ঝুড়ি হাতে—বুড়িরা এল গরম

পোশাক পরে। একহাতে একখানা কুড়াল নিয়ে রক্তমাখা শাদা পোশাক পরে প্রকোফি ভীষণভাবে শপথ করতে লাগল—সে গির্জার দিকে ফিরে ক্রশ আঁকতে লাগল এবং জোরে চীৎকার করে বলতে লাগলো যে সে কেনা দামে, এমন কি ক্ষতি করেও মাংস বেচে। সে ওজনে এবং গোণায় খরিদ্দারদের ঠকাত—পাচকরা বুঝতে পারত কিন্তু তার জোর গলার চীৎকারের ফলে তারা প্রতিবাদ করত না, তারা শুধু তাকে বলত 'ফাঁসি কাঠের পাখী।'

তার ভয়ঙ্কর কুঠারখানা নামিয়ে এবং উঠিয়ে সে চমৎকার ভঙ্গী করতে লাগল এবং ভীষণ একটা মুখভাব ক'রে সে ঘন ঘন বলতে লাগল 'হাক্,—আমার ত ভয়ই হ'ল কখন কার মাথা কিংবা হাত কেটে ফেলে।

আমি সমস্ত সকালটা কসাইয়ের দোকানেই কাটালাম এবং অবশেষে যখন শাসনকর্তার বাড়ী গেলাম তখন আমার ফারকোটে মাংস আর রক্তের গন্ধ। আমার মানসিক অবস্থা ছিল একটা লাঠি মাত্র সম্বল করে ভালুকের সম্মুখীন হবার মতো। আমার মনে পড়ে একটা লম্বা সিঁড়িতে ডোরা-কাটা কার্পেট পাতা ছিল, একজন যুবক কর্মচারী ছিল ফ্রক-কোট পরা—তার জামার বোতামগুলি চক্‌চক্ করছিল—সে আমাকে নিঃশব্দে দরজা দেখিয়ে দিয়ে ভিতরে গেল খবর দিতে। আমি হলের ভিতরে ঢুকলাম—ঘরের আসবাবপত্রগুলো খুব সৌখীন কিন্তু প্রাণহীন, রুচিহীন—কেমন যেন একটা অপ্রীতি-কর আবহাওয়া—লম্বা সংকীর্ণ কাচগুলো, জানালায় হলদে পর্দা টাঙানো, যে কেউ সহজে বুঝতে পারত যে শাসনকর্তা বদলালেও আসবাবপত্র ঠিক থাকে। যুবক কর্মচারীটি আবার দুই হাত দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল, আমি একটা বৃহৎ সবুজ টেবিলের দিকে গেলাম —সেখানে ভ্লাডিমিরের অর্ডার পরিহিত একজন সেনাপতি দাঁড়িয়ে ছিলেন।

"মিঃ পলোজনিভ্", তিনি হাতে একটা চিঠি নিয়ে বললেন ; তিনি বেশী হাঁ করায় তাঁর মুখ থেকে গোলাকার 'ও' উচ্চারণ বেরুলো। "আমি আপনাকে এই কথা বলার জন্য ডেকেছি যে আপনার মাননীয় পিতা মুখে এবং চিঠিতে প্রাদেশিক ভদ্রসম্প্রদায়ের শাসন-কর্তাকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে আপনাকে ডেকে এনে আপনি যে অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলে হবার সম্মানের অধিকারী হয়েও অনুরূপ ব্যবহার করছেন না তা যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয়। মহামান্য আলেকজ্যাণ্ডার প্যাভলোভিশ যথার্থই ধরেছেন যে আপনার আচরণ বিপ্লবমূলক হতে পারে এবং কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ ব্যতীত শুধু মাত্র অনুনয়ে কাজ হবে না মনে করে আপনার বিষয়ে আমাকে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে একমত।"

তিনি শান্তভাবে সসম্মানে সোজা দাঁড়িয়ে কথাগুলো বললেন যেন আমি তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মচারী এবং তাঁর মুখভাবে কিছুমাত্র কঠোরতা ছিল না। তাঁর মুখের মাংস ঝোলা—মুখে বিষণ্ণতার ছাপ আর বলীরেখা—চোখের নীচে মাংসের থলি। তাঁর চুলে কলপ দেওয়া—তাঁর চেহারা দেখে তাঁর বয়েস পঞ্চাশ কি ষাট নির্ধারিত করা মুস্কিল ছিল।

"আমি আশা করি," তিনি ব'লে চললেন, "আপনি আমার কাছে আলেকজ্যাণ্ডার প্যাভ্লোভিশের এই ব্যক্তিগতভাবে আবেদনের বদান্যতা বুঝতে পারবেন। আমি আপনাকে শাসন-কর্তা হিসাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করেছি—আপনার পিতার অনুরাগী হিসাবে আমি এ আমন্ত্রণ করেছি। আমি আপনাকে আপনার আচরণ বদলাতে বলি এবং অপনার পদমর্যাদার উপযুক্ত কাজে ফিরে যেতে বলি কিংবা আপনার আদর্শের কুফল এড়ানোর জন্য আপানাকে অন্যত্র যেতে বলি, যেখানে আপনাকে কেউ চেনে না এবং যেখানে আপনি ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু করতে পারবেন। তা'নইলে

বেদনাহত-

আমাকে চরম পন্থা অবলম্বন করতে হবে।" তিনি আধ মিনিট ধ'রে নীরবে আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলেন। "আপনি কি নিরামিষাশী?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

"না হুজুর, আমি মাংসাশী।"

তিনি ব'সে প'ড়ে একটা দলিল তুলে নিলেন—আমি অবনত হ'য়ে অভিবাদন জানিয়ে চ'লে এলাম।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে কাজে গিয়ে লাভ ছিলনা। আমি বাড়ীতে গিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু কসাইখানার অপ্রীতিকর এবং অস্বাস্থ্যকর ভাব এবং শাসন-কর্তার সঙ্গে আলাপের ফলে ঘুম এল না। এই অবস্থায় কোন রকমে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটালাম। তারপর বিষণ্ণতা এবং অস্বস্তি অনুভব করায় ম্যারিয়া ভিক্টোরোভ্নার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি তাকে শাসনকর্তার সঙ্গে আলাপের কথা বললাম—সে বিব্রতভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন সে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছিল না; তারপর হঠাৎ উপচে পড়া এমন আন্তরিক হাসিতে সে ফেটে পড়ল যে-হাসি শুধু সদাশয় তরল হৃদয় লোকেরাই হাসতে পারে।

"এ কথা যদি পিটার্সবার্গে বলতাম!" সে টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে হাসিতে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল। "যদি পিটার্সবার্গে এ কথা বলতে পারতাম!"

॥ নয় ॥

তারপর প্রায় আমাদের দেখা হ'ত—কখনও কখনও দিনে দুইবারও দেখা হ'ত। প্রায় প্রত্যেক দিনই মধ্যাহ্ন ভোজের পরে সে (ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্না) গাড়ী ক'রে সমাধিস্থান পর্যন্ত আসত এবং যতক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করত ততক্ষণ ক্রশ ও সমাধিস্তম্ভের প্রতিলিপি পাঠ করত। কখনও কখনও গির্জ্জার ভিতরে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কাজ দেখত। সমাধিস্থানের নিস্তব্ধতা, চিত্রকর এবং গিল্টিকারদের সরল পরিশ্রম, র‍্যাডিশের সুবুদ্ধি, বাইরের দিক থেকে আমি অন্যান্য শ্রমিকদের থেকে ভিন্ন নই—আমি যে তাদেরই মত ওয়েস্টকোট এবং পুরাণো জুতো প'রে কাজ করি এবং তারা যে আমাকে বন্ধুর মতই সম্বোধন করে—এসব তার কাছে নতুন ঠেকত এবং তার হৃদয় স্পর্শ করত। একবার তার সামনে একজন চিত্রকর যে ছাদের উপরে দরজার কাজ করছিল, আমায় ডেকে বলেছিল "মিসেল্, আমাকে শাদা সীসে এনে দাও।"

আমি তাকে শাদা সীসে দিয়েছিলাম এবং যখন আমি ভারার উপর থেকে নেমে আসছিলাম—তার চোখে জল এসে পড়েছিল—সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

"তুমি কি চমৎকার লোক!" ম্যারিয়া বলল।

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন একটি বড়লোকের বাড়ীর খাঁচা থেকে একটি সবুজ টিয়া পাখী উড়ে গিয়েছিল এবং একমাস ধ'রে গৃহহীন একাকী শহরের এ বাগান থেকে ও বাগানে উড়ে বেড়িয়েছিল—এ ঘটনা আমার মনে আছে। ম্যারিয়া ভিক্টরোভনাকে দেখলে আমার সেই পাখীটার কথা মনে পড়ত।

সে হেসে বলল, "সমাধিস্থান ছাড়া আমার আর যাবার জায়গা নেই। শহরে বিরক্তিতে আমার কান্না আসে। লোকে অ্যাঝোগুইনদের বাড়ীতে পড়ে, গান করে এবং হাসে কিন্তু আমি সম্প্রতি তাদের সহ্য করতে পারি না। তোমার বোন লাজুক—কুমারী ব্লাগোভো কি কারণে যেন আমাকে ঘৃণা করেন। আমার থিয়েটার ভাল লাগে না। আমি নিজেকে নিয়ে কি করি ?"

যখন তার বাড়ীতে গেলাম আমার গায়ে রঙ আর তার্পিনের গন্ধ—আমার হাত ময়লা। সে এটা ভালবাসত। আমি সাধারণ কাজের পোশাক প'রে তার বাড়ীতে যাই এটা সে চাইত ; কিন্তু তার বৈঠক-খানায় সাধারণ কাজের পোশাক পরে আমার যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকত, মনে হ'ত যেন সৈন্যদলের পোশাক প'রে আছি। কাজেই সর্বদা নতুন সার্জের পোশাকটা প'রে যেতাম। সে এটা ভালবাসত না।

"তোমাকে স্বীকার করতে হ'বে," সে একদিন বলল, "যে তুমি তোমার নতুন ভূমিকায় অভ্যস্ত হও নি। শ্রমিকের পোশাক প'রে তুমি বিব্রত হও—তোমার অদ্ভুত লাগে। আমাকে বলতো, তুমি নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত নও এবং তুমি অসন্তুষ্ট এইটাই তার কারণ নয় ? তোমার এই গৃহচিত্রকার্য যেটা তুমি নিজে বেছে নিয়েছ—প্রকৃতই কি এ কাজ তোমায় তৃপ্তি দেয় ?" সে উৎফুল্ল কণ্ঠে প্রশ্ন করল। "আমি জানি চিত্রকার্য জিনিসকে সুন্দর করে এবং দীর্ঘায়ু করে কিন্তু সে সব জিনিস ত ধনীদের এবং সে সব বিলাসের উপকরণ। তা ছাড়া তুমি অনেক বার ব'লেছ যে নিজের হাতে প্রত্যেকের জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা করা উচিত—তুমি অর্থোপার্জন কর, রুটি নয়। তুমি যা বল তার প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী কাজ কর না কেন ? তোমার রুটি উপার্জন করা উচিত—প্রকৃত রুটি, তোমার চাষ করা, বীজ বপন করা, শস্য কাটা, শস্য মর্দন করা উচিত—অন্ততপক্ষে কৃষিকার্যের সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ যোগ আছে এমন কিছু করা উচিত।

যেমন ধর, গরু পোষা, মাটি খোঁড়া কিংবা বাড়া তৈয়ারী করা...”
সে টেবিলের কাছে রক্ষিত একটা সুন্দর পুস্তকাধার খুলে’ বলল ঃ
“তোমাকে এসব বলছি কারণ তোমাকে আমার গোপন কথা বলব।
সত্যি! এটি আমার কৃষিবিদ্যাবিষয়ক পুস্তকের আধার! এর মধ্যে
আবাদের উপযোগী জমি, শাকসবজীর বাগান, ফলের বাগান,
পশুপালন, মৌমাছির চাষ সম্বন্ধীয় সব বই আছে ঃ আমি সাগ্রহে
এগুলি পাঠ করি এবং প্রত্যেকটির অভিমত সম্পূর্ণভাবে পড়েছি।
মার্চ মাসের আরম্ভেই ডুবেক্নিয়ায় যাবার স্বপ্ন আমি দেখি। সেখানে
বাস করা নিশ্চয়ই অদ্ভুত—বিস্ময়জনক ঃ নয় কি? প্রথম বছর
আমি কাজ শিখব—অভ্যাস করব এবং দ্বিতীয় বছর নিজের প্রতি
দৃষ্টি না দিয়ে সম্পূর্ণভাবে কাজ শুরু করব। বাবা আমাকে
উপহারস্বরূপ ডুবেক্নিয়া দিতে চেয়েছেন—আমি এটাকে নিয়ে যা
খুসি করতে পারি।”

বলতে বলতে সে লজ্জা পেল; হাসি এবং অশ্রুতে মিশিয়ে সে
ডুবেক্নিয়ার ধ্যানমগ্ন স্বপ্নজীবনের কথা জোরে বলতে লাগল। আমি
তাকে ঈর্ষা করতে লাগলাম। শীঘ্রই মার্চ আসবে। দিন বড় হচ্ছিল
এবং উজ্জ্বল রৌদ্রোদ্ভাসিত অপরাহ্নে ছাদ থেকে বরফ পড়ছিল।
বাতাসে বাতাসে বসন্তের গন্ধ। আমারও পল্লীতে যাবার প্রবল ইচ্ছা
দেখা দিল। যখন সে বলল যে সে ডুবেক্নিয়ায় বাস করতে যাচ্ছে
তখন আমি যে শহরে একা প’ড়ে থাকব এটা আমি স্পষ্ট বুঝতে
পারলাম এবং তার কৃষিকার্যবিষয়ক পুস্তকের আধারটির প্রতি
আমার ঈর্ষা হ’ল। আমি কৃষিকার্য বিষয়ে কিছু জানতাম না আর
জানবার আগ্রহও ছিল না। আমি তাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে
কৃষিকার্য হ’চ্ছে ক্রীতদাসের কাজ কিন্তু সেই মুহূর্তে বাবা একবার
এইরকম একটা কিছু ব’লেছিলেন মনে প’ড়ে যাওয়াতে আমি থেমে
গেলাম।

লেণ্ট শুরু হ'ল। এঞ্জিনিয়ার ভিক্টর আইভ্যানিশ্ পিটাসবার্গ থেকে বাড়ী এলেন। আমি তাঁর অস্তিত্বের কথা ভুলতে শুরু করেছিলাম। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে এলেন—আসার আগে একটা টেলিগ্রামও করেন নি। আমি যখন নিয়মিতভাবে সন্ধ্যার সময় সেখানে গিয়ে হাজির হ'লাম তখন তিনি স্নান সেরে বৈঠকখানায় পায়চারী করছিলেন। তিনি কথা বলছিলেন—তাঁর চুল কাটা, তাঁকে দশবছর ছোট ব'লে মনে হ'চ্ছিল। তাঁর কন্যা বাক্সের কাছে হাঁটু গেড়ে ব'সে বাক্স থেকে বোতল, বই প্রভৃতি বার ক'রে চাকর প্যাভেলের হাতে দিচ্ছিল। এঞ্জিনিয়ারকে দেখে আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছিয়ে গেলাম। তিনি দুহাত বাড়িয়ে হাসছিলেন—তাঁর শক্ত শাদা কোচ্ম্যানের মত দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল।

"সে এসেছে! সে এসেছে! মিঃ গৃহচিত্রকর, তোমাকে দেখে আমি খুব সুখী হলাম! ম্যারিয়া তোমার সম্বন্ধে সব কিছু আমাকে বলেছে এবং তোমার গুণগান ক'রেছে যথেষ্ট। আমি আমি তোমাকে বুঝতে পেরেছি এবং তোমাকে সমর্থন করি।" তিনি আমার হাত ধ'রে বললেনঃ "স্টেটের কাগজ নষ্ট করা এবং চাকরীর চিহ্নস্বরূপ টুপিতে ফিতা পরার চেয়ে শ্রমিক হওয়া ঢের বেশী সাধু এবং বুদ্ধিমানের মত কাজ। আমি নিজে হাতে বেল্জিয়ামে কাজ করেছি। পাঁচ বছর ধরে আমি এঞ্জিন চালকের কাজ করছি······"

তাঁর পরণে ছোট জ্যাকেট ছিল—পায়ে ছিল আরামদায়ক শ্লিপার—তিনি বাতের রোগীর মত হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন—হাত দোলাচ্ছিলেন, হাত ঘসছিলেন; বাড়ীতে ফিরে আবার সেই প্রিয় স্নানের ঘরের সংস্পর্শে আসায় তিনি আনন্দে গুণ গুণ ক'রে গান গাইছিলেন—কাঁধ নাড়ছিলেন।

তিনি নৈশভোজের সময় বললেনঃ "এটা অনস্বীকার্য যে তোমরা

সদয় সহানুভূতিশীল লোক, কিন্তু যখনই তোমরা ভদ্রলোকরা কায়িক পরিশ্রম শুরু কর কিংবা কৃষকদের সাহায্য করতে চাও তখনই তোমরা গোঁড়ামি দেখাও। তুমি গোঁড়া—তুমি ভড্‌কা খাও না এটা গোঁড়ামি ছাড়া আর কি?"

তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি ভড্‌কা খেলাম। আমি মদও খেলাম। আমরা ছানা, সসেজ্, প্যাস্ট্রীজ, পিক্‌ল এবং সব রকমের ভাল খাবার খেলাম—এঞ্জিনিয়ার এসব সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন; তাঁর অনুপস্থিতির সময় বিদেশ থেকে প্রেরিত মদের নমুনাও আমরা আস্বাদ ক'রে দেখলাম। চমৎকার সব নমুনা। কোন কারণ, এঞ্জিনিয়ারের মদ এবং সিগার বিনা শুল্কে বিদেশ থেকে আসত; বিনা মূল্যে কে একজন তাঁকে বৃহৎ বৃহৎ সুখাদ্য মাছ পাঠাত; তিনি তাঁর বাড়ীভাড়া দিতেন না কারণ তাঁর গৃহস্বামী রেলওয়ের কেরোসিন্ তৈল সরবরাহ করতেন এবং সাধারণত তাঁর এবং তাঁর মেয়ের কথায় মনে হ'ত যে পৃথিবীর সব কিছু উত্তম জিনিস তাঁরা বিনা মূল্যে উপভোগ করতেন।

তাঁদের ওখানে আমি নিয়মিত যেতে লাগলাম কিন্তু আগের মত আনন্দ আর পেতাম না। এঞ্জিনিয়ারের উপস্থিতি আমার কাছে কষ্টদায়ক হ'ত—তাঁর সামনে আমি কেমন মুষড়ে পড়তাম। তাঁর পরিষ্কার নির্দোষ চোখের দৃষ্টি আমি সহ্য করতে পারতাম না; আগে এই লাল আহারপুষ্ট লোকটির অধীনে কাজ করতাম এবং তিনি যে আমার সঙ্গে নির্মম অভদ্র ব্যবহার ক'রেছেন একথা মনে ক'রে আমার কষ্ট হ'ত। একথা সত্য যে তিনি আমার কোমর জড়িয়ে আমার ঘাড়ে সদয়ভাবে চাপড় দিয়ে আমার জীবনযাত্রার প্রণালী সমর্থন করতেন কিন্তু তিনি যে আগের মতই আমার নিষ্ফলতাকে ঘৃণা করতেন একথা আমি বুঝতাম। তিনি শুধু মেয়েকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই আমাকে সহ্য করতেন।

আমি সহজভাবে হাসতে এবং কথা বলতে পারতাম না—নিজেকে অভদ্র ব'লে মনে হ'ত—সবসময় আমি উদ্‌গ্রীব থাকতাম কখন তিনি তাঁর চাকর প্যাভেলের মত আমাকেও প্যাণ্টেলে ব'লে ডাকেন। প্রাদেশিক শ্রমিকের গর্ব আমার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। শহরের লোক যাঁদের বিদেশী ব'লে মনে করে সেই ধনী অপরিচিতের বাড়ীতে আমি, একজন শ্রমিক, একজন সামান্য গৃহচিত্রকর—রোজ যাই আর তাঁদের দামী দামী বিদেশী খাবার খাই! আমি বিবেকের সঙ্গে এটাকে খাপ খাওয়াতে পারলাম না। অমি যখন ওঁদের বাড়ী যেতাম তখন পথে কারও সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে কঠিনভাবে এড়িয়ে যেতাম এবং গোঁড়ার মত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতাম; যখন এঞ্জিনিয়ারের বাড়ী থেকে বেরুতাম তখন এত খাওয়ার জন্য লজ্জিত হ'তাম।

কিন্তু প্রধানত আমার প্রেমে পড়বার ভয়ই হ'য়েছিল বেশী। রাস্তায় বেড়াতে, কাজ করতে, বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে আমার সর্বদা মনে পড়ত সন্ধ্যাবেলা কখন ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্‌নার বাড়ী যাব; তার স্বর, তার হাসি, তার গতিভঙ্গী সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। তার বাড়ীতে যাওয়ার আগে আমি ভাঙা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে অতি যত্নে নেকটাই বাঁধতাম; সার্জের পোশাকটা আমার ভয়ঙ্কর ব'লে মনে হ'ত—আমি কষ্ট পেতাম কিন্তু নিজেকে ছোট মনে হওয়ায় আমি আবার নিজেকে ঘৃণা করতাম। সে যখন অন্য ঘর থেকে আমাকে ডেকে বলত যে তার পোশাক পরা হয় নি' এবং আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলত আমি তখন তার পোষাক পরার শব্দ শুনে চঞ্চল হ'য়ে উঠতাম—মনে হ'ত যে আমার পায়ের নীচে মেঝে বুঝি ডুবে যাচ্ছে। আমি রাস্তায় কিছু দূরেও কোন মেয়েকে দেখলে তার চেহারার সঙ্গে তুলনা করতাম—তার তুলনায় শহরের অন্যান্য মহিলা এবং মেয়েদের অতি

সাধারণ ব'লে মনে হ'ত—তাদের পরণে বিশ্রী পোশাক আর তারা কেউ ভদ্র ব্যবহার জানে না ; এরকম তুলনায় আমার মনে গর্বের সৃষ্টি হ'ত ; ম্যারিয়া ভিক্টোরোভনা এদের সবাইর চেয়ে ভাল। রাত্রিতে আমি তার এবং আমার স্বপ্ন দেখতাম ।

একদিন নৈশভোজে এঞ্জিনিয়ার এবং আমি একটা গোটা গল্‌দা চিংড়ী খেয়ে ফেললাম। বাড়ী ফিরে আমার মনে পড়ল যে এঞ্জিনিয়ার দুইবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমাকে 'প্রিয় ছোকরা" ব'লে সম্বোধন করেছিলেন ; আমার মনে হ'ল যে একটা প্রভুহীন বড় অসুখী কুকুরের মতই তাঁরা আমাকে মনে করেন—তাঁরা আমাকে নিয়ে শুধু আমোদ করছিলেন —যখন বিরক্ত হ'য়ে যাবেন তখন একটা কুকুরের মতই তাঁরা আমায় তাড়িয়ে দেবেন। নিজেকে লজ্জিত এবং আহত ব'লে মনে হল ; অপমানিত হয়েছি মনে ক'রে আমার প্রায় কান্না পেল এবং আকাশের দিকে চোখ তুলে প্রতিজ্ঞা করলাম যে এসব শেষ করতে হবে।

পরের দিন ডলঝিকভদের বাড়ী গেলাম না ; অনেক রাত্রে আমি জানালার দিকে চেয়ে গ্রেটজেন্টি স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছিলাম—তখন গভীর অন্ধকার, বৃষ্টিও পড়ছিল। অ্যাঝোগুইন্‌দের বাড়ীতে সবাই ঘুমিয়ে প'ড়েছিল—উপরের জানালায় একটা মাত্র আলো জ্বলছিল ; বুড়ী মিসেস অ্যাঝোগুইন্ মোমবাতির সামনে ব'সে সেলাই করছিলেন আর ভাবছিলেন যে তিনি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। আমাদের বাড়ীতে এবং বিপরীত দিকে ডলঝিকভদের বাড়ীতে অন্ধকার—জানালাগুলোয় বাতি ছিল কিন্তু ফুল এবং পর্দার মধ্য দিয়ে কিছু দেখবার উপায় ছিল না। আমি রাস্তার এদিক থেকে ওদিক অবধি বেড়াতে লাগলাম ; ঠাণ্ডা মার্চ মাসের বৃষ্টিতে আমি একেবারে ভিজে গেলাম ; ক্লাব থেকে বাবা বাড়ী ফিরলেন—আমি দরজায় তাঁর করাঘাত শুনতে পেলাম ; মুহূর্তে একটা জানালার বাতি দেখা গেল।

আমার বোনকে ঘন চুল বিন্যাস করতে করতে তাড়াতাড়ি বাতি হাতে নামতে দেখলাম। তারপর বৈঠকখানায় কথা বলতে বলতে এবং হাত ঘসতে ঘসতে বাবা ঘুরতে লাগলেন—আমার বোন তাঁর কথায় কর্ণপাত না ক'রে নিজের চিন্তায় ডুবে এক পাশে ব'সে থাকল। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরাও ঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন এবং বাতিটাও নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। অন্ধকারে এবং বৃষ্টিতে নিজেকে অস্বাভাবিক রকম একলা মনে হ'ল—আমি যেন প্রকৃতির কাছে কৃপাপ্রার্থী ; আমার প্রকৃত এবং ভাবী একাকিত্ব এবং যন্ত্রণার কাছে আমার সমস্ত কাজ, সমস্ত কামনা এবং এ পর্যন্ত যা ভেবেছি এবং পড়েছি সে সমস্তই ব্যর্থ ব'লে মনে হ'ল। হায়, মানুষের কাজ এবং চিন্তা তার দুঃখের তুলনায় কিছুই নয় আমি কি করছি না জেনেই আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে ডলঝিকভ্‌দের। দরজার বেল্‌'টা টেনে ভাঙলাম—তারপর ছোট ছেলের মত দৌড়াতে লাগলাম—মনে ভয় ছিল পাছে তাঁরা বেরিয়ে এসে আমায় চিনতে পারেন। পথের প্রান্তে যখন নিঃশ্বাস নেবার জন্য থামলাম তখন শুনতে পেলাম শুধু বৃষ্টির শব্দ এবং দূরে একটি লোহার পাতের উপর পাহারাওয়ালার আঘাতের শব্দ।

পুরো এক সপ্তাহ ডলঝিকভ্‌দের বাড়ী গেলাম না। আমি সার্জের পোশাকটা বিক্রয় করলাম। হাতে কাজ ছিল না—আবার অর্ধভুক্ত অবস্থায় দিন কাটতে লাগলো ; কখনও কখনও অপ্রীতিকর কোন কাজ ক'রে দিনে দশ থেকে বিশ কোপেক্‌ পর্যন্ত রোজগার করতাম। কাদায় হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে আমি আমার স্মৃতি ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম—এঞ্জিনিয়ারের বাড়ীতে যত ছানা আর ভাল ভাল খাবার খেয়েছি তার জন্য নিজেকে শাস্তি দেবার চেষ্টা করতাম। তবু ভিজে এবং ক্ষুধিত অবস্থায় বিছানায় শুলেই আমার বন্য কল্পনা চমৎকার মনোহারী সব ছবি আঁকা সুরু করত ; বিস্মিত হয়ে স্বীকার করতাম যে আমি প্রেমে পড়েছি—

ভীষণভাবে প্রেমে পড়েছি—তারপর গাঢ় ঘুম আসত, অনুভব করতাম যে কঠিন কাজ শুধু আমার দেহকে আরও বেশী বলবান এবং সতেজ করেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা অসময়ে তুষারপাত সুরু হ'ল—উত্তর দিক থেকে বাতাস বইতে লাগ্‌ল যেন শীতকাল শুরু হয়ে গেছে। কাজ শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে দেখি যে ম্যারিয়া ভিক্টরোভ্‌না আমার ঘরে বসে আছে। তার গায়ে ফার্‌কোট ছিল—মাফ্‌লারের মধ্যে তার হাতদুটি ঢোকানো।

"তুমি আমাকে দেখতে যাওনা কেন?" তার উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম—আমি কঠিনভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম—আমাকে মারবার আগে বাবার সামনে ঠিক যেমন ক'রে দাঁড়িয়েছিলাম; সে সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল এবং আমি তার চোখ দেখে বুঝলাম যে আমি যে অভিভূত হ'য়ে পড়েছি তা সে বুঝেছে।

"তুমি কেন আমায় দেখতে যাও না?" সে পুনরাবৃত্তি করল। "তুমি যেতে চাও না। আমাকেই তোমার কাছে আসতে হ'ল।"

সে উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে এল।

"আমাকে ছেড়ে যেও না", সে বললে—তার চোখ দুটি জলে ভরা। "আমি একা, সম্পূর্ণ একা।"

সে কাঁদতে শুরু করল এবং মাফ্‌লার দিয়ে মুখ ঢেকে বলল "একা! জীবন বড় কঠিন—বড় কঠিন এবং সারা জগতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই! আমাকে ছেড়ে যেও না।"

চোখের জল মোছার জন্য রুমাল খুঁজতে গিয়ে সে হেসে দিল; কিছুক্ষণের জন্য উভয়ে নীরব রইলাম, তারপর তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ

ক'রে আমি চুমু খেলাম, তার টুপির পিনে আঁচড় লেগে আমার মুখ থেকে রক্ত বেরুলো।

তারপর আমরা কথা বলতে লাগলাম যেন আমরা পরস্পরের কত দিনের ভালবাসার ধন!

॥ দশ ॥

দিন দুয়েকের মধ্যে সে আমায় ডুবেক্নিয়ায় পাঠিয়ে দিল এবং এতে আমার যে আনন্দ হ'ল তা' ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি হেঁটে স্টেশনে যেতে যেতে এবং ট্রেনে ব'সে বিনা কারণে হাসতে লাগলাম—লোকেরা আমায় মাতাল মনে করল। তখনও সকাল বেলায় কুয়াশা এবং তুষারপাত হ'ত: কিন্তু রাস্তাগুলো অন্ধকার ছিল এবং পথের পারে অনেক কাক ডাকছিল।

প্রথমে ভেবেছিলাম যে মিসেস শেপ্রাকভের বিপরীত দিকের কক্ষটায় আমার এবং ম্যারিয়ার জন্য ব্যব স্থা করব, কিন্তু দেখা গেল যে ঘুঘুপাখী এবং পায়রা সে ঘরে বাসা বেঁধেছে—ফলে অনেকগুলি বাসা ধ্বংস না করলে ও-ঘর পরিষ্কার করা অসম্ভব ব'লে মনে হ'ল। আমরা চাই আর না চাই আমাদের বড় বাড়ীটার ভেনিসের মত খড়খড়ি দেওয়া ঘরগুলোতেই বাস করতে হবে। চাষারা এই বাড়ীটাকে রাজপ্রাসাদ বলত; বাড়ীটায় বিশটার বেশী ঘর ছিল আর আসবাব বলতে চিলে কোঠায় শুধু একটা পিয়ানো আর এক খানা ছোট ছেলের চেয়ার ছিল; ম্যারিয়া যদি শহর থেকে তার সমস্ত আসবাবও নিয়ে আসে তবু আমরা বাড়ীটার কঠিন শূন্যতা এবং প্রতিকূলতা দূর করতে পারব না। আমি বাগানের দিকে জানালাওয়ালা তিনটে ঘর বেছে নিলাম এবং সকাল থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেই ঘরগুলির পিছনে আমায় খাটতে হ'ল—জানালাগুলো চকচকে করলাম, দেওয়ালে কাগজ লাগালাম—মেঝের গর্তগুলো বন্ধ করলাম। কাজটা বেশ সহজ এবং আরামদায়ক ছিল। মাঝে মাঝেই বরফ জমছে কি না দেখার জন্য নদীর পারে দৌড়িয়ে যেতাম এবং মনে মনে স্টার্লিং পাখীদের ফিরে আসার কথা ভাবতাম। রাত্রিতে যখন ম্যারিয়ার

কথা ভাবতাম তখন সীলিংয়ের উপর ইঁদুর আর বাতাসের শব্দ শুনতে শুনতে একটা সর্বব্যাপী আনন্দের অবর্ণনীয় মধুর ভাবে আমার হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে যেত; মনে হ'ত বুড়ো কোন ভূত বুঝি চিলে কোঠায় কাসছে।

গভীর বরফ পড়েছিল; মাসের শেষে ভয়ঙ্কর তুষারপাত হ'ল কিন্তু শীঘ্রই যাদুমন্ত্রে যেন সে তুষার গ'লে গেল এবং বসন্তের ধারা নেমে এল। ফলে এপ্রিলের প্রথমেই স্টার্লিং পাখীর ডাক শোনা গেল এবং বাগানে প্রজাপতিগুলোও ছুটোছুটি সুরু করল। প্রাকৃতিক আবহাওয়া চমৎকার হ'ল। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার দিকে মাসার সঙ্গে দেখা করার জন্য শহরের দিকে হেঁটে যেতাম; খালি পায়ে নরম শুষ্কপ্রায় পথে হাঁটতে কি আরাম! অর্ধেক পথ যেয়ে আমি ব'সে পড়তাম—নিকটে যাবার সাহস না পেয়ে শহরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। শহরটি দেখলেই আমি বিব্রত হ'য়ে পড়তাম, আমি প্রেমে পড়েছি শুনলে আমার পরিচিত লোকেরা কি ভাববে! বাবাই বা কি বলবেন? আমি এই কথা ভেবে বিশেষ চিন্তিত হতাম যে আমার জীবন জটিল হ'য়ে উঠছিল—জীবনের উপর কোন প্রভাবই আর আমার নেই—ভগবান জানেন আমাকে বেলুনের মত কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল। কি ক'রে জীবিকানির্বাহ করব সে কথা ভাবা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম এবং আমি ভেবেছিলাম—প্রকৃত পক্ষে কি যে ভেবেছিলাম—মনেই পড়ে না।

মাসা গাড়ী ক'রে আসত। আমি তার পাশে বসতাম এবং দুজন সুখে স্বাধীনভাবে ডুবেক্নিয়ায় যেতাম। কিংবা সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ক্লান্তি এবং অসন্তুষ্টি নিয়ে মাসা কেন এলনা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরতাম এবং তারপর সদর দরজার কাছে কিংবা বাগানে আমার প্রিয়তমাকে পেতাম। সে ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন থেকে হেঁটে আসত। কি অপূর্ব বিজয়! পরণে তার শাদা পশমের

পোশাক, হাতে সাধারণ দস্তানা কিন্তু তার দেহসজ্জাটি নিখুঁত পরিপাটি। পায়ে দামী প্যারীর বুট—সে প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর মত গ্রাম্য মেয়ের অভিনয় করত। আমরা সমস্ত বাড়ীটা পরিদর্শন করতাম—ঘর, পথ, সব্জীর বাগান এবং মৌচাকের পরিকল্পনা করতাম। এর মধ্যেই আমরা পাতিহাঁস, রাজহাঁস এবং মুরগীর বাচ্চা পুষছিলাম—এগুলোকে আমরা ভালবাসতাম কারণ সেগুলো আমাদের। বপনের জন্য ওট, গম, যব এবং সব্জীর বীজ প্রস্তুত ছিল—আমরা সে বীজ পরীক্ষা করতাম আর মনে মনে ভাবতাম শস্যগুলো কেমন দেখতে হবে। মাসা আমাকে যা-কিছু বলত তা-ই আমার কাছে অদ্ভুত বুদ্ধির পরিচায়ক এবং সুন্দর ব'লে মনে হ'ত। এইটাই ছিল আমার জীবনের সব চেয়ে সুখের সময়।

ঈস্টারের পরে পরেই ডুবেক্নিয়ার তিন মাইল দূরে কুরিলোভ্কা গ্রামের গির্জায় আমাদের বিয়ে হ'ল। মাসা সব কিছুই সহজ সরল-ভাবে সম্পন্ন করতে চেয়েছিল; তার ইচ্ছামত চাষীর ছেলেরাই নীতবরের কাজ করল। একজন মাত্র ধর্মযাজক মন্ত্র পড়লেন এবং আমরা একটা ছোট কম্পমান গাড়ীতে ক'রে ফিরে এলাম—সে নিজেই গাড়ী চালিয়েছিল। শহর থেকে আমার বোনই একমাত্র অতিথি এসেছিল। বিয়ের দুদিন আগে মাসা তাকে চিঠি লিখেছিল। আমার বোন শাদা পোশাক আর শাদা দস্তানা প'রেছিল······বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় সে ভাবাবেগে এবং আনন্দে কেঁদে ফেলল, তার মুখে অসীম সততার একটা অপূর্ব মাতৃভাব। আমাদের সুখে সে পাগল হ'য়ে উঠেছিল যেন তার নিঃশ্বাসে একটা সুগন্ধ; আমি তার দিকে চেয়েই বুঝলাম যে তার কাছে প্রেম, পার্থিব প্রেমের চেয়ে বড় কিছু আর নেই—সে গোপনে ভয়ে ভয়ে অথচ প্রগাঢ় প্রেমের স্বপ্ন দেখছিল। সে মাসাকে আলিঙ্গন করল, চুমু খেল এবং কি ক'রে তার আনন্দ প্রকাশ করবে না জেনে আমার সম্বন্ধে সে তাকে বলল:

"ও খুব ভাল লোক। খুব ভাল লোক।"

চ'লে যাবার আগে সে সাধারণ পোশাক পরল এবং আমার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার জন্য আমাকে বাগানে নিয়ে গেল।

"বাবাকে তুমি কিছু লেখোনি ব'লে তিনি খুব আঘাত পেয়েছেন," সে বলল। "তাঁর আশীর্বাদ চাওয়া তোমার খুব উচিত ছিল। কিন্তু মনে মনে তিনি খুব খুসি হ'য়েছেন। তিনি বলেন যে এই বিবাহে সমাজের চোখে তোমার পদোন্নতি হ'বে এবং ম্যারিয়া ভিকটোরোভ-নার প্রভাবে জীবনের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন হবে। সন্ধ্যাবেলায় এখন তোমার কথা ছাড়া আর আমাদের কোন আলোচনা হয় না; এবং গতকাল তিনি এমন কি 'আমাদের মিসেল্' পর্যন্ত বলেছেন। আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। স্পষ্টই বোধ হয় তিনি মনে মনে কোন পরিকল্পনা করেছেন এবং আমার মনে হয় তিনি তোমাকে একটা উদারতার নিদর্শন দেখাতে চান—তিনি নিজেই প্রথম মিটমাটের কথা তুলবেন। এটা খুবই সম্ভব যে এরই মধ্যে একদিন তিনি এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।" সে আমার দেহে একটা ক্রুশের চিহ্ন এঁকে বলল: "বেশ, ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন। সুখী হও। অ্যানিউটা ব্লাগোভো খুব চালাক মেয়ে। তোমার বিয়ে সম্বন্ধে সে বলে যে ভগবান তোমাকে একটা নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। আচ্ছা, বিবাহিত জীবনে কেবল সুখই নেই, যন্ত্রণাও কি আছে? যন্ত্রণার হাত এড়ানো বোধ হয় অসম্ভব!"

মাসা এবং আমি তার সঙ্গে তিন মাইল পর্যন্ত হেঁটে গেলাম—তারপরে নিঃশব্দে শান্তভাবে বাড়ী ফিরলাম যেন এটা আমাদের দুজনের পক্ষেই বিশ্রাম। আমার হাতের মধ্যে মাসার হাত। আমাদের মনে শান্তি—প্রেমের কথা বলার আর প্রয়োজন ছিল না; বিয়ের পর আমরা পরস্পর আরও কাছে স'রে এলাম,—পরস্পর

আরও প্রিয়তর হ'য়ে উঠলাম—মনে হ'ল যে কিছুই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না !

"তোমার বোন চমৎকার ভালবাসার পাত্রী," মাসা বলল "কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় যে ও যন্ত্রণার মধ্যে বাস করছে। তোমার বাবা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর লোক !"

আমার বোন এবং আমি কিরকম ভাবে মানুষ হয়েছিলাম এবং আমার শৈশব কিরকম অদ্ভুত যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে—এসব আমি তাকে বলতে লাগলাম। যখন সে শুনল যে এই সেদিনও বাবা আমায় মেরেছেন তখন সে ভয়ে কেঁপে উঠে আমায় জড়িয়ে ধরল।

"আমায় আর এসব কথা ব'লো না," সে বলল। "এ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর !" আর সে আমায় ছেড়ে গেল না। আমরা বড় বাড়ীটার তিনটি ঘরে বাস করতে লাগলাম—সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীটার শূন্য অংশের দিকের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতাম যেন আমরা যাকে জানি না এবং যাকে ভয় করি এমন কেউ ওখানে বাস করে। আমি খুব ভোরে উঠে কাজ শুরু কর্‌তাম। আমি গাড়ী মেরামত করতাম, বাগানে পথ তৈরী করতাম, ফুলের কেয়ারী তৈয়ারী করতাম—ছাদে রঙ্‌ লাগাতাম। উপযুক্ত সময়ে আমি লাঙল চ'ষে, মই দিয়ে ওটের বীজ বপনের চেস্টা করলাম। আমি বিবেকের অনুমোদনক্রমেই এসব কাজ করতাম—সব কাজ চাষীর উপর ফেলে রাখতাম না। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম—বৃষ্টিতে এবং তীক্ষ্ণ উত্তরের বাতাসে আমার মুখ এবং পা জ্বলত। কিন্তু মাঠের কাজ আমায় আকর্ষণ করত না।

আমি কৃষিকার্য সম্বন্ধে কিছু জানতাম না এবং পছন্দও করতাম না। হয়ত আমার পূর্বপুরুষেরা চাষী ছিলেন না এবং আমার শিরায় শহরের রক্ত প্রবাহিত ছিল ব'লেই এই অবস্থা। আমি প্রকৃতিকে খুব ভালবাসতাম ; আমি মাঠ, ক্ষেত এবং বাগান ভালবাসতাম কিন্তু ছেঁড়া পোশাক প'রে ভিজে গায়ে ঘাড় নীচু ক'রে বেচারা ঘোড়াকে গালি

দিতে দিতে যে-চাষা মাঠ চাষ করত সে আমার কাছে একটা বর্বর রুক্ষ এবং কুৎসিত শক্তির প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং তার বিশৃঙ্খল গতিভঙ্গী লক্ষ্য করতে করতে আমি সেই বহু প্রাচীন পৌরাণিক যুগের কথা—যে যুগে মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত না—না ভেবে পারতাম না। দলের নেতা ভয়ঙ্কর ষাঁড় এবং গ্রামের মধ্যে ভ্রাম্যমান ঘোড়া দেখে আমি ভয় পেতাম এবং বড় বড় শক্তিশালী বিরোধী জীব, যেমন শিংওয়ালা ভেড়া, রাজহাঁস কিংবা কুকুর, তাদের কোন রুক্ষ বন্য শক্তির প্রতীক ব'লে মনে হ'ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যখন ঘন মেঘ অন্ধকার চাষের জমির উপর ঝুলে থাকত তখনই এই সব কুসংস্কার আমার মনে বিশেষ প্রবলভাবে দেখা দিত। কিন্তু সব চেয়ে বিশ্রী লাগত যখন আমি নিজে ক্ষেত চষতাম কিংবা বীজ বপন করতাম এবং কয়েকজন কৃষক আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কাজ দেখত—তখন আর আমি কাজের অবশ্যম্ভাবিতা এবং প্রয়োজনীয়তা বোধ করতাম না এবং আমার মনে হ'ত যে আমি মিছামিছি সময় নষ্ট করছি।

আমি বাগান এবং মাঠের মধ্য দিয়ে মিলে যেতাম। স্টায়েপান নামে কুরিলোভ্‌কার একজন কৃষক এটা ইজারা নিয়েছিল; স্টায়েপান সুন্দর এবং কালো দেখতে—মুখে কালো দাড়ি—বেশ ব্যায়াম করা চেহারা। সে মিলের কাজ করত না, মিলের কাজকে সে ক্লান্তিকর এবং ক্ষতিকর মনে করত, সে শুধু বাড়ীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য মিলে থাকত। সে লাগাম তৈরী করত, সব সময়ে তার গায়ে ট্যান্‌ আর চামড়ার গন্ধ। সে বেশী কথা বলতে ভালবাসতো না। সে ধীর এবং স্থিতিশীল ছিল এবং নদীর তীরে ব'সে কিংবা মিলের দরজার কাছে ব'সে 'উলু-লু' ক'রে গুঞ্জন করত। কখনও কখনও কুরিলোভ্‌কা থেকে তার বউ এবং শাশুড়ী তাকে দেখতে আসত; তারা দুজনেই সুন্দরী, বিষণ্ণ এবং নরম দেখতে—তারা বিনীতভাবে তার কাছে মাথা নোয়াত এবং তাকে স্টায়েপান

পেট্রোভিশ বলত। সে কথা ব'লে কিংবা কোনরকম চিহ্নের দ্বারাও তাদের সম্ভাষণ ফিরিয়ে দিত না— শুধু মাত্র নদীর তীরে ব'সে ব'সেই পাশ ফিরে শান্তভাবে গুঞ্জন করত 'উলু-লু'। এক বা দুই ঘণ্টা ধ'রে নীরবতাই থাকত। তার শাশুড়ী ও বউ নিজেদের মধ্যে ফিসফাস ক'রে কি বলত—উঠে দাঁড়িয়ে সে তাদের দিকে ফেরে কি না এই ভরসায় তার দিকে অশান্বিতভাবে তাকিয়ে থাকত এবং তারপর তারা সবিনয়ে মাথা নামিয়ে মধুর মৃদু গলায় বলত: "বিদায়, স্টায়েপান পেট্রোভিশ।"

তারা চ'লে যেত। তারপর তারা তার জন্য যে বিস্কুটের পোটলা কিংবা শার্ট এনেছিল সেটা সরিয়ে রেখে তাদের দিকে চেয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত: "স্ত্রী জাতি!"

উভয় চাকার সাহায্যে দিনরাত মিলের কাজ চলত। আমি স্টায়েপানকে সাহায্য করতাম—আমার ভাল লাগত এবং তারপর সে যখন চ'লে যেত আমি তখন সানন্দ চিত্তে তার জায়গাটা দখল করতাম।

॥ এগার ॥

কিছুদিন উষ্ণ উজ্জ্বল আবহাওয়ার পর আবার পথ ঘাট খারাপ হ'য়ে গেল। সমস্ত মে মাস ধরে বৃষ্টি হ'ল আর শীত পড়ল। শস্য পেষণ প্রস্তরের শব্দে এবং বৃষ্টির ঝির্‌ঝির্ শব্দে আলস্য প্রবণতা এবং ঘুম আসত। আমার স্ত্রী ছোট ফারকোট এবং উঁচু রবারের জুতো প'রে দু'বার ক'রে বাইরে আস্‌ত এবং সে সর্বদা একই কথা বলত, "এর নাম গ্রীষ্মকাল!" এতো অক্টোবরের চেয়েও খারাপ।"

আমরা একত্র চা খেতাম কিংবা পরিজ তৈরী করতাম কিংবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে নীরবে ব'সে ভাবতাম যে বৃষ্টি বুঝি কখনও থামবে না।

একদিন স্টায়েপান মেলায় গেল—মাসা সে রাত্রি মিলে বাস করল। আমরা যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন সময় ঠিক করতে পারলাম না কারণ আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা; ডুবেকনিয়ার নিদ্রালু মোরগগুলো ডাকছিল এবং মাঠে ঝিঁঝিঁ পোকা শব্দ করছিল; নিশ্চয়ই তখনও খুব ভোর···আমার স্ত্রী এবং আমি নদীর তীরে গেলাম এবং গতকাল আমাদের সামনে স্টায়েপান যে জাল পেতেছিল সেটা টেনে তুললাম। মস্ত বড় একটা পার্চমাছ প'ড়েছিল এবং একটা ক্রে মাছ ডানা নেড়ে রাগ দেখাল।

"ওদের ছেড়ে দাও," মাসা বলল। "ওরাও সুখী হোক।"

'আমরা খুব ভোরে উঠেছিলাম এবং হাতে কোন কাজ ছিল না ব'লে সেদিনটা খুব বড় মনে হতে লাগল—সেটা আমার জীবনের দীর্ঘতম দিন। স্টায়েপান সন্ধ্যার আগে ফিরে এল—আমি বাড়ী ফিরে গেলাম।

"আজ তোমার বাবা এসেছিলেন," মাসা বলল।

"কোথায় তিনি ?"

"তিনি চ'লে গেছেন। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করি নি।"

আমার নীরবতা দেখে এবং আমি বাবার জন্য দুঃখিত হয়েছি বুঝতে পেরে সে বলল : "আমাদের ন্যায়পথে চলা উচিত। আমি তাঁর অভ্যর্থনা করিনি—তাঁকে জানিয়েছি যে তিনি যেন দেখা করতে এসে আমাদের না জ্বালান।"

এক মুহূর্তে আমি সদর দরজার বাইরে গিয়ে শহরের দিকে চললাম বাবার সঙ্গে মিটমাট করার জন্য। পথ কর্দমাক্ত পিচ্ছল—ভয়ানক শীত। আমাদের বিয়ের পরে এই প্রথম আমি দুঃখ পেলাম—দীর্ঘদিনের ক্লান্তিভরা মস্তিষ্কের মধ্যে একটা চিন্তা খেলে গেল—হয়ত আমার যেমনভাবে বাস করা উচিত তা আমি করছিনা। আমি আরও বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়লাম এবং ক্রমে দুর্বলতায় অভিভূত হয়ে পড়লাম ; আমার চলবার কিংবা চিন্তা করবার ইচ্ছা ছিল না এবং কিছুক্ষণ হেঁটে হাত পা নেড়ে আমি বাড়ী ফিরলাম। উঠানের মাঝখানে চামড়ার কোট প'রে টুপি মাথায় এঞ্জিনিয়ার দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি চীৎকার করছিলেন :

"আসবাবপত্র কোথায় ? কতগুলো ভালো এম্পায়ার, আসবাব, ছবি, ফুলদানী ছিল। এখন কিছু নেই। আমি ত আসবাবপত্র শুদ্ধই বাড়ীটা কিনেছিলাম।"

তার পাশেই মিসেস শেপ্রাকভের সরকার ময়সি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুপি নাড়ছিল ; পঁচিশ বছরের কৃশকায় যুবক—মুখে দাগ, চোখ দুটি ছোট এবং ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক ; মুখের একটা দিক অপর দিকের চেয়ে বড়।

"হ্যাঁ হুজুর, আপনি আসবাব ছাড়াই এ বাড়ীটা কিনেছিলেন," সে ভীরু মেয়ের মত বলল। "একথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।"

"চুপ কর।" এঞ্জিনিয়ার চীৎকার ক'রে উঠলেন—তাঁর মুখ লাল, তিনি রাগে কাঁপছিলেন এবং বাগানের মধ্যে তাঁর চীৎকারের প্রতিধ্বনি হ'ল।

॥ বারো ॥

যখন আমি বাগানে কিংবা উঠানে কাজে ব্যস্ত থাকতাম তখন ময়সি পিছন দিকে হাত দিয়ে উদ্ধতভাবে তার ছোট চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। এতে আমি এত বিরক্ত হ'তাম যে কাজ ফেলে রেখে চলে যেতাম।

আমরা স্টায়েপানের কাছে শুনেছিলাম যে ময়সি মিসেস শেপ্রাকভের প্রেমিক ছিল। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে লোকে যখন মিসেস শেপ্রাকভের কাছে টাকার জন্য যেত, তখন প্রথম ময়সির কাছে আবেদন করত। একবার কাঠকয়লার ব্যবসায়ী কালো একটি কৃষককে আমি ময়সির পদতলে গড়াগড়ি দিতে দেখেছিলাম। অনেক সময় চুপি চুপি দুই চার কথা আলোচনার পর তার মনিবকে না জিজ্ঞাসা ক'রেই ময়সি নিজে টাকা দিয়ে দিত—এর থেকে আমি বুঝতাম যে এ কারবারটা তার নিজেরই ছিল।

সে আমাদের জানালার নীচেই বাগানে বন্দুক দিয়ে শিকার করত, —খাবার ঘর থেকে আমাদের খাবার চুরি করত, অনুমতি না নিয়েই আমাদের ঘোড়া নিয়ে যেত এবং ডুবেকনিয়া আর আমাদের নয় এটা ভেবে আমরা রেগে যেতাম; মাসা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং বলত: "আমাদের কি আরও দেড় বছর এই জীবগুলির সঙ্গে বাস করতে হবে?"

বুড়ীর ছেলে আইভান শেপ্রাকভ রেলওয়েতে গার্ড হয়েছিল। শীতকালে সে খুব কৃশকায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ত—কাজেই এক গ্লাস ভডকা খেয়েই মাতাল হয়ে পড়ত এবং তার শীত বোধ হ'ত। সে তার গার্ডের পোশাককে ঘৃণা করত এবং এই পোশাকের জন্য লজ্জিত হ'ত কিন্তু তার কাজটা লাভজনক ছিল কারণ সে মোমবাতি চুরি ক'রে

বিক্রয় করতে পারত। আমার নতুন জীবনে সে যুগপৎ বিস্মিত এবং ঈর্ষান্বিত হয়েছিল এবং তার মনে একটা অস্পষ্ট আশাও ছিল যে এই রকম কিছু একটা তার ভাগ্যেও ঘটে যেতে পারে। সে সপ্রশংস দৃষ্টি দিয়ে মাসার অনুসরণ করত এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করত আজকাল আমি কি কি খেতে পাই। তার কুৎসিৎ শীর্ণ মুখে একটা বিষণ্ণ ভাব দেখা দিত এবং সে তার আঙ্গুল মোচড়াতে সুরু করত যেন সে তার আঙ্গুল দিয়ে আমার সুখ অনুভব করত।

"আমি বলি, 'কম লাভ'!" সে বারবার সিগারেট জ্বালাতে জ্বালাতে উত্তেজনার সঙ্গে বলত—সে যেখানেই থাকত একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না ক'রে পারত না কারণ একটা সিগারেটের পেছনে সে এক বাক্স দিয়াশলাই খরচ করত—"আমি বলি, আমার জীবন যতটা সম্ভব পশুর জীবনের মত! সব ব্যাটা সৈনিকই চেঁচায়ঃ 'দেখ গার্ড দেখ'! আমার গাড়ীতে অনেক সৈন্য থাকে এবং জানো, আমার জীবন একেবারে পচা! আমার মা-ই আমার সর্বনাশ করেছেন! আমি ট্রেনে একজন ডাক্তারকে বলতে শুনেছি যে বাপ মা যদি চরিত্রহীন হয়, তবে ছেলেরা মাতাল কিংবা বদমায়েস হয়। আমারও হয়েছে ঠিক তাই!"

একদিন সে টলতে টলতে উঠানে এল। তার চোখের গতি উদ্দেশ্যহীন এবং সে কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল; সে হাসছিল, কাঁদছিল এবং পাগলের মত কি যেন বকছিল; তার ঘন উচ্চারিত কথার মধ্যে আমি শুধু শুনতে পেলামঃ "আমার মা! আমার মা কোথায়?" এবং জনতার মধ্যে মাকে হারিয়ে ছোট ছেলে যেমন ক'রে কাঁদে সে ঠিক তেমনই ভাবে কাঁদতে লাগলো। আমি তাকে বাগানে নিয়ে গিয়ে গাছের নীচে শোয়ালাম এবং সারাদিন ও সারারাত মাসা আর আমি পালা ক'রে তার কাছে রইলাম। সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং মাসা বিতৃষ্ণার সঙ্গে তার বিবর্ণ

ভিজে মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল ঃ "এই জায়গায় আরও দেড় বছর কি এই সব জীব আমাদের সঙ্গে থাকবে? এটা ভয়ঙ্কর —ভয়ঙ্কর!"

আর চাষীরা আমাদের কী যন্ত্রণা দিত! বসন্তকালে আমাদের খুসি হবার যখন প্রবল আগ্রহ ছিল তখন কি হতাশই না আমাদের হতে হয়েছিল! আমার স্ত্রী একটা স্কুল খুলেছিল। আমি ষাটটি ছেলের জন্য স্কুলটির পরিকল্পনা করেছিলাম এবং স্থানীয় সমিতি সে পরিকল্পনা অনুমোদনও করেছিলেন কিন্তু তিন মাইল দূরে বড় গ্রাম কুরিলোভকায় আমাদের বিদ্যালয় তৈরী করতে বললেন। তা ছাড়া কুরিলোভকা স্কুল যেখানে ডুবেকনিয়াসহ চারটি গ্রামের ছেলেমেয়েরা পড়ত—সেটা পুরাণো হয়েছিল, তার ব্যবস্থাও যথেষ্ট ছিল না এবং মেঝেটা এত পুরাণো হয়ে গেছিল যে ছাত্রেরা হাঁটতে ভয় পেতো। মার্চের শেষে মাসা তার ইচ্ছামত কুরিলোভকা বিদ্যালয়ের অছি নিযুক্ত হ'ল এবং এপ্রিলের প্রথমে আমরা তিনটি সভা ডেকে কৃষকদের বোঝালাম যে বিদ্যালয়টি পুরণো এবং অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে—একটা নতুন স্কুল তৈরি করা প্রয়োজন। স্থানীয় সমিতির একজন সভ্য এবং একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রত্যেক সভার পরে চাষীরা আমাদের ঘিরে ধরত এবং আমাদের কাছে এক পাত্র ক'রে ভডকা চাইত; জনতায় আমাদের দম বন্ধ হ'য়ে যেত এবং শীঘ্রই পরিশ্রান্ত হ'য়ে অসন্তুষ্ট এবং লজ্জিত মনে বাড়ী ফিরতাম। অবশেষে কৃষকেরা স্কুলের জন্য একটা জায়গা দিল এবং গাড়ী ক'রে শহর থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এনে দেবে বলল। বসন্তের বীজ বপন শেষ হওয়া মাত্র প্রথমবারেই কুরিলোভকা এবং ডুবেকনিয়া থেকে গাড়ী চলল ভিত্তি স্থাপনের ইট আনতে। তারা খুব ভোরে গেল আর ফিরে এল অনেক রাত্রে। চাষীরা মদ খেয়েছিল এবং বলল যে তারা পরিশ্রান্ত হয়েছে।

যেন ইচ্ছা ক'রেই সারা মে মাস ধ'রে বৃষ্টি আর শীত পড়ল। রাস্তা ঘাট কাদায় ভর্তি হয়ে গেল; শহর থেকে ফিরে চাষীরা সাধারণত গাড়ীগুলি উঠানের ভিতরে নিয়ে এসে আমাদের ভীতি উৎপাদন করত। সদর দরজায় ঘোড়া এসে দাঁড়াত পা ফাঁক ক'রে, আর বড় পেটটা তুলতে থাকত; উঠানে আসার আগে তার পেটটা ওঠা নামা করতে থাক্‌ত— তারপর ভিজে কাদামাখা চারচাকার গাড়ীটা দশগজের একটা কড়িকাঠ নিয়ে ভিতরে আসত: গাড়ীটার পাশে এক জন চাষী হেঁটে হেঁটে আসত বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য তার সারা শরীর ঢাকা—তার কোমরবন্ধের মধ্যে কোটের নীচের অংশ গোঁজা—কোথায় যাচ্ছিল তা সে চেয়ে দেখত না, ফলে খানা ডোবার মধ্যে দিয়ে জল ছিটিয়ে সে আসত। আর একটা গাড়ী আসত তক্তা নিয়ে—তৃতীয় গাড়ীটা আসত কড়িকাঠ নিয়ে; তারপরে চতুর্থ…বাড়ীর সামনের উঠানটা ধীরে ধীরে ঘোড়া, কড়িকাঠ আর তক্তায় ভ'রে যেত।

নরনারী নির্বিশেষে চাষীরা মাথা ঢেকে, জামা উঠিয়ে বিষণ্ণভাবে আমাদের জানালার দিকে তাকাত, একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করত, তা ছাড়া তাদের মুখে অভিশাপ আর শপথ তো লেগেই ছিল। একটা কোণে ময়সি দাঁড়িয়ে থাকত এবং আমাদের মনে হ'ত যে আমাদের দুর্দশায় সে আনন্দ পাচ্ছে।

"আমরা আর গাড়ী ক'রে মাল আনব না!" চাষীরা চীৎকার করত। "পরিশ্রমে আমরা প্রায় মরতে বসেছি! সে (গৃহকর্ত্রী) নিজে গিয়ে গাড়ী চালিয়ে জিনিস আনুক!"

তারা যে কোন মুহূর্তে বাড়ী ভেঙে ভিতরে ঢুকতে পারে ভেবে ভীত বিবর্ণ মাসা তাদের জন্য এক পাত্র ভডকার পয়সা পাঠিয়ে দিত; তারপরে গণ্ডগোল থেমে যেত এবং ধীরে ধীরে উঠান পরিষ্কার হয়ে যেত।

আমি বিদ্যালয়-গৃহ দেখতে যেতে চাইলে আমার স্ত্রী চঞ্চল হয়ে ব'লে উঠত: "চাষীরা ভয়ানক রাগী। তারা তোমায় কিছু করতে পারে। না, অপেক্ষা কর—আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

আমরা একসঙ্গে গাড়ীতে চেপে কুরিলোভকায় যেতাম—তখন মিস্ত্রীরা বকশিস চাইত। ভিত্তিস্থাপনের জন্য কাঠামো তৈরী হয়েছিল কিন্তু রাজমিস্ত্রী আসছিল না; অবশেষে রাজমিস্ত্রী যদি বা এল দেখা গেল বালি নেই; কেমন ক'রে যেন ভুল হয়ে গেছিল যে বালির দরকার হবে। আমাদের নিঃসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে চাষীরা বোঝা পিছু ত্রিশ কোপেক ক'রে চাইল; যদিও যেখান থেকে বালি আনতে হবে সেই নদীর পাড় মাত্র পোয়া মাইল দূরে। পঁচিশ বোঝারও বেশী বালির দরকার ছিল। অপরিসীম ঝগড়াঝাটি, তর্ক বিতর্ক এবং সাধাসাধি চলতে লাগল। আমার স্ত্রী রেগে গিয়েছিল—বিদ্যালয়-গৃহের ঠিকাদার পেট্রভ প্রায় সত্তর বছরের বুড়ো মানুষ। তিনি আমার স্ত্রীর হাত ধরে বললেন: "দেখ, দেখ! আমায় শুধু বালি আনিয়ে দাও. আমি দশ জন লোক খুঁজে দুদিনের মধ্যেই কাজ শেষ করিয়ে দেব। ভেবে দেখ।"

বালি আনা হ'ল কিন্তু দুদিন, চারদিন, এক সপ্তাহ গেল, তবু যেখানে ভিত্তি স্থাপিত হবার কথা সেখানে পূর্বের মতই খালি রয়ে গেল।

"আমি পাগল হয়ে যাব," আমার স্ত্রী রেগে বলল। "ওরা কি হতভাগা! কি হতভাগা!"

এই সব গণ্ডগোলের সময় ভিক্টর আইভ্যানিচ এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতেন। তিনি সাথে ক'রে মদ ও ভাল খাবার আনতেন—বহুক্ষণ ধরে খেয়ে ছাদে শুয়ে নাক ডাকাতেন। শ্রমিকরা মাথা নেড়ে বলত: "উনি ঠিক আছেন!"

তাঁর আগমনে মাসা আনন্দ পেত না। সে তাঁকে বিশ্বাস করত

না—অথচ তাঁর উপদেশ নিত। খাবার পর চমৎকারভাবে ঘুম দিয়ে তিনি যখন একটু খারাপ মন নিয়ে উঠতেন তখন আমাদের সাংসারিক ব্যবস্থার নিন্দা করতেন এবং বলতেন যে এত দাম দিয়ে ডুবেকনিয়া কিনে তিনি দুঃখিত হয়েছেন। বেচারী মাসা ভয়ানক উদ্বিগ্নভাবে তাঁর কাছে অভিযোগ করত, তিনি হাই তুলে বলতেন যে চাষীদের বেত মারা উচিত।

তিনি আমাদের বিবাহ এবং ঘরকন্নাকে মিলনান্ত নাটক বলতেন এবং বলতেন যে আমাদের এটা নাকি একটা খেয়াল মাত্র।

"সে এ রকম ব্যাপার আগেও একবার করেছিল," তিনি আমাকে বলতেন। "ও নিজেকে অপেরা গায়িকা মনে ক'রে পালিয়ে গেল। আমার দুই মাস লেগেছিল ওকে খুঁজে বার করতে এবং আমি শুধু টেলিগ্রামের পেছনে এক হাজার রুবল খরচ করেছিলাম।"

তিনি আমাকে 'গোঁড়া' কিংবা 'গৃহচিত্রকর' বলা ছেড়ে দিয়েছিলেন; আমার শ্রমজীবীর জীবন আর এখন তিনি সমর্থন করতেন না এবং বলতেন "তুমি একটা অদ্ভুত মাছ হে—তুমি অস্বাভাবিক লোক। আমার ভবিষ্যদ্বাণী করার সাহস হয় না কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি পস্তাবে।"

মাসার রাত্রে ভাল ঘুম হ'ত না এবং আমাদের শোবার ঘরের জানালার পাশে ব'সে সে ভাবত! সে আর হাসত না এবং নৈশ ভোজের সময় মুখভঙ্গী করত না। আমি যন্ত্রণাভোগ করছিলাম এবং যখন বৃষ্টি হ'ত, বৃষ্টির প্রত্যেকটি ফোঁটা যেন আমার হৃদয় বিদীর্ণ করত; আমি হাঁটু গেড়ে খারাপ আবহাওয়ার জন্য মাসার কাছে ক্ষমা চাইতে পারতাম।

চাষীরা যখন উঠোনে গণ্ডগোল করত তখন আমি মনে করতাম যে সেটা আমারই দোষ! আমি এক জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু বসে ভাবতাম—মাসা কি চমৎকার, কি অপূর্ব! আমি তাকে গভীরভাবে ভালবাসতাম—সে যা কিছু করত এবং বলত

তাতেই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ঘরের ভিতরে শান্তভাবে ব'সে কাজ করাই সে পছন্দ করত; সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরের ভিতরে পড়তেও ভালবাসত; তার কৃষিকার্যবিষয়ক জ্ঞান শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'লেও সে তার জ্ঞানের দ্বারা আমাদের সকলকে বিস্মিত করে দিত এবং তার উপদেশ ছিল সারগর্ভ—কাজে লাগালে কখনও ব্যর্থ হ'ত না। তা ছাড়া সে ছিল মার্জিতরুচি, সূক্ষ্মবুদ্ধি—তার মত পরিণতি বুদ্ধি শুধু মাত্র সুশিক্ষিত লোকের মধ্যেই থাকে।

এরকম একটি সুস্থ সুশৃঙ্খল মনের অধিকারিণী মেয়ের কাছে আমরা যে অমার্জিত কথাবার্তা এবং সামান্য চিন্তাভাবনার আবহাওয়ায় বাস করতাম সেটা খুব পীড়াদায়ক হ'য়েছিল। আমি তা স্পষ্টই বুঝতে পারতাম এবং আমার রাত্রে ঘুম হ'ত না। আমার মাথা ঘুরত এবং আমি চোখের জল চেপে রাখতে পারতাম না। কি কর্তব্য বুঝতে না পেরে আমি বিছানায় এপাশ ওপাশ করতাম।

আমি শহরে গিয়ে মাসার জন্য বই, সংবাদপত্র, মিষ্টি, ফুল প্রভৃতি কিনে আনতাম এবং স্টায়েপানের সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যে গলাজলে দাঁড়িয়ে বাইন মাছ ধরার চেষ্টা করতাম—উদ্দেশ্য আমাদের ভোজ্যতালিকায় নূতনত্ব আনা। আমি সবিনয়ে চাষীদের চীৎকার না করতে অনুরোধ করতাম—তাদের ভড়কা দিতাম, ঘুষ দিতাম এবং তারা যা চাইবে তাই দেবার প্রতিশ্রুতি দিতাম। আরও কত কি বোকার মত কাজ করতাম।

অবশেষে বৃষ্টি থামল। পৃথিবী শুকালো। আমি ভোরবেলা উঠে বাগানে যেতাম, ফুলের উপর শিশির চক্চক্ করত, পাখী এবং পোকারা শব্দ করত, আকাশে একখণ্ড মেঘও থাকত না, গাড়ী এবং এঞ্জিনিয়ারের স্মৃতি ছাড়া বাগান, মাঠ এবং নদী সবই সুন্দর। মাসা এবং আমি ওট কেমন ফলছে দেখার জন্য গাড়ী ক'রে বেরুতাম। সে গাড়ী চালাত, আমি পিছনে ব'সে থাকতাম; তার কাঁধদুটি সব

সময়েই একটু নীচু করা থাকত এবং বাতাস তার চুল নিয়ে খেলা করত।

"ডান দিক দিয়ে হাঁটো!" সে পথিকদের চীৎকার ক'রে বলত।

"তুমি গাড়োয়ানের মতই!" আমি একবার তাকে ব'লেছিলাম।

"হয়ত। আমার প্রপিতামহ অর্থাৎ বাবার বাবার বাবা গাড়োয়ান ছিলেন। তুমি কি তা জান না?" সে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল। তখনই সে গাড়োয়ান যেমন ক'রে চীৎকার করে এবং গান করে তা অনুকরণ করা শুরু করল।

"ভগবানকে ধন্যবাদ!" আমি তার অনুকরণ শুনতে শুনতে ভাবলাম। "ভগবানকে ধন্যবাদ!" আবার আমার মনে পড়ে গেল চাষীদের কথা, গাড়ীর কথা, এঞ্জিনিয়ারের কথা······

॥ তের ॥

ডাক্তার ব্লাগোভো বাইসিক্লে আসতেন। আমার বোনও মাঝে মাঝে আসা সুরু করল। আবার আমরা কায়িক পরিশ্রম, অগ্রগতি এবং দূর ভবিষ্যতে মানবজাতির জন্য যে রহস্যময় ক্রুশ অপেক্ষা ক'রে আছে তার সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলাম। ডাক্তার আমাদের জীবন পছন্দ করতেন না, কারণ এতে আলোচনার ব্যাঘাত হ'ত এবং তিনি বলতেন যে স্বাধীন মানুষের পক্ষে লাঙল চষা, শস্য কাটা এবং পশু পালন করা উপযুক্ত কাজ নয়। তিনি আরও বলতেন যে সময়ে জীবনযুদ্ধের এইসব প্রাথমিক কাজের ভার পড়বে পশু এবং যন্ত্রের উপর, আর মানুষ বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করবে। আমার বোন সর্বদা সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ী ফেরার জন্য আমার অনুমতি চাইত এবং সে যদি কোন দিন দেরী ক'রে ফেলত কিংবা রাত্রিতে আমাদের বাড়ীতে থাকত তবে তার যন্ত্রণার শেষ থাকত না।

"হায় ভগবান! তুমি যেন এখনও কচি খুকিটি!" মাসা তিরস্কারের সুরে বলত। "এটা সম্পূর্ণ হাস্যকর ব্যাপার!"

"হ্যাঁ এটা হাস্যকর বটে।" আমার বোন স্বীকার করত। "আমি স্বীকার করি যে এটা অবিশ্বাস্য কিন্তু আমার যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা না থাকে তবে আমি কি করতে পারি? আমার সব সময়ই মনে হয় যে আমি অন্যায় করছি।"

শস্য কর্তনের সময় অভ্যাস না থাকায় আমার সারা দেহে বেদনা হ'ত, সন্ধ্যাবেলা ছাদে বসে থাকতে থাকতে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম আর আর ওরা সবাই উপহাস করত। তারা আমাকে জাগাত এবং নৈশভোজনের টেবিলে নিয়ে বসাত। সেখানেও আমি ঘুমে অভিভূত

হয়ে পড়তাম এবং তন্দ্রার ঘোরে বাতি, মুখ এবং প্লেট দেখতাম—তাদের কথার শব্দও শুনতাম কিন্তু তারা কি বলত বুঝতাম না। খুব ভোরে উঠে কাস্তে নিয়ে বেরুতাম কিংবা স্কুলে যেয়ে সারাদিন সেখানে কাজ করতাম।

অবসর সময়ে যখন বাড়ীতে থাক্‌তাম তখন লক্ষ্য করতাম যে আমার স্ত্রী এবং বোন কি যেন আমার কাছ থেকে লুকোচ্ছে এবং এমন কি তারা আমায় এড়িয়ে চলত ব'লে আমার মনে হ'ত। আমার স্ত্রী পূর্বের মতই আমার সঙ্গে মধুর ব্যবহার করত কিন্তু তার কি একটা নিজস্ব চিন্তার কথা সে আমাকে বলত না। নিশ্চয়ই চাষীদের প্রতি তার ক্রোধ বেড়ে গেছিল এবং জীবনধারণও তার পক্ষে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছিল কিন্তু সে আর আমার কাছে কোন অভিযোগ করত না। সে আমার চেয়ে ডাক্তারের সঙ্গে বেশী কথা বলত এবং আমি বুঝতে পারতাম না কেন।

আমাদের দেশে রীতি ছিল যে শ্রমিকেরা সন্ধ্যাবেলা গোলাবাড়ীতে এসে ক্ষেতের মালিকের খরচায় ভডকা খেত—মেয়েরাও খেত। আমরা সে রীতি মেনে চলতাম না; চাষীরা এবং তাদের মেয়েরা আমাদের উঠানে এসে অনেক রাত পর্যন্ত ভডকার জন্য অপেক্ষা করত এবং তারপর তারা অভিশাপ দিতে দিতে চলে যেত। মাসা তখন ভ্রূ কুঁচকিয়ে নীরব হয়ে থাকত কিংবা চুপি চুপি ডাক্তারকে বলত: "যত সব অসভ্য! বর্বর!"

নবাগতদের গ্রামে ভালভাবে নেওয়া হ'ত না—তাদেরকে প্রায় বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখা হ'ত; তাদের অবস্থা হ'ত বিদ্যালয়ের নবাগত ছাত্রদের মত। প্রথমে আমাদের সবাই বোকা কোমল মস্তিষ্কের লোক ব'লে মনে করত যেন আমরা টাকা দিয়ে কি করব ভেবে না পেয়ে এই জমিদারী কিনেছিলাম। আমাদের সবাই উপহাস করত। আমাদের গোচারণ ক্ষেত্রে, এমন কি আমাদের বাগানে পর্যন্ত কৃষকেরা তাদের গরু

চরাত, আমাদের গরু এবং ঘোড়া তাড়িয়ে গ্রামের মধ্যে নিয়ে যেত এবং তারপর এসে আমাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবী করত। সারা গ্রামের লোক আমাদের উঠানে এসে জোর গলায় বলত যে শস্য কাটার সময় আমরা আমাদের এলাকার বাইরে সাধারণের জায়গায় শস্য কেটেছি! আমরা আমাদের জমির সীমানা জানতাম না ব'লে তাদের কথা মতই জরিমানা দিতাম। কিন্তু পরে দেখা যেত যে আমরা শস্য ঠিকই কেটেছিলাম। তারা আমাদের বনের কচি লেবু গাছের ছাল উঠিয়ে ফেলত। ডুবেকনিয়ার একজন কৃষক-মহাজন বিনা লাইসেন্সে ভডকা বিক্রয় করত, আমাদের ঠকানোর জন্য সে ঘুষ দিয়ে আমাদের শ্রমিকদের বিশ্বাসঘাতক ক'রে তুলেছিল; সে আমাদের গাড়ীর নতুন চাকা খুলে নিয়ে পুরাণো চাকা লাগিয়ে রাখত; আমাদের জোয়ার চুরি করত ও তারপরে সেগুলো আমাদের কাছেই বিক্রয় করত। এমনি আরও কত কি! কিন্তু সব চেয়ে খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল কুরিলোভকার বিদ্যালয় নিয়ে। সেখানে রাত্রিবেলা মেয়েরা তক্তা, ইট, খোলা, লোহা প্রভৃতি চুরি করত। সরকারী পেয়াদা এবং তার সহকর্মীরা অনুসন্ধান করল; গ্রাম্য সমিতি প্রত্যেক চাষীর মেয়ের কাছ থেকে দুই রুবল ক'রে জরিমানা আদায় করল এবং তারপর তারা সবাই সেই জরিমানার টাকায় মদ খেল।

এই সব জানতে পেরে মাসা ডাক্তার এবং আমার বোনকে বলত: "কি সব পশু! এ ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর!"

আমি তাকে বহুবার বলতে শুনেছি যে সে বিদ্যালয় তৈরীর পরিকল্পনা ক'রেছিল ব'লে দুঃখিত!

"আপনার বোঝা উচিত," ডাক্তার বোঝানোর চেষ্টা করতেন, "যে আপনি যদি বিদ্যালয় তৈরী করেন কিংবা কোন ভাল কাজ করতে যান, তা কৃষকদের জন্য নয়, সেটা সংস্কৃতির জন্য, ভবিষ্যতের জন্য। চাষীরা খারাপ ব'লেই বিদ্যালয় তৈরীর প্রয়োজন আছে। বুঝতে চেষ্টা করুন।"

তাঁর গলায় বিশ্বাসের অভাব ছিল এবং আমার মনে হ'ল যে মাসার মত তিনিও কৃষকদের ঘৃণা করেন।

মাসা প্রায়ই আমার বোনের সঙ্গে মিলে যেত এবং তারা রহস্য ক'রে বলত যে তারা স্টায়েপানকে দেখতে যাচ্ছে, কারণ সে খুব সুন্দর। দেখা গেল যে পুরুষদের সংস্পর্শেই স্টায়েপান গম্ভীর এবং নির্বাক হয়ে উঠত—মেয়েদের সাহচর্যে সে সহজ এবং বাঙ্ময় হয়ে উঠত। আমি একবার নদীতে স্নান করতে গিয়ে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের কথাবার্তা শুনে ফেলেছিলাম। মাসা, ক্লিয়োপেট্রা দুজনেই শাদা পোশাক প'রে নদীর তীরে একটা উইলোর বিস্তৃত ছায়ায় বসেছিল, আর পিছন দিকে হাত দুটি দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে স্টায়েপান বলছিল: "কিন্তু কৃষকেরা কি মানুষ? তারা মানুষ নয়; আমাকে ক্ষমা করুন, তারা বুদ্ধিহীন পশু—চোর! চাষার জীবনে কি আছে? খাওয়া, মদ্যপান, শুঁড়িখানায় ব'সে চীৎকার, ভাল কথাবার্তা জানে না, জানে না ভাল ব্যবহার! বুদ্ধিহীন পশু বই কি! তারা ময়লার মধ্যে বাস করে—তাদের স্ত্রী-পুত্রেরা ময়লার মধ্যে বাস করে; তারা পোশাক প'রে ঘুমোয়, ঝোলের থেকে আঙ্গুল দিয়ে আলু তুলে নেয়, গুবরে পোকা সমেত মদ খায় কারণ সেটা তুলে ফেলতে কষ্ট হয়!"

"তাদের দারিদ্র্যের জন্যই এ রকম হয়,"—আমার বোন প্রতিবাদ জানাল।

"দারিদ্র্য কি? অবশ্য অভাব আছে কিন্তু প্রয়োজনও ত বিভিন্ন রকম। মানুষ যদি কারাগারে থাকে কিংবা ধরুন যদি অন্ধ হয় কিংবা তার পা না থাকে, তবে তার অবস্থা খুবই খারাপ, ভগবান তার সাহায্য করুন; কিন্তু সে যদি স্বাধীন থাকে, তার বুদ্ধি যদি আয়ত্তাধীন থাকে, তার যদি চোখ, হাত এবং বল থাকে তবে তার আর কি চাই? দেবি, এটা আক্ষেপ-জনক মূর্খতার ফল—দারিদ্র্যের নয়। শিক্ষিত কেউ যদি দয়া করে সাহায্য করতে যায়, তবে তারা তার টাকা মদ খেয়ে

উড়িয়ে দেবে—সে যেমন শূয়রের মত তেমনই তো করবে কিংবা এর চেয়েও খারাপ কাজ করবে—জুয়ার অড্ডা খুলে সেই টাকা দিয়ে অন্যের টাকা ডাকাতি ক'রে নেবে। আপনি বলেন—দারিদ্র্য! কিন্তু ধনী কৃষকও কি ভালভাবে জীবন যাপন করে? সেও শূকর-সুলভ জীবন যাপন করে—আমায় ক্ষমা করুন, কথাসর্বস্ব পেট-মোটা বুদ্ধিহীন লাল-পানীয়পূর্ণ-পাত্র-হাতে এই সব বদমায়েসদের কথা মনে হ'লেই আমার তাদের চোখে ঘুষি মারতে ইচ্ছা হয়। ডুবেকনিয়ার ল্যারিয়নকে দেখুন—সে ত ধনী কিন্তু তা সত্বেও সে গরীব চাষাদের মত আপনাদের গাছের ছাল চুরি করে; সে একটা কুভাষী; তার ছেলে-মেয়েগুলোও কুভাষী বদমায়েস আর সে যখন মাতাল হয় তখন কাদায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। দেবি, ওরা সবাই সমান। গ্রামে তাদের সঙ্গে বাস নরকে বাস করার মতই! গ্রাম আমাকে উত্যক্ত ক'রে তোলে। স্বর্গের রাজা ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি ভাল খেতে পাই, পরতে পাই এবং আমি স্বাধীন; আমি যেখানে খুশী বাস করতে পারি, আমি গ্রামে বাস করতে চাই না—এবং কেউ আমাকে বাধ্য করতে পারে না। লোকে বলেঃ তোমার স্ত্রী আছে। তারা বলেঃ তুমি বাড়ীতে স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে বাধ্য। কেন আমি ত নিজেকে তার কাছে বিক্রি করিনি!"

"স্টায়েপান, আমাকে বল। তুমি কি ভালবেসে বিয়ে করেছিলে?" মাসা প্রশ্ন করল।

"গ্রামে আবার কি ভালবাসা আছে?" মৃদু হেসে স্টায়েপান্ জবাব দিল। "আপনি যদি জানতেই চান, এটা আমার দ্বিতীয় বিবাহ। কুরিলোভকায় আমার বাড়ী নয়, আমার বাড়ী জালেগসে—আমি বিয়ে করে কুরিলোভকায় এসেছিলাম। আমরা পাঁচ ভাই—বাবা আমাদের সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিতে রাজী ছিলেন না। কাজেই আমি নমস্কার ক'রে সরে পড়লাম এবং অন্য গ্রামে স্ত্রীর পরিবারে চলে গেলাম। যৌবনেই আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল।"

"কিসে তার মৃত্যু হয়েছিল?"

"বোকামীর জন্য তার মৃত্যু হয়েছিল। সে বসে বসে কাঁদত। সে সর্বদা বিনা কারণে কাঁদত এবং ফলে সে শুকিয়ে চলল। সে নিজেকে সুন্দর করবার জন্য ওষুধ খেত—সেই ওষুধ তার জীবনীশক্তি নিশ্চয়ই ধ্বংস করেছিল। আর কুবিলোভকায় আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী? সে পাড়াগাঁয়ের চাষার মেয়ে; এই তার পরিচয়! যখন বিয়ের আলাপ চলছিল, তখন আমায় তারা ভাল অবস্থাতেই পেয়েছিল; আমি মনে করেছিলাম যে সে নিশ্চয়ই যুবতী, সুন্দরী এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তার মা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন, কফি খেতেন; প্রধানত তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলেই আমি বিয়ে করেছিলাম। পরের দিন আমরা মধ্যাহ্নভোজে বসেছিলাম, আমি শাশুড়ীকে একটা চামচ আনতে বল্‌লাম। তিনি আমাকে একটা চামচ এনে দিলেন—আমি আঙ্গুল দিয়ে তাঁকে চামচ মুছতে দেখলাম। আমি ভাবলাম যে এই তাদের পরিচ্ছন্নতা! আমি এক বছর ওদের সঙ্গে বাস ক'রে চলে গেলাম। হয়ত আমার একটা শহুরে মেয়ে বিয়ে করা উচিত ছিল," সে কিছুক্ষণ থেমে বলে চলল। "লোকে বলে যে স্ত্রী স্বামীর সাহায্যকারিণী। আমি সাহায্যকারিণী দিয়ে কি করব? আমি নিজেই নিজের তত্ত্বাবধান করতে জানি। কিন্তু সর্বদা হি হি হি ক'রে না হেসে ভালভাবে বুদ্ধিমতীর মত দুটো কথা বলুক। ভাল কথা শুনতে না পেলে জীবনটা আর কি।" স্টায়েপান হঠাৎ থেমে গিয়ে তার একঘেয়ে বিরক্তিকর 'উলুলুলু' শব্দ করা সুরু করল। তার মানে সে আমায় দেখতে পেয়েছিল।

মাসা প্রায়ই মিলে যেত—স্টায়েপানের সঙ্গে আলাপ ক'রে সে আনন্দ পেত। সে এত অকৃত্রিমভাবে এবং দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে কৃষকদের গালাগালি দিত যে মাসাকে তা আকর্ষণ না করে পারত না। সে যখন মিল থেকে ফিরত তখন বাগানের রক্ষক বোকা লোকটা তার

পিছনে চীৎকার করতঃ "পালাস্কা, হ্যালো পালাস্কা!" এবং সে তাকে লক্ষ্য ক'রে কুকুরের ডাক ডাক্‌ত।

সে থেমে দাঁড়িয়ে তার দিকে চাইত যেন সে তার কুকুর ডাকার মধ্যে তার চিন্তার উত্তর খুঁজে পেত এবং হয়ত স্টায়েপানের গালাগালির মত সেও তাকে আকৃষ্ট করত। বাড়ীতে এসে মাসা দেখত যে তার জন্য খারাপ সংবাদ অপেক্ষা ক'রে আছে—গ্রামের রাজহাঁস-গুলো রান্নাঘরের বাগানের বাঁধাকপিগুলো নষ্ট করেছে কিংবা ল্যারিয়ন লাগামগুলো চুরি করেছে এবং সে মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে বলত, "এ রকম লোকের কাছ থেকে তুমি কি প্রত্যাশা করতে পারো ?"

সে রেগেই থাকত—তার মনে মনে একটা রাগ জমাট বাঁধছিল —অপর পক্ষে আমি কিন্তু চাষীদের পারিপার্শ্বিকে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলাম এবং তাদের দিকে আরও বেশি আকৃষ্ট হচ্ছিলাম। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা ছিল দুর্বল, কোপনস্বভাব, অস্বাভাবিক মানুষ; তাদের কল্পনাশক্তি ছিল চাপা, তারা ছিল নির্বোধ আর ফাঁপা এবং ভোঁতা ছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গী; ধূসর পৃথিবী, ধূসর দিন আর কালো রুটির চিন্তাতেই তারা সর্বদা অভিভূত থাকত; তারা চালাকির আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ত কিন্তু পাখীর মত তারা শুধু মাথাটাই গাছের পিছনে লুকোত—তাদের বিচার-বুদ্ধি ছিলনা। শস্য-কর্তন দ্বারা উপার্জিত বিশ রুবলের জন্য তারা আমাদের কাছে আসত না—আসত আধ পাত্র ভডকার জন্য, যদিও বিশ রুবল দিয়ে তারা চার পাত্র ভডকা কিনতে পারত। প্রকৃত পক্ষে তারা নোংরা, মাতাল এবং অসাধু ছিল কিন্তু এ সব সত্ত্বেও মনে হত যে সব দিক বিচার করতে গেলে কৃষকের জীবন ছিল খাঁটী। সেই সনাতন হল চালনার সময় কৃষককে যতটা কুৎসিৎ এবং পাশবিক মনে হোক না কেন এবং সে যতই ভডকা খাক না কেন, ঘনিষ্ঠভাবে তার দিকে তাকিয়ে মনে হত যে তার মধ্যে প্রাণবান এবং সারবান এমন কিছু ছিল যার অভাব ছিল

মাসা এবং ডাক্তারের মধ্যে ; সেটা হচ্ছে এই—সে বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে প্রধান বস্তু হচ্ছে সত্য, তার এবং প্রত্যেকের মুক্তি এই সত্যের মধ্যে নিহিত আর সেইজন্যই পৃথিবীতে সে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে ন্যায়পরায়ণতাকে। আমি আমার স্ত্রীকে বলতাম যে সে জানালার কলঙ্কই দেখছিল—কাচ দেখছিল না ; সে নীরব হয়ে থাকত কিংবা স্টায়েপানের মত 'উলু লু লু' শব্দ করত। তার মত ভাল সুদক্ষ অভিনেত্রী যখন রাগে বিবর্ণ হয়ে কম্পমান গলায় ডাক্তারকে মাতলামি এবং অসাধুতার বিষয় বক্তৃতা শোনাত, তখন তার অন্ধতা আমাকে উদ্‌ব্যস্ত করত এবং আমার ভীতি উৎপাদন করত। সে কি ক'রে ভুলে যেত যে এঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ তার বাবা প্রচুর পরিমাণে মদ খান এবং যে টাকা দিয়ে তিনি ডুবেকনিয়া কিনেছেন, সে টাকা তিনি উপার্জন করেছিলেন কতকগুলো নির্লজ্জ অসাধু জুয়াচুরির দ্বারা ? সে কথা সে কি করে ভুলতে পারত ?

॥ চৌদ্দ ॥

আমার বোন বাস করছিল তার ব্যক্তিগত চিন্তার জগতে। সে জগৎ সে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত। সে অনেক সময় মাসার সঙ্গে ব'সে চুপি চুপি কথা বলত। আমি এগিয়ে গেলে সে সঙ্কুচিত হ'ত—আমি তার চোখে দোষীর মত অনুনয়-কাতর দৃষ্টি দেখতে পেতাম। স্পষ্টই বোঝা যেত যে তার আত্মার মধ্যে এমন একটা কিছু চলছিল যার জন্য সে ভীত কিংবা লজ্জিত। সে বাগানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়ানোর জন্য কিংবা একা আমার সঙ্গে থাকার হাত থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা মাসার সঙ্গে থাকত এবং ভোজনের সময় ছাড়া আমি তার সঙ্গে কথা বলাবই সুযোগ পেতাম না।

একদিন সন্ধ্যার সময স্কুল থেকে ফেরার পথে আমি নিঃশব্দে বাগানের মধ্য দিয়ে ফিরছিলাম। অন্ধকার হয়ে আসছিল। আমাকে না দেখে কিংবা আমার পদ-শব্দ না শুনে আমার বোন একটা পুরনো বড় আপেল গাছের চারদিকে নিঃশব্দে প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার পরনে কালো পোশাক ছিল এবং সে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। গাছ থেকে একটা আপেল পড়ল, শব্দে সে চমকে উঠে থেমে গেল এবং হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরল। সেই মুহূর্তে আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। আমাদেব মা'র কথা এবং শৈশবের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হঠাৎ একটা ভাবাবেগ আমার হৃদয়ে জেগে উঠল—আমার চোখে জল এল এবং আমি তার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম।

"ব্যাপার কী?" আমি প্রশ্ন করলাম। "তুমি যন্ত্রণা ভোগ করছ—আমি বহুদিন ধরে লক্ষ্য করছি। আমাকে বল তোমার কি হয়েছে।"

"আমি ভয় পাচ্ছি······", সে কাঁপতে কাঁপতে মৃদু স্বরে বলল।

"তোমার কি হয়েছে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "ঈশ্বরের দিব্যি, খুলে বল।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি খুলে বলব। আমি তোমাকে সমস্ত সত্য বলব। তোমার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখা এত কঠিন, এত কষ্ট-দায়ক!······মিসেল্, আমি প্রেমে পড়েছি।" সে মৃদু স্বরে বলতে লাগল। "প্রেম, প্রেম······আমি সুখী কিন্তু আমি ভয় পাই।"

আমি পদশব্দ শুনতে পেলাম এবং গাছগুলির মধ্যে ডাক্তার ব্লাগোভোকে দেখা গেল। তাঁর পরণে ছিল রেশমী শার্ট—পায়ে ছিল উঁচু বুট।

স্পষ্টই তারা আপেল গাছের নীচে আগের থেকে মিলনের ব্যবস্থা করেছিল। সে যখন তাঁকে দেখল তখন সে সাবেগে একটা যন্ত্রণার চীৎকার করে নিজেকে ডাক্তারের বাহুর মধ্যে ছুঁড়ে দিল—যেন তাঁকে তার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে: "ভ্ল্যাডিমির, ভ্ল্যাডিমির!"

সে তাঁকে জড়িয়ে ধরে সাগ্রহে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল এবং তখনই প্রথম আমি লক্ষ্য করলাম সে কতটা কৃশ এবং রোগা হয়ে গেছে। তার যে লেস কলারটি আমি বহু বছর ধরে দেখেছি সেইটা দেখেই এটা বিশেষ ক'রে বোঝা গেল কারণ তার সরু গলার চারদিকে সেটা আলগাভাবে ঝুলছিল। ডাক্তার বিস্মিত হয়ে গেছিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত ক'রে তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন: "যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট!······তুমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছ কেন? দেখতেই পাচ্ছ, আমি এসেছি!" কিছুক্ষণের জন্য আমরা নির্বাক হয়ে রইলাম—লজ্জিতভাবে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলাম। তারপর আমরা চলা স্থুরু করলাম; শুনতে পেলাম ডাক্তার আমাকে বলছেন: "এখনও আমাদের সভ্য জীবন স্থুরু হয় নি। বৃদ্ধেরা নিজেদের এই ব'লে সান্ত্বনা দেয় যে এখন যদি

নতুন কিছু নাও থাকে তবু চতুর্থ দশক এবং ষষ্ঠ দশকে ছিল ; বৃদ্ধদের পক্ষে এই যথেষ্ট কিন্তু আমরা তরুণ এবং আমাদের মস্তিষ্কে এখনও বার্ধক্যের দুর্বলতা স্পর্শ করে নি। আমরা তো এইরূপ মোহ দিয়ে নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে পারি না। ৮৬২ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার জীবন সুরু হয়েছিল এবং সভ্য রাশিয়া বলতে আমি যা বুঝি তা আজও সুরু হয় নি।”

কিন্তু তিনি কি বলছিলেন তা নিয়ে মাথা ঘামানোর আমার সময় ছিল না। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমার বোন প্রেমে পড়েছে—এটা অদ্ভুত বটেঃ তবু সে যে এই মাত্র একজন অপরিচিতের হাত ধরে বেড়াচ্ছিল এবং সপ্রেম দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল একথা আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার বোনের মতন বেচারী, ভীরু, অত্যাচারিত একজন মেয়ে ভালবেসেছে এমন একজন লোককে যে বিবাহিত এবং যার ছেলেমেয়ে আছে। কেন জানি না, করুণায় আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল ; ডাক্তারের উপস্থিতি আমার বিশ্রী লাগছিল এবং আমি বুঝতে পারছিলাম না এরূপ প্রেমের ফল কি হবে।

॥ পনের ॥

বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে মাসা এবং আমি গাড়ি ক'রে কুরিলোভকায় গেলাম।

"শীত, শীত আর শীত···", চারিদিকে তাকিয়ে মাসা বলল। গ্রীষ্ম চ'লে গেছিল। কোন পাখী ছিল না—কেবল মাত্র উইলোগুলো ছিল সবুজ।

হ্যাঁ। গ্রীষ্ম চ'লে গেছিল। দিনগুলো ছিল উজ্জ্বল আর উষ্ণ কিন্তু সকালে সব কিছু বেশ সজীব লাগত; মেষপালকরা মেষের চামড়ার পোশাক প'রে বেরিয়ে যেত এবং সারাদিন অ্যাস্টার ফুলের গাছের শিশির শুকোত না। অনবরত করুণ শব্দ শোনা যেত এবং মরচে-পড়া দরজা খোলার শব্দ, না সারসের উড়বার শব্দ তা' বলার উপায় ছিল না—এত ভাল লাগত এবং নিজেকে জীবনের আকাঙ্খায় পূর্ণ বলে মনে হ'ত!

"গ্রীষ্ম চ'লে গেছে...", মাসা বলল। "এখন আমরা দুজনেই হিসাব ক'রে দেখ্‌তে পারি। আমরা কঠোর পরিশ্রম ক'রেছি, অনেক চিন্তা ক'রেছি এবং তাতে আমাদের ভাল হ'য়েছে—সমস্ত প্রশংসা এবং সম্মানই আমাদের প্রাপ্য। আমরা আত্মোন্নতি ক'রেছি; কিন্তু আমাদের এই কৃতকার্যতা কি আমাদের চারিপাশের এই জীবনের উপরে অনুভব-যোগ্য কোন প্রভাব বিস্তার ক'রেছে, সে কৃতকার্যতা কি একজন লোকেরও কোন উপকারে এসেছে? না! আগের মতই অজ্ঞতা, নোংরামি ও মাত্‌লামি ঠিকই আছে—তোমার লাঙল চষার এবং বীজ বপনের ফলে এবং আমার অর্থ ব্যয় এবং বই পড়ার ফলে একজনেরও কিছু মাত্র উপকার হয়নি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা কাজ করেছি এবং শুধু মাত্র নিজেদের মনের বিস্তৃতি সাধনই করেছি!"

এরকম যুক্তিতে আমি লজ্জিত হলাম এবং কি বলতে হবে ভেবে পেলাম না। "প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা অকপটে সাধুভাবে কাজ করেছি", আমি বললাম, "এবং মানুষ যদি অকপটে কাজ করে যায় তবেই সে ঠিক করে।"

"সেটা কে অস্বীকার করছে ? আমরা ঠিকই করেছি কিন্তু আমরা গোড়াতেই ভুল করেছিলাম। প্রথমত আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালীই কি ভুল নয় ? তুমি লোকের উপকারে লাগতে চাও কিন্তু জমিদারী কিনেই তো সেটা অসম্ভব ক'রে তোল। তা ছাড়া, তুমি যদি কৃষকের মত কাজ কর, পোশাক পর এবং খাবার খাও, তবে তুমি তোমার প্রভাব ও ক্ষমতা তাদের ময়লা পোশাক, ভয়ঙ্কর বাড়ী এবং ময়লা দাড়ির হাতে ছেড়ে দাও।...অপর পক্ষে, মনে কর তুমি অনেক দিন ধরে, সারা জীবন ধরে কাজ করলে এবং শেষকালে কিছুটা কার্যকর ফল লাভ করলে—তোমার সে ফল কতটা হবে ? সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, ক্ষুধা, শীত এবং দুর্নীতির মত আদিম শক্তির বিরুদ্ধে এই সামান্য কার্যকর ফল কি করবে ? সমুদ্রের মধ্যে এক বিন্দু জলের মত ! অন্য রকমের যুদ্ধ প্রয়োজন —সবল, সাহসী, আশুফলপ্রসূ যুদ্ধ প্রয়োজন ! যদি তুমি কাজে লাগতে চাও, তবে তোমাকে সাধারণ কার্যের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে দূরে থাকতে হবে এবং সোজা জনগণের মনের উপরে কাজ করতে হবে ! সর্বপ্রথম তোমার প্রয়োজন হবে সবল শব্দমুখর প্রচারের। শিল্প এবং সঙ্গীত এত সজীব, জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী কেন ? কারণ সঙ্গীতজ্ঞ অথবা গায়ক সোজাসুজি হাজার হাজার লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প, চমৎকার শিল্প !" সে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে ব'লে চলল: "শিল্প ডানা সৃষ্টি করে এবং তোমাকে দূরে, বহু দূরে নিয়ে যায়। তুমি যদি ময়লা এবং দৈনন্দিন সামান্য ব্যাপারে বিরক্ত হও, তুমি যদি কুপিত, অপমানিত কিংবা ঘৃণাপরবশ হও, তবে কেবল মাত্র সৌন্দর্যের মধ্যেই শান্তি এবং সন্তুষ্টি পেতে পারো !"

আমরা কুরিলোভকার দিকে যত অগ্রসর হতে লাগলাম ততই আবহাওয়া সুন্দর, পরিষ্কার এবং আনন্দদায়ক হয়ে উঠল। উঠানে কৃষকরা শস্যমর্দন করছিল—শস্যের এবং তৃণের একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। বেড়ার পিছনে ফলের গাছগুলি রক্তিমাভ দেখাচ্ছিল এবং চতুর্দিকে গাছগুলি লাল কিংবা সোনালী বলে মনে হচ্ছিল। গির্জার গম্বুজে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিল এবং ছেলেমেয়েরা কুমারী মেরীর স্তোত্র গাইতে গাইতে বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল। কি চমৎকার পরিষ্কার আকাশ আর ঘুঘু-পাখীগুলো কত উপরে উড়ছিল! বিদ্যালয়ে প্রথম উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হ'ল। তারপর কুরিলোভকার কৃষকরা মাসাকে একটা আইকন্ উপহার দিল এবং ডুবেকনিয়ার কৃষকরা দিল একটা বড় বিস্কুট এবং একটা গিল্টিকরা লবণ রাখবার পাত্র। মাসা কাঁদতে সুরু করল।

"আমরা যদি অন্যায় কিছু ব'লে থাকি কিংবা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকি, তবে দয়া করে আমাদের ক্ষমা করবেন," আমাদের দুজনকে নমস্কার করে একজন বৃদ্ধ কৃষক বলল।

বাড়ী ফেরার পথে মাসা ফিরে ফিরে বিদ্যালয়ের দিকে তাকাতে লাগল। আমার নিজের হাতে রংকরা সবুজ ছাদটা সূর্যকিরণে জ্বলজ্বল করছিল এবং আমরা বহুক্ষণ পর্যন্ত সে ছাদ দেখতে পেলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম যে মাসার এই ফিরে তাকানোর মধ্যে বিদায়ের সুর লুকিয়ে ছিল।

॥ ষোল ॥

সন্ধ্যা বেলা মাসা শহরে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

সে সম্প্রতি মাঝে মাঝেই শহরে গিয়ে রাত্রি বাস করত। তার অনুপস্থিতিতে আমি কাজ করতে পারতাম না, কেমন যেন অন্যমনস্ক এবং ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়তাম; আমাদের বড় উঠানটা শূন্য, বিরক্তিকর, নির্জন ব'লে বোধ হত; বাগানে ভীতিসূচক শব্দ হত এবং সে না থাকলে বাড়ী, গাছ এবং ঘোড়া কিছুই 'আমাদের' ব'লে মনে হত না।

আমি বাইরে না গিয়ে সমস্ত সময় তার পড়ার টেবিলে তার কৃষিকার্যবিষয়ক পুস্তকগুলির মধ্যে বসে কাটাতাম। তার প্রিয় পুস্তকগুলির উপর আর তার মায়া ছিল না—তারা পুস্তকাধার থেকে কেমন যেন নির্লজ্জভাবে আমার দিকে তাকাত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি বসে থাকতাম—সাতটা, আটটা, নটা বেজে যেত এবং জানালার কালির মত হেমন্তের রাত্রি গভীর হয়ে আসত; আমি তার পুরানো দস্তানা, তার ব্যবহৃত কলম কিংবা তার ছোট কাঁচিটি নিয়ে গভীর ভাবনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমি কিছুই করতাম না এবং স্পষ্ট বুঝতে পারতাম যে এর আগে যা কিছু করেছি—ক্ষেত চষা, বীজ বপন করা এবং গাছ কাটা সবই সে চাইত ব'লে করেছি। সে যদি আমাকে কূপ পরিষ্কার করতে বলত, তবে আমি কূপটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন কিনা না জেনেই কোমর জলে দাঁড়িয়ে তাই করতাম। এখন সে চলে যাওয়াতে, ডুবেকনিয়ার জীবন আমার কাছে বিশৃঙ্খল বোধ হ'তে লাগল—সেখানে কাজের কোন প্রয়োজন ছিল না; ডুবেকনিয়ার ময়লা, তার ঘুলঘুলি দেওয়া জানালা এবং দিবারাত্রিব্যাপী চোরের উপদ্রব আমার কাছে প্রকট হ'য়ে উঠল। তবে আমি কেন কাজ করব? ভবিষ্যৎ নিয়ে কেন মাথা ঘামাব যখন

বুঝতে পারছি যে আমার পায়ের নীচ থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে? ডুবেকনিয়ায় আমার পদমর্যাদা শূন্যগর্ভ হ'য়ে উঠছে—এক কথায় বলতে গেলে বইগুলোর যে দুর্দশা হ'য়েছে আমার জন্যও সেই দুর্ভাগ্য অপেক্ষা ক'রে আছে। ওঃ, রাত্রিতে নির্জনে একা শুয়ে থাকার সে কি যন্ত্রনা—আমি একা উদগ্রীব হ'য়ে কান পেতে থাকতাম যেন আমি প্রত্যাশা করতাম যে যে-কোন মুহূর্তে কেউ এসে আমাকে হয়ত বলবে যে যাবার সময় হ'য়েছে। ডুবেকনিয়া ছাড়বার সম্ভাবনায় আমার মোটেই দুঃখ ছিলনা—দুঃখ হ'ত আমার প্রেমের কথা ভেবে, মনে হ'ত যে আমার প্রেমের বোধ হয় ইতিমধ্যেই হেমন্ত কাল সুরু হয়েছে। ভাল বাসা এবং কারও ভালবাসা পাওয়া কি অসীম সুখের কথা এবং সেই উচ্চ স্তম্ভ থেকে পতন শুরু হয়েছে এটা অনুভব করা আবার কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

পরদিন সন্ধ্যার দিকে মাসা শহর থেকে ফিরল। কি একটা ব্যাপারে তার মনে যেন অস্বস্তি ছিল কিন্তু সেটা গোপন ক'রে সে বলল: "জানালাগুলো লাগানো হ'য়েছে কেন? দম বন্ধ হ'য়ে যাবে যে!" আমি দুটো জানালা খুলে দিলাম। আমাদের কারও খাবার মত মন ছিলনা, তবু আমরা নৈশ ভোজের জন্য বসলাম।

"যাও হাত ধুয়ে এস," সে বলল। "তোমার গায়ে পুটিনের গন্ধ!" সে শহর থেকে কয়েকটি সচিত্র পত্রিকা এনেছিল—খাবার পরে আমরা দুজনেই সেগুলো পড়া সুরু করলাম। ফ্যাশানের ছবি দেওয়া আলাদা বিভাগ ছিল পত্রিকাগুলিতে। মাসা সেগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে পরে ভাল ক'রে দেখবে ব'লে সরিয়ে রাখল; কিন্তু একটা বিস্তৃত ঘন্টাকৃতি স্কার্ট এবং বড় হাতাওয়ালা পোশাক তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং মুহূর্তের জন্য সে সেটার দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকাল।

"এটা মন্দ নয়", সে বলল।

"হ্যাঁ, এটা তোমাকে চমৎকার মানাবে," আমি বললাম। "চমৎকার মানাবে!" এবং সে পছন্দ ক'রেছিল ব'লেই আমি পোশাকটার প্রশংসা করলাম। তারপর ধীরে সাদরে বললামঃ "চমৎকার সুন্দর পোশাক! সুন্দর চমৎকার মাসা! আমার প্রিয়তমা মাসা!"

ফ্যাশানের ছবির উপর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

"চমৎকার মাসা···"আমি ধীরে ধীরে বললাম। "প্রিয়া—প্রিয়তমা মাসা······"

সে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং আমি একঘণ্টা ধ'রে স্থির হ'য়ে বসে ছবিগুলি দেখে চললাম।

"তোমার জানালাগুলো খোলা উচিত হয়নি," সে শোবার ঘর থেকে বললো। "ভয় হয় ঠাণ্ডা লাগবে! দেখ কেমন ঠেলে হাওয়া ঢুকছে!"

আমি সস্তা কালি তৈরীর পদ্ধতি এবং পৃথিবীর বৃহত্তম আকৃতির হীরা—প্রভৃতি বিবিধ বিষয় পড়তে লাগলাম। তারপর সে যে পোশাকের ছবিটা পছন্দ করেছিল সেটার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল; আমি তাকে পাখা হাতে খোলা কাঁধে বলনাচের বেশে কল্পনা করলাম—সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্য-নিপুণা মাসা, কি সুন্দর চোখ-ধাঁধানো তার মূর্তি; তার জীবনে আমার অংশ কত অপ্রয়োজনীয়, মূল্যহীন এবং ক্ষণিক ব'লে আমার মনে হ'তে লাগল!

আমাদের সাক্ষাৎ, আমাদের বিবাহ একটা প্রসঙ্গ মাত্র—এই সজীব বহু-ক্ষমতা-শালিনী মেয়েটির জীবনে বহু প্রসঙ্গের মধ্যে একটি মাত্র। আমি আগেই ব'লেছি জগতের সব শ্রেষ্ঠ বস্তু তার সেবায় নিযুক্ত ছিল এবং সে কিছু না দিয়েই তা' পেত; এমন কি ভাবধারা এবং কেতাদুরস্ত বুদ্ধিজীবী আন্দোলনগুলোও তার সন্তুষ্টি বিধান করত, তার অস্তিত্বে বৈচিত্র্য আনত এবং একটি মোহের বস্তু থেকে আরেকটি মোহের বস্তুতে নিয়ে যাবার জন্য আমি ছিলাম তার গাড়োয়ান মাত্র।

এখন তার জীবনে আর আমার প্রয়োজন ছিলনা ; সে উড়ে চ'লে যাবে, আমি প'ড়ে থাকব একা !

আমার চিন্তার উত্তর স্বরূপই যেন উঠান থেকে একটা কাতর আর্তনাদ এল : "হত্যা !"

তীক্ষ্ণ মেয়ের গলার শব্দ এবং চিমনীতে বাতাসও বিশ্রী শব্দ ক'রে উঠল ঠিক যেন গলার শব্দের নকল করবার চেষ্টা করছে। আধমিনিট গেল, আবার বাতাসের সঙ্গে শব্দ এল কিন্তু মনে হ'ল যে উঠানের অপর পার থেকে শব্দ আসছে : "হত্যা !"

"মিসেল, শব্দটা শুনলে ?" আমার স্ত্রী চাপা গলায় বলল। "তুমি শুনেছ ?"

সে রাত্রির পোশাক প'রে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তার চুল খোলা ; সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল এবং অন্ধকার জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল।

"কাউকে হত্যা করা হ'চ্ছে !" সে অস্ফুট স্বরে বলল। "এইটাই শুধু বাকী ছিল !"

আমি বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়ে গেলাম ; বাইরে ভয়ানক অন্ধকার ; প্রবল বাতাস থাকায় দাঁড়িয়ে থাকাও কষ্টকর ছিল। আমি সদর দরজা পর্যন্ত গিয়ে কান পেতে শুনতে লাগলাম ; গাছগুলি করুণ শব্দ করছিল—বাতাস শব্দ ক'রে গাছের মধ্য দিয়ে বইছিল আর বাগানে উদ্যানরক্ষীর কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছিল। সদর দরজার বাইরে পিচের মত অন্ধকার ; রেলওয়েতে একটাও বাতি ছিল না। পার্শ্ব-গৃহের কাছে যেখানে আগে অফিস ছিল, আমি হঠাৎ একটা শ্বাসরুদ্ধ স্বর শুনতে পেলাম : "হত্যা !"

"কে ওখানে ?" আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম।

দুইজন লোক ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল। একজন আরেক জনকে প্রায়

ফেলে দিয়েছিল—সে লোকটি প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিচ্ছিল। দুজনেই ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিল।

"যেতে দাও!" একজন বলল—আমি তাকে আইভান শেপ্রাকভ ব'লে চিনলাম। সে-ই ক্ষীণ গলায় চীৎকার করেছিল। "ছেড়ে দাও, তুমি নিপাত যাও—নইলে হাত কামড়ে দেব!"

অপর লোকটিকেও ময়সি বলে চিনলাম। আমি তাদের ছাড়িয়ে দিলাম এবং ময়সির মুখে দুবার আঘাত না দিয়ে পারলাম না। সে পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল —আমি আবার তাকে আঘাত করলাম।

"ও আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল," সে অস্ফুটে বলতে লাগল, "আমি ওকে ওর মায়ের ড্রয়ারের দিকে যেতে দেখে ধরে ফেলেছিলাম···আমি ওর নিরাপত্তার জন্য ওকে পার্শ্বগৃহে আটকে রাখার চেষ্টা করছিলাম!"

শেপ্রাকভ মাতাল অবস্থায় ছিল—সে আমাকে চিনতে পারেনি। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল যেন আবার চীৎকার করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু সংগ্রহ করছিল।

আমি তাদের ছেড়ে বাড়ীতে ফিরে গেলাম। আমার স্ত্রী পুরোপুরি সজ্জা ক'রে বিছানায় শুয়ে ছিল। উঠানে যা ঘটেছিল আমি তাকে বললাম এবং আমি যে ময়সিকে মেরেছিলাম তাও লুকালাম না।

"গ্রামে বাস করা দেখছি ভয়ঙ্কর," সে বলল, "আর আজকের রাতটাও কি দীর্ঘ!"

"হত্যা!" কিছু পরে আবার আমরা শুনতে পেলাম।

"আমি গিয়ে ওদের ছাড়িয়ে দিয়ে আসি।" আমি বললাম।

"না, ওরা পরস্পরকে মেরে ফেলুক!" আমার স্ত্রী বিরক্তভাবে বলল।

সে কান পেতে ছাদের দিকে চেয়ে শুয়ে রইল—আমি কাছে ব'সে রইলাম, আমার কথা বলার সাহস ছিল না; আমার মনে হ'তে লাগল

যে উঠান থেকে যে হত্যার শব্দ ভেসে এসেছিল এবং রাত যে এত দীর্ঘ সেটা যেন আমারই দোষ! আমরা নীরব হ'য়ে রইলাম, জানালায় কখন আলো এসে উঁকি মারবে এই প্রত্যাশায় আমি অধীর হ'য়ে রইলাম। মাসাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন একটা সুদীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে; জেগে উঠে তার বিস্ময়ের সীমা নেই যে তার মত বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা, সুমার্জিতা একটি মেয়ে এই হতভাগা বিশ্রী গাঁয়ে সাধারণ মূর্খ লোকদের মধ্যে এসে পড়েছে এবং সে কিনা এতটা আত্মবিস্মৃত হ'য়েছে যে তাদেরই একজন তাকে নিয়ে এসেছে এবং ছয়মাসের উপর সে তার স্ত্রী রূপে ঘর করছে! আমার মনে হ'তে লাগল যে আমি, ময়সি, শেপ্রাকভ—আমরা সবাই তার কাছে সমান; মত্ত বন্য 'হত্যা' চীৎকারে সব ভেসে গেল—আমি, আমাদের বিবাহ, আমাদের কাজ এবং হেমন্তের কর্দমাক্ত রাস্তা: যখন সে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল কিংবা স্বস্তির জন্য নড়াচড়া করছিল আমি তার চোখে পড়তে পারছিলাম: "আঃ, যদি তাড়াতাড়ি ভোর হত!"

ভোরবেলা সে চলে গেল।

আমি তার জন্য অপেক্ষা ক'রে ডুবেকনিয়ায় তিনদিন থাকলাম; তারপর আমি আমাদের সমস্ত জিনিস একঘরে তালাবদ্ধ ক'রে শহরে গেলাম। এঞ্জিনিয়ারের বাড়ীতে যেয়ে যখন উপস্থিত হ'লাম তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছিল—গ্রেট জেন্ট্রি স্ট্রীটে আলো জ্বলছিল। প্যাভেল খবর দিল যে কেউ বাড়ীতে নেই; ভিকটর আইভ্যানিচ পিটার্সবার্গে গেছেন এবং ম্যারিয়া ভিক্টরোভনা নিশ্চয়ই অ্যাঝোগুইনদের বাড়ীর মহড়ায় গেছেন! আমি কি উত্তেজনা নিয়ে অ্যাঝোগুইনদের বাড়ী গেলাম, যখন উপরে উঠছিলাম তখন আমার বুক কেমন ওঠানামা করছিল এবং সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ঘরে প্রবেশ করবার সাহস না পাওয়ায় আমি কিরূপভাবে বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম—সে সবই আমার মনে পড়ে। হলের মধ্যে টেবিলের উপর, পিয়ানোর উপর, মঞ্চের উপর মোমবাতি জ্বলছিল

তিনটি ক'রে ; প্রথম অভিনয়ের তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছিল তেরই তারিখ এবং শেষ মহড়া হবে অশুভদিন সোমবার। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! নাটকাভিনয়-উৎসাহী সবাই উপস্থিত ছিলেন ; বড়, মেঝ, এবং ছোট কুমারী অ্যাঝোগুইন অভিনয়াংশ পড়তে পড়তে মঞ্চের উপর পাদচারণা করছিলেন। র‍্যাডিশ এক কোণে একা দেওয়ালে মাথা রেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে মহড়া আরম্ভের জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল। সবই ঠিক আগের মত ছিল।

আমি গৃহস্বামিনীকে অভিনন্দন জানাবার জন্য এগিয়ে গেলাম—হঠাৎ সবাই হাত নেড়ে আমাকে গণ্ডগোল করতে নিষেধ করল। চতুর্দিকে একটা নীরবতা। পিয়ানোর ঢাকনা খোলা—একটি মহিলা ব'সে প'ড়ে ক্ষীণ দৃষ্টিতে গানের স্বরলিপি দেখতে লাগলেন, পিয়ানোর পাশে মাসা দাঁড়িয়েছিল—সুসজ্জিতা সুন্দরী মাসা কিন্তু তার সৌন্দর্যের মধ্যে একটা নতুনত্ব ছিল—বসন্তকালে মিলে আমার সঙ্গে দেখা করতে যে মাসা আসত তার সঙ্গে এর কত তফাৎ! সে গাইতে শুরু করল :

"নীরব রাত্তি, তোমায় আমি কেন ভালবাসি ?"

তার সঙ্গে আমার পরিচয়ের পর এই প্রথম তার গান শুনলাম। তার গলা সুন্দর সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী, তার গান শোনা পাকা সুবাসিত তরমুজ খাওয়ার মত! গান শেষ হ'লে চতুর্দিক থেকে প্রশংসাধ্বনি উঠল। তার মুখে মৃদু হাসি, তাকে দেখে খুসী ব'লে বোধ হচ্ছিল, তার চোখে ক্রীড়াশীল দৃষ্টি, সে স্বরলিপির দিকে তাকাল, পোশাকটা ঠিক করল—খাঁচা থেকে মুক্তি-পাওয়া পাখী যেমন স্বাধীনভাবে পক্ষ-সঞ্চালন করে ঠিক তেমনিই। কাণের উপর দিয়ে পিছন দিকে সে চুল আঁচড়িয়েছিল—তার মুখে একটা চতুর অবজ্ঞাসূচক ভাব যেন সে আমাদের সবাইকে যুদ্ধে আহ্বান করছে কিংবা আমরা যেন ঘোড়া, সে আমাদের চীৎকার ক'রে বলছে : "বুড়ো বেচারীরা চাঙ্গা হয়ে ওঠ।"

সেই মুহূর্তে তাকে তার গাড়োয়ান ঠাকুর্দার মত দেখাচ্ছিল।

"তুমিও এখানে?" সে আমাকে তার হাত এগিয়ে দিয়ে বলল। "তুমি আমার গান শুনলে? তোমার কেমন লাগল?" এবং আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই সে বলে চলল: "তুমি খুব সময়মত এসেছ, আমি আজ রাতে অল্প কয়েকদিনের জন্য পিটার্সবার্গ যাচ্ছি। যেতে পারি তো?"

মধ্যরাত্রে আমি তাকে স্টেশনে নিয়ে গেলাম। সে সাদরে আমায় আলিঙ্গন করল, বোধ হয় কৃতজ্ঞতার জন্য কারণ আমি তাকে অর্থহীন প্রশ্ন ক'রে বিরক্ত করিনি এবং সে চিঠি লিখবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিল। আমি বহুক্ষণ তার হাত ধরে থাকলাম, তার হাতে চুমু খেলাম, আমার চোখের জল বাধা মানছিল না, আমার মুখে একটা কথাও ছিল না।

যখন ট্রেণ চলা শুরু করল, আমি অপস্থয়মান আলোগুলির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, কল্পনায় তাকে চুমু খেলাম এবং অস্ফুটস্বরে বললাম: "মাসা, প্রিয়তমা চমৎকার মাসা..."

আমি ম্যাকিরিখায় কারপোভনার বাড়ীতে রাত কাটালাম এবং সকাল বেলায় র্যাডিশের সঙ্গে এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ীর আসবাব-পত্র সাজালাম; এই ব্যবসায়ীটির মেয়ের বিয়ে হয়েছিল একটি ডাক্তারের সঙ্গে।

॥ সতের ॥

রবিবার দিন বিকেলে আমার বোন আমাকে দেখতে এল এবং আমার সঙ্গে চা খেল।

"আজকাল আমি খুব পড়ি", সে পথে শহরের লাইব্রেরী থেকে যে-সব বই এনেছিল সেগুলো আমাকে দেখিয়ে বললো "তোমার স্ত্রী আর ভ্ল্যাডিমিরকে ধন্যবাদ। তারা আমাব আত্মবোধকে জাগিয়ে দিয়েছে। তারা আমায় বাঁচিয়েছে এবং আমি যে মানুষ এই অনুভূতিটা আমার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে। আগে দুর্ভাবনায় রাত্রে আমার ঘুম হত না ঃ 'এসপ্তাহে অনেকটা চিনির অপব্যয় হ'য়েছে!' 'শশায় যেন বেশী লবণ না পড়ে!' এখনও আমি ঘুমোই না কিন্তু আমার এখনকার চিন্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার অর্ধেক জীবন যে বোকার মত আবোল তাবোল ক'রে কাটিয়েছি সেই চিন্তা আমাকে পীড়া দেয়। আমার আগেকার জীবনকে আমি ঘৃণা করি—সে জীবনের জন্য আমি লজ্জিত। আর বাবাকে এখন আমি শত্রুর মত মনে করি। ওঃ, তোমার স্ত্রী আর ভ্ল্যাডিমিরের কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ! সে এত চমৎকার লোক! তারা আমার চোখ খুলে দিয়েছে।"

"তুমি যে ঘুমাতে পারো না, এটা তো ভাল নয়," আমি বললাম।

"তুমি ভাবছ আমি অসুস্থ? মোটেই অসুস্থ নই। ভ্ল্যাডিমির পরীক্ষা ক'রে ব'লেছে যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু স্বাস্থ্য নিয়ে ত কথা হচ্ছে না। সেটা এমন কিছু গুরুতর নয়······বল আমি ঠিক ক'রেছি কি না।"

স্পষ্টই বোঝা গেল যে তার নৈতিক সমর্থনের প্রয়োজন। মাসা নেই, ডাক্তার ব্লাগোভো আছেন পিটার্সবার্গে এবং আমি ছাড়া শহরে এমন কেউ ছিল না যে তাকে বলতে পারে যে সে ঠিকই

করেছে। সে আমার সুগোপন মনের চিন্তা পড়বার আশায় আমার উপর তার চোখ দুটি নিবদ্ধ করে রইল। আমি যদি তার সামনে বিষণ্ণ মনে থাকতাম সে সেই বিষণ্ণতাকে নিজের উপর টেনে নিয়ে নিজেও বিষণ্ণ হয়ে উঠত। আমাকে অনবরত নিজের সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হত; সে যখন আমায় প্রশ্ন করল সে ঠিক করেছে কি না, আমি তাড়াতাড়ি ক'রে তাকে আশ্বাস দিলাম যে সে ঠিকই করেছে এবং তার উপর আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে।

"জানো, অ্যাঝোগুইন্‌দের নাটকে আমাকে একটা অংশ দেয়া হয়েছে," সে ব'লে চলল। "আমি অভিনয় করতে চেয়েছিলাম। আমি বেঁচে থাকতে চাই। আমি গভীরভাবে জীবন-সুধা পান করতে চাই: আমার অবশ্য অভিনয়-প্রতিভা নেই এবং আমার অভিনয়াংশও মাত্র দশ লাইনের কিন্তু দিনে পাঁচবার ক'রে চা ঢালা এবং ভুক্তাবশিষ্ট চিনি পাচক খেয়ে ফেলে কি না এই তদারক করার চেয়ে এ শতগুণে ভাল। সর্বোপরি আমি বাবাকে দেখাতে চাই যে আমিও প্রতিবাদ করতে পারি।"

চা খাবার পর সে কিছুক্ষণ আমার বিছানায় চোখ বুঁজে বিবর্ণ মুখে শুয়ে থাকল।

"শুধু দুর্বলতা!" সে উঠে বলল। "ভ্ল্যাডিমির বলে যে শহরের মেয়েরা কাজের অভাবে রক্তহীনতায় ভোগে। ভ্ল্যাডিমির কি বুদ্ধিমান লোক! সে ঠিকই বলেছে; চমৎকারভাবে ঠিক বলেছে। আমাদের কাজ দরকার!"

দুইদিন পরে সে তার অভিনয়াংশ হাতে নিয়ে অ্যাঝোগুইনদের বাড়ীতে মহড়ায় এল। তার পরণে কালো পোশাক ছিল, গলায় রক্তবর্ণ মণিহার, দূর থেকে তার ব্রোচটা কেকের মত দেখাচ্ছিল এবং তার কানে বড় বড় দুটো দুল, প্রত্যেকটির মধ্যে একটা করে হীরা জ্বলছিল। তাকে দেখে আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল; তার মধ্যে

রুচির অভাব দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। অন্যেরাও লক্ষ্য করেছিল যে তার পোশাক মানানসই হয়নি এবং তার দুল ও হীরা বেখাপ্পা দেখাচ্ছিল। আমি তাদের হাসি দেখলাম এবং একজনকে পরিহাস করতে শুনলাম : "মিশরের ক্লিওপেট্রা!" সে কেতাদুরস্ত, সহজ এবং আত্মবিশ্বাসী হবার চেষ্টা করছিল এবং ফলে তার কৃত্রিমতা এবং অপরূপত্ব প্রকট হয়ে উঠছিল। তার সারল্য এবং মাধুর্য ছিল না।

"আমি শুধু বাবাকে বলেছি যে আমি একটা মহড়ায় যাচ্ছি," সে আমার কাছে এসে সুরু করল, "আর তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন যে আমার উপর থেকে তাঁর আশীর্বাদ প্রত্যাহার ক'রে নেবেন এবং আমাকে তেড়ে মারতে উঠলেন। ভাবো ত", সে তার অভিনয়াংশের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কিছু মুখস্থ করিনি'। আমার নিশ্চয়ই ভুল হবে। যাক, জুয়ার দান ত পড়েই গেছে," সে উত্তেজনার সঙ্গে বলল, "এখন যা হবার হবে।" সে ভাবছিল যে সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে, সে যে এমন গুরুতর কাজ করেছে তাতে সবাই বিস্মিত হ'য়েছে এবং সকলেই তার কাছ থেকে একটা উল্লেখযোগ্য কিছু আশা করছিল। তার এবং আমার মত ক্ষুদ্র আকর্ষণশক্তি-হীন লোককে যে কেউ লক্ষ্য করে না এটা তাকে বোঝানো অসম্ভব ছিল।

তৃতীয় অঙ্কের আগে তার কিছুই করবার ছিল না—তাকে একটি পাড়াগাঁয়ের অতিথি গল্পপ্রিয়া রমণীর ভূমিকা অভিনয় করতে হবে; দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে যেন লুকিয়ে কথাবার্তা শুনছিল—তারপর তাকে একটা ছোট স্বগতোক্তি করতে হবে। তার অভিনয়ের অন্তত দেড়ঘণ্টা আগে থেকে—অন্যেরা যখন বেড়াচ্ছিল, পড়ছিল, চা খাচ্ছিল, ঝগড়া করছিল—সে আমাকে ছেড়ে নড়ল না; বার বার তার অভিনয়াংশ বলতে লাগল, হাত থেকে লেখা কাগজটা পড়ে যেতে লাগল; সে ভাবছিল যে সবাই বুঝি তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং

মঞ্চের উপর তার আগমন প্রতীক্ষা ক'রে আছে। সে কম্পমান হাতে চুল নাড়তে নাড়তে বলল ঃ

"আমার নিশ্চয়ই ভুল হ'বে······তুমি জাননা আমি কেমন ভয় পাচ্ছি! আমার এত ভয় হয়েছে যে মনে হচ্ছে যেন ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলতে যাচ্ছি!" অবশেষে তার পালা এল।

"ক্লিওপেট্রা অ্যালেক্সিয়েভনা—তোমার পালা," মঞ্চ পরিচালক বললে। সে মুখে ভীতির ভাব নিয়ে মঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় গেল; তাকে কঠিন এবং কুৎসিৎ দেখাচ্ছিল এবং আধ মিনিট ধরে তার মুখ থেকে কথা বেরুলো না; তার কানের দুই পাশে চুল দুটির নড়াচাড়া ছাড়া, তার দেহে কোন গতি ছিল না। সে নীরব নিস্তব্ধ-ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

"আপনি প্রথমবারের জন্য অভিনয়াংশ পড়তে পারেন," কে যেন একজন বলল।

আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে ও কাঁদছিল—কাজেই সে কথাও বলতে পারছিল না, হাতের কাগজও খুলতে পারছিল না, ও সব ভুলে গেছিল। আমি মঞ্চে গিয়ে ওকে কিছু বলব ব'লে মনস্থ করলাম, এমন সময় হঠাৎ ও মঞ্চের উপর হাঁটু গেড়ে বসে জোরে কাঁদা সুরু করল।

একটা হৈ চৈ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'ল। এই ব্যাপারে স্তম্ভিত হয়ে আমি মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম—আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কী করতে হবে তাও ভেবে পাচ্ছিলাম না, আমি দেখলাম সবাই মিলে ওকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। আমি অ্যানিউটা ব্লাগোভোকে আমার কাছে আসতে দেখলাম। আমি আগে হলের মধ্যে তাকে দেখিনি—মনে হ'ল সে যেন মেঝে ফুড়ে বেরিয়েছে। তার মাথায় টুপি ছিল—মুখের উপর ছিল জালের অবগুণ্ঠন এবং তাকে দেখে সর্বদা যেমন মনে হত তেমনই মনে হ'ল যেন সে একমিনিটের জন্য ভিতরে ঢুকেছে।

"আমি ওকে অভিনয় করার চেষ্টা না করতে বলেছিলাম," সে ক্রুদ্ধস্বরে বললে, প্রতিটি কথা সে চিবিয়ে বলছিল, তার গাল লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল। "এটা মূর্খতা! আপনার ওকে থামানো উচিত ছিল।"

মিসেস্ অ্যাঝোগুইন ছোট হাতাওয়ালা ছোট জ্যাকেট পরে এলেন। তাঁর ক্ষীণ সমতল বুকের উপর তামাকের ছাই লেগেছিল।

"বাছা, এ বড় কেলেঙ্কারীর ব্যাপার," তিনি হাত মোচড়াতে মোচড়াতে তাঁর অভ্যাস মত আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন। "এ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার!......তোমার বোনের অন্তঃস্বত্বা অবস্থা...... ওর সন্তান হবে! ওকে এখন নিয়ে যাও......"

উত্তেজনায় তাঁর ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল। তাঁর পিছনে হতাশ ভাবে জটলা ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর তিনটি কন্যা—সবাই তাঁর মত কৃশকায়া, সবারই বুক সমতল। তাঁরা সবাই ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যেন বাড়ীতে কোন আসামী ধরা পড়েছে। কি লজ্জার ব্যাপার! কি ভয়ঙ্কর! আর এই পরিবারই কি না সারাজীবন ধরে মানব জাতির কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে আসছিলেন। স্পষ্টতাই তাঁরা ভেবেছিলেন যে মানবজাতির সমস্ত কুসংস্কারই তিনটি মোমবাতি জ্বালানর মধ্যে, ত্রয়োদশ সংখ্যাটির মধ্যে কিংবা অশুভ দিন সোমবারের মধ্যে নিবদ্ধ।

"আমি অনুরোধ করছি......অনুরোধ করছি........." মিসেস্ অ্যাঝোগুইন ঠোঁট চেপে জোর দিয়ে বলতে লাগলেন' "আমি তোমাকে অনুরোধ করছি ওকে নিয়ে যাও।"

॥ আঠারো ॥

একটু পরে আমার বোন ও আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছিলাম। আমি ওভারকোটের আঁচল দিয়ে ওকে ঢেকে নিলাম; আমরা আলোহীন গলির মধ্য দিয়ে পথিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে চললাম—অনেকটা পালিয়ে যাওয়ার মত। সে আর কাঁদছিল না—শুকনো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ম্যাকারিথা কুড়ি মিনিটের পথ—আমি ওকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছিলাম—এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা আমাদের সমস্ত জীবনটা আলোচনা করলাম—সব কিছু সম্বন্ধে আলোচনা, বিবেচনা করতে লাগলাম……।

আমরা স্থির করলাম যে শহরে বাস করা আর আমাদের চলবে না এবং কিছু টাকা জোগাড় করতে পারলেই আমরা স্থানান্তরে চলে যাব। অনেক বাড়ীতে লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছিল—অনেক বাড়ীতে আবার তাস খেলা চলছিল; আমরা বাড়ীগুলিকে ঘৃণা করছিলাম, ভয় করছিলাম এবং আমরা এই সব সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধর্মোন্মত্ততা, উদাসীনতা এবং শূন্যগর্ভতা সম্বন্ধে আলাপ করছিলাম—অভিনয়-উৎসাহী ওই সব লোক যাদের আমরা এতটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম; ওই সব বোকা, নিষ্ঠুর, অলস, অসাধু লোকেরা কুরিলোভকার মাতাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষকদের চেয়ে কিসে ভাল সেই কথা ভেবে আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম কিংবা সহজাত প্রবৃত্তি মাত্র সম্বল যে সব প্রাণীর—জীবনের একঘেয়েমি ভেঙে দেয় এমন কোন দৈব দুর্ঘটনা ঘটলে যারা মাথা ঠিক রাখতে পারে না, তাদের চেয়ে এরা কিসে ভাল! আমার বোন বাড়ীতে থাকলে তার ভাগ্যে কি ঘটত? আমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে এবং পরিচিত লোকদের সঙ্গে সাক্ষাতে তাকে কি নৈতিক যন্ত্রণাই না রোজ সহ্য করতে হত? আমি মনে মনে সব কিছু ভাবলাম

এবং আমার মনে পড়ে গেল সেই সব পরিচিত লোকের কথা যাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনরা একে একে তাদের ছেড়ে চলে গেছে—আমার মনে পড়ল সেই সব কুকুরের কথা যারা যন্ত্রণা পেয়ে পাগল হয়ে যেত এবং সেই সব চড়ুইপাখীর কথা যেগুলোকে জীবন্ত ধরে জলে ডোবানো হত ; ছেলেবেলা থেকে শহরে যে সব নিষ্ঠুর দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণার ছবি দেখেছি সব আমার মনে পড়ল ; আমি ভাবতে পারলাম না কেন এই পঁয়ত্রিশ হাজার নগরবাসী বেঁচে থাকে, কেন তারা বাইবেল পড়ে, কেন তারা প্রার্থনা করে—কেনই বা তারা বই এবং সাময়িক পত্রিকা পড়ে। যা লেখা হয়েছে এবং বলা হ'য়েছে তাতে ফল কি যদি তারা একই আধ্যাত্মিক অন্ধকারে বাস করে এবং স্বাধীনতাকে ঘৃণা করে যেন তারা হাজার হাজার বছর আগের পৃথিবীতে বাস করছে ? স্থপতি সারা শহরে বাড়ী নির্মাণ করতেই তার সময় কাটায়—তবু গ্যালারিকে 'গ্যাল্‌ভারি' ব'লেই তার জীবন শেষ হয়ে যায়। এই পঁয়ত্রিশ হাজার নগরবাসী বই পড়েছে, সত্য, দয়া, স্বাধীনতা প্রভৃতি কথাগুলো বংশপরম্পরায় শুনে এসেছে কিন্তু তবু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা মিথ্যা কথা বলে, পরস্পরকে যন্ত্রণা দেয় এবং স্বাধীনতাকে মারাত্মক শত্রুরূপে ভয় করে এবং ঘৃণা করে।

"কাজেই আমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে," বাড়ীতে পৌঁছে আমার বোন বলল। "যা ঘটেছে তারপর ত আর ওখানে ফিরে যেতে পারব না। ভগবান, কি ভাল! আমি শান্তি অনুভব করছি !"

সে তখনই শুয়ে পড়ল। তার চোখের পাতায় জল চক চক করছিল কিন্তু তার মুখভাবে প্রফুল্লতা ছিল। সে ধীরে ভালভাবে ঘুমোল এবং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে তার হৃদয় সহজ হয়ে আসছিল এবং সেও বিশ্রাম পাচ্ছিল। বহুদিন ধরে সে এত ভাল করে ঘুমায় নি।

এমনি ভাবে আমরা একসঙ্গে বাস করা সুরু করলাম। সে সব সময় গান করত এবং বলত যে সে খুব ভাল আছে। আমি অপঠিত অবস্থায়ই লাইব্রেরী থেকে আনা বইগুলো ফেরৎ দিয়ে আসতাম কারণ সে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল ; সে সুধু স্বপ্ন দেখতে এবং ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কথা বলতে চাইত। সে আমার পোশাক মেরামত করতে করতে গুণ গুণ ক'রে গান করত কিংবা কারপোভনাকে রান্নার কাজে সাহায্য করত কিংবা তার ভ্ল্যাডিমির সম্বন্ধে—তার মন, তার সাধুতা, তার মার্জিত ব্যবহার এবং তার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সম্বন্ধে—আলোচনা করত। আমি তার কথায় সায় দিতাম যদিও আমি আর ডাক্তারকে পছন্দ করতাম না। সে কাজ করতে চাইত, স্বাধীন হবার জন্য এবং জীবিকা সংস্থান করার জন্য তার ইচ্ছা হত এবং সে বলত যে স্বাস্থ্য ভাল হলেই সে শিক্ষয়িত্রী কিংবা নার্সের কাজ সুরু করবে, মেঝে পরিষ্কার করবে এবং নিজের জিনিসপত্র নিজেই ধোওয়া মোছা করবে। তার অজাত শিশুটিকে সে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে সুরু করেছিল—সে তার চোখের রঙ, হাতের আকৃতি এবং হাসির ধরণ জানত। তাকে মানুষ করার কথা আলোচনা করতে সে ভালবাসত এবং ভ্ল্যাডিমির তার মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোক ছিল ব'লে, তার ছেলেকে বাপের মত চমৎকার ক'রে গড়ে তোলাই ছিল তার প্রাণের ইচ্ছা। তার কথা বলার শেষ ছিল না এবং সে যা-কিছু সম্বন্ধে কথা বলত তাতেই সজীব আনন্দে সে পূর্ণ হয়ে উঠত। কখনও কখনও আমি আনন্দিত হয়ে উঠতাম কিন্তু বুঝতাম না কেন আমার এই আনন্দ।

তার স্বপ্নালুতার ছোঁয়াচ নিশ্চয়ই আমারও লেগেছিল কারণ আমিও কিছু পড়তাম না—শুধু স্বপ্ন দেখতাম। সন্ধ্যাবেলা আমি পরিশ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পকেটে হাত পুরে ঘরে পাদচারণা করতাম এবং মাসার কথা বলতাম।

"সে কখন ফিরবে ব'লে তোমার মনে হয় ?" আমি বোনকে প্রশ্ন

করতাম। "আমার মনে হয় বড়দিনের সময় সে ফিরবে—তার পরে নয়। সে সেখানে কি করছে?"

"সে যদি তোমাকে চিঠি না লিখে থাকে, তার মানে এই যে সে শীঘ্রই ফিরবে।"

"সত্যি," আমি সায় দিতাম, যদিও আমি ভালভাবে জানতাম যে মাসাকে ফিরিয়ে আনবার মত কিছু ছিল না আমাদের শহরে।

তার অভাব খুব অনুভব করছিলাম—আমি নিজেকে প্রতারণা না ক'রে পারতাম না এবং অন্যে আমাকে প্রতারিত করুক তাই চাইতাম। আমার বোন ডাক্তারের জন্য ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল, আমি বসেছিলাম মাসার আশায়—আমরা দু'জন হাসতাম আর গল্প বলতাম এবং আমাদের জন্য যে কাবপোভনার ঘুম হত না সেটা আমরা দেখতাম না। সে শুয়ে শুয়ে বিড়বিড় করত:

"আজ সকালে চায়ের পাত্রে টুন্ টুন শব্দ হয়েছিল। তাতে তো কারও মঙ্গল সূচনা করছে না, হে আমার সুখী বন্ধুরা!"

বাড়ীতে ডাকপিয়ন ও প্রকোফি ছাড়া আর কেউ আসত না। ডাক্তারের কাছ থেকে চিঠি এলে ডাকপিয়ন আমার বোনকে এনে দিত—প্রকোফি মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা আসত, আমার বোনের দিকে চুরি করে চাইত এবং রান্নাঘরে গিয়ে বলত:

"প্রত্যেক শ্রেণীরই পথ নির্দিষ্ট—গর্বের ফলে সেটা যদি তোমরা না বোঝ তো 'চোখের জলের উপত্যকায়' তোমাদের পক্ষেই সেটা খারাপ!" সে 'চোখের জলের উপত্যকা' কথাটা ভালবাসত। বড়দিনের সময় আমি একদিন বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম, সে আমাকে তার দোকানে ডেকে নিয়ে গেল এবং আমার করমর্দন না ক'রেই বলল যে আমার সঙ্গে তার কাজের কথা আছে। তুষারপাতের ফলে এবং ভডকা খাওয়ার ফলে তার মুখ লাল; তার পাশে হত্যাকারীর মত মুখ নিয়ে ছুরি হাতে নিকোলকা দাঁড়িয়ে ছিল।

"আমি তোমার সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলতে চাই," প্রকোফি সুরু করল। "এ রকম কাজ হওয়া উচিত নয় কারণ জানো তো লোকেরা এমন 'চোখের জলের উপত্যকা'র জন্য তোমাকেও ক্ষমা করবে না, আমাকেও ক্ষমা করবে না। মা অবশ্য খুব বেশী কর্তব্যপরায়ণ ব'লে তোমাকে নিজে অপ্রিয় কথা বলবে না—তোমার বোনের ছেলে হবে ব'লে তার অন্যত্র যাওয়া উচিত। মা এ কথা নিজে বলবে না কিন্তু আমি এটা চাই না কারণ আমি তার চরিত্র সমর্থন করতে পারি না।"

আমি সব বুঝতে পেরে চলে এলাম। সেই দিনই বোন আর আমি র‍্যাডিশের বাড়ী গিয়ে উঠলাম। গাড়ী ভাড়া করার মত পয়সা ছিল না—তাই আমরা হেঁটেই গেলাম; আমি আমাদের জিনিসপত্রের একটা পোঁটলা পিঠে ক'রে নিলাম, আমার বোনের হাতে কিছুই ছিল না তবু তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, সে কাশছিল আর জিজ্ঞাসা করছিল যে আমরা শীঘ্রই সেখানে পৌঁছাবো কি না।

॥ উনিশ ॥

অবশেষে মাসার কাছ থেকে একটা চিঠি এল :

"প্রিয়তম এম, এ," সে চিঠিতে লিখেছিল, "আমার সাহসী মধুর দেবদূত (বৃদ্ধ গৃহচিত্রকর তোমায় যা ব'লে ডাকে), বিদায়! আমার প্রদর্শনীর জন্য বাবার সঙ্গে আমেরিকায় যাচ্ছি। কয়েকদিনের মধ্যেই ডুবেকনিয়ার থেকে কতদূরে আমি মহাসমুদ্রের বুকে ভাসতে থাকব। ভাবতে ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে হৃদয় ভরে ওঠে! আকাশের মত অনন্ত উদার সমুদ্র—সমুদ্র এবং স্বাধীনতার জন্য আমার হৃদয়ে কি ব্যাকুল আগ্রহ! আমি আনন্দে নেচে নেচে বেড়াই এবং তুমি দেখতেই পাচ্ছ আমার চিঠি কেমন অসংলগ্ন। প্রিয় মিসেল, আমাকে মুক্তি দাও। যে যোগসূত্র এখনও আমাদের ধরে রেখেছে—বেঁধে রেখেছে তা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেল। তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এবং পরিচয় স্বর্গের আলোক-রশ্মির মত আমার অস্তিত্বকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিল। কিন্তু তুমি জানো তোমার স্ত্রী হয়ে আমি ভুল করেছিলাম এবং সেইভুল সম্বন্ধে সচেনততা আমাকে পীড়া দেয়। আমি হাঁটু গেড়ে তোমায় অনুরোধ করছি, প্রিয় উদার-হৃদয় বন্ধু, তাড়াতাড়ি আমার সমুদ্র যাত্রার আগেই তার ক'রে আমায় জানাও যে তুমি আমাদের উভয়ের ভ্রম সংশোধন করতে, আমার ডানার একমাত্র ভার দূর করতে, সম্মত আছ। আমার বাবাই সমস্ত ব্যপারটার জন্য দায়ী হবেন—তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তোমাকে লৌকিকতার দ্বারা ভারাক্রান্ত ক'রে তুলবেন না। তবে কি আমি সমস্ত জগৎ থেকে মুক্ত? সত্যি? সুখী হও; ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমার পাপাচার ক্ষমা কর। আমি বেঁচে আছি এবং ভাল আছি। আমি সব রকম মূঢ়তার পিছনে অধ ধ্বংস করছি—প্রতি মুহূর্তে আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দেই যে আমার মত

প্রকৃতির মেয়ের কোন সন্তান হয়নি। আমি গান করছি এবং কৃতকার্যতাও লাভ করছি কিন্তু এটা আর আমার ক্ষণিক খেয়াল মাত্র নয়। না—এটা আমার বন্দর, বিশ্রামের জন্য আমার আশ্রয়স্থল। রাজা ডেভিডের একটা আংটিতে লেখা ছিল: 'সব কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।" বিষণ্ণ অবস্থায় এই কথাগুলো মানুষকে প্রফুল্ল ক'রে তোলে এবং প্রফুল্ল অবস্থায় এই কথাগুলো মানুষকে বিষণ্ণ ক'রে তোলে। হিব্রুতে এই কথাগুলি লেখা আছে এমন একটি আংটি আমার আছে এবং ভগ্নহৃদয় ও মস্তিষ্ক বিকৃতির হাত থেকে এটা আমাকে রক্ষা-কবচের মত রক্ষা করবে। অথবা মুক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা ছাড়া অন্য কিছু কি প্রয়োজন হয় না, কারণ মুক্তি পেলে লোকের বোধহয় আর কিছুই প্রয়োজন হয় না? তাই আমাদের বাঁধনের সূতোটা ছিঁড়ে দাও। আমি তোমাকে এবং তোমার বোনকে সাদর আলিঙ্গন করছি। ক্ষমা করো এবং ভুলে যেয়ো তোমার এম-কে।"

এক ঘরে আমার বোন থাকত—অন্য ঘরটায় থাকত র‍্যাডিশ; তার অসুখ করেছিল—এখন সেরে উঠছিল। আমি যখন চিঠিটা পেলাম তখন আমার বোন র‍্যাডিশের ঘরে গিয়ে তার পাশে বসে তাকে বই পড়ে শোনানো সুরু করেছিল। সে রোজই তাকে অস্ট্রোভস্কি কিংবা গোগোল পড়ে শোনাত এবং সে তার সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুনতো—কখনও হাসত না, মাথা নাড়ত এবং মাঝে মাঝে নিজে নিজে অস্ফুট স্বরে বলত: "যা কিছু একটা ঘটে যেতে পারে! যে কোন কিছু ঘটতে পারে!"

যদি তার পঠিত বিষয়ে কুৎসিৎ কিছু থাকত, সে বইয়ের দিকে নির্দেশ ক'রে জোর গলায় বলত: "ওই ত! মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথাই এই করে!"

বিষয়বস্তু, উপদেশ এবং সুনিপুণ জটিল ঘটনা সংস্থানের জন্য গল্প তাকে আকৃষ্ট করত এবং সে 'যাঁর' লেখায় বিস্মিত হত কখনও 'তাঁর' নাম বলতো না।

"কি চমৎকারভাবে 'তিনি' লিখেছেন!"

আমার বোন তাড়াতাড়ি একটা পৃষ্ঠা পড়ত, তারপর থামত কারণ সে দম পেত না। র‍্যাডিশ তার হাত ধরে শুকনো ঠোঁট নেড়ে ধরা গলায় অস্ফুটে বলত: "সাধুদের হৃদয় খড়ি মাটির মত সাদা এবং মসৃণ; আর পাপীর হৃদয় আগ্নেয়গিরির কঠিন সচ্ছিদ্র পাথরের মত। সাধুর হৃদয় স্বচ্ছ তেল আর পাপীর হৃদয় আলকাৎরা। আমাদের কাজ করতে হবে, দুঃখ করতে হবে, করুণা দেখাতে হবে," সে ব'লে চলত। "কেউ যদি কাজ না করে এবং দুঃখ না করে, তবে সে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেনা। যারা ভাল খাবার পায়, যারা সবল, যারা ধনী এবং যারা সুদখোর, তাদের দুঃখের অন্ত নেই! তারা স্বর্গরাজ্য দেখতে পাবে না! পোকায় ঘাস খায়, মরিচায় লোহা খায়........."

"আর অসত্য মানুষের আত্মাকে গ্রাস করে," আমার বোন হেসে বলত।

আমি আরেকবার চিঠিটা পড়লাম। ঠিক সেই মুহূর্তে যে সৈনিকটি সপ্তাহে দুবার ক'রে সেণ্টের গন্ধযুক্ত চা, ফরাসী রুটি এবং মাংস নিয়ে আসত—কার কাছ থেকে আনত সে কথা বলতনা—সে এসে রান্নাঘরে ঢুকল। আমার কাজ ছিল না—দিনের পর দিন ঘরেই বসে থাকতাম; হয়ত যে লোকটি আমাদের রুটি পাঠাত সে জানত যে আমরা অভাবগ্রস্ত। আমি আমার বোনকে সৈনিকটির সঙ্গে আলাপ করতে এবং সানন্দে হাসতে শুনলাম। তারপর সে কিছু রুটি খেয়ে শুয়ে পড়ল

এবং আমাকে বলল: "তুমি যখন আপিসের কাজ ছেড়ে গৃহ-চিত্রকর হ'তে চেয়েছিলে তখন অ্যানিউটা ব্লাগোভো এবং আমি প্রথম থেকে জানতাম যে তুমি ঠিকই করেছিলে কিন্তু আমরা সাহস ক'রে সে কথা বলতে পারি নি। আমরা যে কথা মনে করি সেটা বল্‌তে আমাদের বাধা দেয় যে শক্তি, সেটা কী আমায় বল। ওই যে অ্যানিউটা ব্লাগোভো মেয়েটি আছে, সে তোমায় ভালবাসে, তোমায় পূজো করে বললেও অত্যুক্তি হয় না এবং সে জানে যে তুমি ঠিকই করেছ! সে আমাকেও বোনের মত ভালবাসে এবং জানে যে আমি ঠিকই করেছি। অন্তরে অন্তরে সে আমাকে ঈর্ষাও করে কিন্তু কোন একটা শক্তি তাকে বাধা দেয়—তাকে আসতে দেয় না আমাদের দেখতে। সে আমাদের এড়িয়ে চলে—সে ভয় পায়।"

আমার বোন বুকের উপর হাত দুটি অঙ্গুলিবদ্ধ ক'রে আবেগের সঙ্গে বলল: "সে তোমাকে কত ভালবাসে তা যদি তুমি জান্‌তে! সে এ কথা আর কাউকে বলেনি'—শুধু অন্ধকারে অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে একথা আমার কাছে স্বীকার করেছে। সে অন্ধকারে বাগানের মধ্যে আমাকে নিয়ে যেত এবং অস্ফুটস্বরে আমাকে বলত যে তুমি তার কত প্রিয়। তুমি দেখো সে কখনও বিয়ে করবে না কারণ সে তোমাকে ভালবাসে। তুমি কি তার জন্য দুঃখিত?"

"হ্যাঁ।"

"সেই ত রুটি পাঠায়। সে বড় মজার মেয়ে। সে কেন আত্মগোপন ক'রে থাকে? আমিও বোকা ছিলাম কিন্তু সে সব বোকামি আমি ত্যাগ করেছি, আমি আর কাউকে ভয় করিনা, যা পছন্দ করি বা ভাবি তা জোর গলায় বলি—আমি এখন সুখী। যখন বাড়ীতে থাকতাম তখন সুখের সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিলনা—এখন রাণীর সঙ্গেও আমি আর আমার ভাগ্য বদল করতে রাজী নই!"

ডাক্তার ব্লাগোভো এলেন। তিনি তাঁর ডিপ্লোমা পেয়েছেন—বর্তমানে শহরে বাবার ওখানে বিশ্রাম করছিলেন। বিশ্রাম নেওয়া শেষ হ'লে তিনি পিটার্সবার্গে ফিরে যাবেন বললেন। তিনি টাইফাসের টিকাদানে আত্মনিয়োগ করবেন বললেন এবং আমার মনে হয়, কলেরার টিকাদানেও; জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিদেশে যাবার এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। তিনি ইতিপূর্বেই সৈন্যদল ছেড়ে দিয়েছিলেন; তাঁর পরণে ছিল সার্জের পোশাক, উত্তমরূপে তৈরী কোট, ঢোলা পাজামা এবং দামী টাই। আমার বোন তাঁর বোতাম, পিন এবং লাল রেশমী রুমাল দেখে ত আনন্দে আত্মহারা। তিনি দেখানোর জন্য রুমালটি বাইরের বুক পকেটে রাখতেন। একদিন আমাদের হাতে কাজ না থাকায় আমরা তাঁর স্যুট গোণা সুরু করলাম এবং তাঁর অন্তত গোটা দশেক স্যুট আছে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। স্পষ্টই বোঝা যেত যে তিনি আমার বোনকে ভালবাসতেন কিন্তু ঠাট্টা ক'রেও একবারের জন্য তাকে পিটার্সবার্গে নিয়ে যাবার কথা কিংবা বিদেশে নিয়ে যাবার কথা বলতেন না। সে বেঁচে থাকলে তার কি হবে কিংবা তার সন্তানেরই বা ভবিষ্যৎ কি—আমি ভেবে পেতাম না। কিন্তু সে তার স্বপ্ন নিয়ে সুখে ছিল এবং ভবিষ্যতের কথা ভাবত না। সে বলত যে, যদি ডাক্তার সুখী হন তবে তাকে ফেলে রেখে যেখানে খুশী যেতে পারেন—যা' সে পেয়েছে তাই তার পক্ষে যথেষ্ট!

সাধারণত যখনই তিনি আসতেন তখনই তাকে সাবধানতার সাথে পরীক্ষা করতেন এবং ঔষধ মিশ্রিত কিছুটা দুধ তাকে খেতে বল্‌তেন। তিনি এখনও তাই করলেন। তিনি তাকে পরীক্ষা ক'রে এক গ্লাস দুধ খাওয়ালেন—ঘরটা ক্রিয়োসোটের গন্ধে ভরে গেল।

"কি চমৎকার মেয়ে," তিনি তার কাছ থেকে গ্লাসটা নিয়ে বল্‌লেন। "তোমার বেশী কথা বলা উচিত নয়—আর সম্প্রতি তুমি কিনা তোতাপাখীর মত কথা ব'লেই চলেছ। দয়া ক'রে থামো।"

সে হাসতে সুরু করল। আমি বসেছিলাম র‍্যাডিশের ঘরে—তিনি সেখানে এসে সাদরে আমার ঘাড়ে হাত দিলেন।

"যাক ভায়া, তুমি কেমন আছ?" তিনি রোগীর উপর ঝুঁকে প'ড়ে প্রশ্ন করলেন।

"মহাশয়," র‍্যাডিশ ঠোঁট নেড়ে বল্‌ল। "মহাশয়, আমি সাহস ক'রে······আমরা সবাই ভগবানের হাতে এবং আমাদের সবাইকে মরতে হবে।······মহাশয়, আমি আপনাকে সত্য কথা বল্‌ছি······ আপনি কখনও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না।"

হঠাৎ আমি চেতনা হারিয়ে স্বপ্নের ঘূর্ণিপাকে পড়লাম: শীতকালের রাত্রিবেলা, আমি কসাই খানার উঠানে দাঁড়িয়ে, আমার পাশে দাঁড়িয়ে প্রকেফি—তার গায়ে পেপারব্র্যাণ্ডির গন্ধ; আমি নিজেকে টেনে তুলে চোখ মুছলাম এবং তারপর আমার মনে হ'ল আমি শাসনকর্তার বাড়ী চলেছি কৈফিয়ৎ দিতে। এর আগে বা পরে এরকম ঘটনা আর আমার জীবনে ঘটেনি এবং স্মৃতির মতই অদ্ভুত স্বপ্নগুলি স্নায়বিক দৌর্বল্যের ফল ব'লেই আমার মনে হয়। স্বপ্নে আবার কসাইখানার দৃশ্য এবং শাসনকর্তার সঙ্গে আমার আলোচনার দৃশ্য অভিনীত হ'ল এবং একই সময়ে এর অবাস্তবতা সম্বন্ধেও আমি সচেতন ছিলাম।

যখন আমার সংজ্ঞা ফিরে পেলাম তখন দেখলাম যে আমি বাড়ীতে নেই—পথের পাশে একটা বাতির নীচে ডাক্তারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি! "এটা সত্যই করুণ", তিনি বল্‌ছিলেন, তাঁর গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। "সে সুখী—সর্বদা হাসছে—তার মন

আশায় ভরা। কিন্তু বেচারীর অবস্থা বড় নিরাশাজনক। বুড়ো র‍্যাডিশ আমাকে ঘৃণা করে এবং আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে আমি তার প্রতি অন্যায় করেছি। তার দিক থেকে সে অবশ্য ঠিকই করে কিন্তু আমারও নিজস্ব মত আছে। যা ঘটেছে তার জন্য আমি অনুতপ্ত নই। ভালবাসা প্রয়োজন—আমাদের সবারই ভালবাসা উচিত। সেটা কি সত্য নয়? প্রেম ছাড়া জীবনের মানেই হয় না এবং যে মানুষ প্রেমকে ভয় করে এবং এড়িয়ে চলে সে স্বাধীন নয়!"

ধীরে ধীরে আমরা অন্য আলোচনা সুরু করলাম। তিনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলেন—পিটার্সবার্গে তাঁর আলোচনা যে সুনাম অর্জন করেছে তাও বললেন। তিনি উৎসাহের সঙ্গে কথা ব'লে চললেন—আমার বোনের কথা, তাঁর নিজের দুঃখের কথা। আমার কথা আর ভাবলেন না। আমি ভাবলাম যে তার আমেরিকা আছে, লিপি-খোদিত আংটি আছে, এঁর আছে ডাক্তারী উপাধি আর বৈজ্ঞানিক জীবন—আমার এবং আমার বোনের আছে শুধু অতীত।

যখন আমরা বিদায় নিলাম পরস্পরের কাছ থেকে তখন বাতির নীচে দাঁড়িয়ে আমি আবার চিঠিটা পড়লাম। আমার স্পষ্ট মনে পড়ল সেই বসন্তের সকালে সে কেমন ক'রে মিলে আমার কাছে এসেছিল—আমার ফারকোটে গা ঢেকে কেমন ক'রে শুয়ে কৃষক রমণীর অভিনয় করেছিল। আর একবারও ভোরবেলায় আমরা যখন জল থেকে জালটা টেনে তুলেছিলাম, তখন তীরের উইলো গাছগুলি আমাদের উপর বড় বড় জলের ফোঁটা ফেলেছিল—আমরা হেসেছিলাম······

গ্রেট জেন্টি স্ট্রীটে আমাদের বাড়ী অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি বেড়া ডিঙ্গিয়ে ভেতরে গেলাম—আগেকার দিনের মত পিছনের দরজা

দিয়ে রান্না ঘরে গেলাম একটা ছোট বাতির জন্য। স্টোভের উপর চায়ের পাত্র শব্দ করছিল—বাবার জন্য চা তৈরী হচ্ছিল। "কে এখন বাবার চা ঢেলে দেয়?" আমি ভাবলাম। আমি বাতি নিয়ে আমার পুরাণো ঘরটায় গেলাম—পুরাণো খবরের কাগজ দিয়ে বিছানা তৈরী করে শুয়ে পড়লাম। দেয়ালের পেরেক-গুলো আগের মতই ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগল এবং তাদের ছায়া-গুলো কাঁপতে থাকল। খুব ঠাণ্ডা পড়েছিলো। আমার মনে হ'ল বোনকে রাত্রের খাবার নিয়ে আসতে দেখলাম কিন্তু তখনই মনে পড়ল যে সে অসুস্থ হয়ে র্যাডিশের বাড়ীতে পড়ে আছে। আমি যে বেড়া ডিঙ্গিয়ে এসে ঠাণ্ডা ঘরটায় শুয়েছি সেটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকতে লাগল। আমার মন অস্পষ্ট অদ্ভুত সব কল্পনায় ভরা ছিল।

একটি ঘণ্টা বাজল; ছোট বেলার থেকে পরিচিত শব্দ; প্রথমে দেয়ালের তারে শব্দ হ'ল—তারপর মৃদু করুণ ঘণ্টার শব্দ হ'ল রান্না ঘরে। বাবা ক্লাব থেকে ফিরলেন। আমি উঠে রান্নাঘরে গেলাম। পাচিকা অ্যাক্সিনিয়া আমাকে দেখে আনন্দে করতালি দিয়ে উঠল এবং কাঁদতে সুরু করল।

"হায় কপাল!" সে অস্ফুটস্বরে বলল। "হায় কপাল! হায় ভগবান!" উত্তেজনায় সে নিজের বহির্বাবরণ টানতে লাগল। জানালার উপর ভডকামিশ্রিত দুই বোতল বেরি ছিল। আমি এক কাপ ঢেলে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললাম কারণ আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছিল। অ্যাকসিনিয়া তখনই টেবিল এবং চেয়ার পরিষ্কার করেছিল—পাচিকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে রান্নাঘর থেকে যে মধুর গন্ধ বেরোয় তেমনই একটা মধুর গন্ধ ছিল। এই মধুর গন্ধ এবং ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে আকৃষ্ট হয়ে আমরা ছোট বেলায় রান্নাঘরে আসতাম—সেখানে আমরা পরীর গল্প শুনতাম এবং রাজা রানী খেলতাম......

"ক্লিওপেট্রা কোথায়?" অ্যাকৃসিনিয়া তাড়াতাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। "আর তোমার টুপি কোথায়? লোকে বলে যে তোমার স্ত্রী নাকি পিটার্সবার্গে গেছেন!"

সে মায়ের সময় থেকে আমাদের বাড়ীতে ছিল—ক্লিওপেট্রা এবং আমাকে ছোটবেলায় স্নান করিয়ে দিত, এখনও আমরা তার কাছে ছেলেমানুষ ছিলাম এবং তার কর্তব্য ছিল আমাদের সংশোধন করা। মিনিট পনেরোর মধ্যে সে তার মনের কথা—যা এতদিন আমার অনুপস্থিতিতে রান্নাঘরে জমিয়ে রেখেছিল—আমায় সব খুলে বলল। সে বলল যে ডাক্তারের সঙ্গে ক্লিওপেট্রার বিয়ে দেওয়া উচিত—আমাদের শুধু একটু ভয় দেখাতে হবে ডাক্তারকে, তাঁকে দিয়ে একটা সুলিখিত দরখাস্ত পাঠালেই আর্চবিশপ তাঁর পূর্ববিবাহ নাকচ ক'রে দেবেন; আমার বউকে কিছু না জানিয়ে ডুবেকনিয়া বেচে ফেলে টাকাটা আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা করা ভাল; আমার বোন এবং আমি যদি হাঁটু গেড়ে ভালভাবে বাবার কাছে ক্ষমা চাই তবে তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন এবং আমাদের জন্য পবিত্র জননী যাতে মধ্যস্থতা করেন সে উদ্দেশ্যে তাঁর প্রার্থনা করা আমাদের উচিত......

"এখন গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বল" সে বলল যখন কাশির শব্দ শোনা গেল। "গিয়ে কথা বল এবং তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চাও। তিনি ত আর তোমার মাথা কামড়িয়ে ছিঁড়বেন না।"

আমি ভেতরে গেলাম। বাবা টেবিলে বসে গথিক জানালা এবং গম্বুজওয়ালা দমকলের আড্ডার মত একটা বাংলোর নক্সা করছিলেন—অদ্ভুত প্রাণহীণ কুরুচিসম্পন্ন একটা পরিকল্পনা। আমি কেন যে বাবার কাছে গেছিলাম তা আমি জানতাম না। কিন্তু আমার মনে আছে যখন তাঁর কৃশ মুখ, রক্তবর্ণ গলা এবং দেয়ালের

উপর তাঁর ছায়া দেখলাম, তখন তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে অ্যাকসিনিয়ার কথা মত তাঁর কাছ থেকে সবিনয়ে ক্ষমা চাইবার ইচ্ছা আমার হয়েছিল; কিন্তু গথিক জানালা এবং গম্বুজওয়ালা বাংলোর নক্সা দেখে আমি থেমে গেলাম।

"গুড ঈভনিং" আমি বললাম।

তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন—পর মুহূর্তে চোখ নামালেন তাঁর নক্সার দিকে।

"তুমি কি চাও?" তিনি কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে বোনের ভয়ানক অসুখ। সে মৃত্যু শয্যায়।" আমি বিরসভাবে বললাম।

"বেশ?" বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চশমা খুলে টেবিলের উপর রাখলেন। "যেমন বীজ বপন করেছ তেমনই শস্য ত কাটতে হবে। মনে করে দেখ দুবছর আগে এমনই ক'রে আমার কাছে এসেছিলে —ঠিক এই জায়গায়ই আমি তোমাকে মরীচিকার পিছনে না ছুটে তোমার সম্মানের কথা ভাবতে বলেছিলাম—তোমার কর্তব্য, পূর্ব-পুরুষদের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য—তাঁদের পবিত্র ঐতিহ্যের কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি আমার কথা শুনেছিলে? তুমি আমার উপদেশ অবহেলা ক'রে তোমার দূষিত মত আঁকড়িয়েই থাকলে; তাছাড়া তুমি তোমার বোনকেও টেনে নামালে ঘৃণ্য মরীচিকার মধ্যে এবং তার অধঃপতন ও লজ্জার কারণ ঘটালে। এখন দুজনেই তার ফল ভোগ করছো। যেমন বীজ বপন করেছ, তেমনই শস্য পাবে!"

তিনি কথা বলতে বলতে ঘরময় পাদ চারণা করতে লাগলেন; তিনি হয়ত ভেবেছিলেন যে আমি ভুল করেছি একথা স্বীকার করার জন্যই বোধ হয় আমি এসেছি এবং বোনের জন্য ও নিজের জন্য তাঁর সাহায্য চাইব এই প্রত্যাশাই তিনি হয়তো করছিলেন। আমি

শীত বোধ করছিলাম এবং জ্বরের রোগীর মত কাঁপছিলাম। ভাঙা গলায় কোন মতে কথা বললাম।

"আমিও আপনাকে মনে করতে বলছি," আমি বললাম, "যে এই ঘরেই আমি আপনাকে আমার কথা বোঝার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, চিন্তা করতে বলেছিলাম—আমরা কেন কি উদ্দেশ্যে বেঁচে আছি সেকথা আপনাকে ভাবতে ব'লেছিলাম ; আর আপনি কিনা তার বদলে আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা, আমার যে পিতামহ কবিতা লিখতেন তাঁর কথা আমায় শুনিয়েছিলেন। আপনাকে এখন বলছি যে আপনার একমাত্র কন্যার অবস্থা আশঙ্কাজনক—আপনি পূর্বপুরুষদের কথা, ঐতিহ্যের কথা বলছেন!···মৃত্যু যখন কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে—আপনি আর পাঁচ কি দশ বৎসর বেঁচে থাকবেন—এখনও আপনার এই লঘুতা!"

"তুমি কেন এখানে এসেছ?" বাবা কঠিন গলায় জিজ্ঞাসা করলেন। স্পষ্টই তাঁর চরিত্রের লঘুতার উল্লেখে তিনি অপমানিত বোধ করেছিলেন।

"আমি জানিনা। আমি আপনাকে ভালবাসি। আমাদের মধ্যে এত ব্যবধান—একথা আমি বলতে পারি ব'লে আমি আরও দুঃখিত। সেই জন্যই আমি এসেছি। আমি এখনও আপনাকে ভালবাসি কিন্তু আমার বোন আপনার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেছে। সে আপনাকে ক্ষমা করেনি এবং কখনও করবেও না। আপনার নাম শুনলেই তার পূর্বজীবনের ঘৃণ্যতার কথা মনে পড়ে যায়।"

"আর তার জন্য দোষী কে?" বাবা চীৎকার ক'রে উঠলেন। "তুমি, বদমায়েস, তুমি!"

"হ্যাঁ, বলুন আমিই দোষী," আমি বললাম। "আমি স্বীকার করছি যে আমি অনেক কিছুর জন্যই দোষী কিন্তু আপনার যে জীবন আমাদের উপর আপনি চাপাতে চান সে জীবন এত একঘেয়ে, বৈচিত্র্যবিহীন এবং

অসুন্দর কেন? গত ত্রিশ বৎসর ধ'রে আপনি যে সব বাড়ী তৈরী করেছেন সে সব বাড়ীতে এমন কোন লোক নেই কেন যার কাছ থেকে, কি ক'রে বেঁচে থাকতে হয় এবং যন্ত্রনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, সে কথা শিখতে পারি? আপনার তৈরী এই সব বাড়ী নরক কুণ্ডের মত—সেখানে মা এবং মেয়ের উপর অত্যাচার করা হয়, শিশুদের যন্ত্রণা দেয়া হয়···আমার হতভাগ্যা জননী, আমার অসুখী বোন! ভডকা, তাস এবং কেলেঙ্কারীর সাহায্যে নিজের অস্তিত্ব ভুলে থাকতে হয়—তাঁবেদারী করতে হয়, ভণ্ডতা করতে হয় এবং বছরের পর বছর ধ'রে পচা বাড়ী পরিকল্পনা করতে হয়—অথচ সেই সব বাড়ীর মধ্যে যে ভয়াবহতা লুকিয়ে থাকে তা চোখে পড়ে না। শত শত বৎসর ধ'রে আমাদের শহরটা বেঁচে আছে—অথচ এই সময়ের মধ্যে এ শহর থেকে দেশের পক্ষে উপকারী একটি লোকও বেরোয়নি —একটিও না! প্রাণবান এবং আনন্দময় যা কিছু ছিল তা ভ্রূণেই আপনি হত্যা করেছেন! দোকানী, মদের দোকানী, কেরানী আর ভণ্ডে ভরা শহর, উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ একটা শহর—এ শহর যদি সহসা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে একটি মাত্র লোকেরও কোন ক্ষতি হবে না!"

"আমি তোমার কথা শুনতে চাই না, তুমি বদমায়েস," বাবা ডেস্কের থেকে রুলারটা নিয়ে বললেন ঃ "তুমি মাতাল হয়েছ! এরকম অবস্থায় তুমি তোমার বাবার সামনে আসার সাহস কর! আমি তোমাকে শেষ বারের মত বলছি—তুমি তোমার বেশ্যা বোনকেও একথা বলতে পার —যে তোমরা আমার কাছ থেকে কিছু পাবে না। আমি অবাধ্য সন্তানদের আমার হৃদয় থেকে সরিয়ে দিয়েছি এবং তারা যদি তাদের অবাধ্যতা এবং একগুয়েমির জন্য কষ্ট পায় তবে তাদের জন্য আমার করুণা হবে না। যেখান থেকে এসেছ সেখানে তুমি ফিরে যেতে পার! ভগবান দয়া ক'রে তোমাকে দিয়ে আমার শাস্তি বিধান করেছেন। আমি নত হয়ে শাস্তি ভার গ্রহণ করব এবং জীবের মত যন্ত্রনায় এবং

অবিশ্রাম পরিশ্রমে আমি সান্ত্বনা খুঁজে পাই। তোমার জীবন যাত্রার পদ্ধতি সংশোধন না করা পর্যন্ত তুমি আমার বাড়ীর দরজা মাড়িয়ো না। আমি ন্যায়ধর্মী এবং যা কিছু বলি তা কার্যকরী সদ্‌বুদ্ধি থেকেই বলি। নিজের জন্য তোমার যদি কিছু মাত্র বিবেচনাও থাকত তবে আমি যা বলেছিলাম এবং এখনও বলছি তা তোমার মনে থাকত!"

আমি হাত দুটি ছড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম; সেদিন রাত্রে কিংবা পরদিন কি ঘটেছিল তা আমার মনে নেই।

লোকে বলে যে আমি নাকি খালি মাথায় গান করতে করতে এবং টলতে টলতে রাস্তা দিয়ে গেছিলাম—আর ছোট ছেলের দল আমার পিছনে পিছনে চীৎকার করেছিল: "কম লাভ! কম লাভ!"

॥ কুড়ি ॥

আমি যদি আংটি তৈরী করাতাম তবে তার উপর লিখে নিতাম: "কিছুই নষ্ট হয় না।"

আমি বিশ্বাস করি যে চিহ্ন না রেখে কোন কিছুই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না; বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনে প্রত্যেক ছোট পদক্ষেপেরই একটা অর্থ আছে।

আমার জীবনে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তা বৃথা যায়নি। আমার শোচনীয় দুর্ভাগ্যে, আমার ধৈর্যে শহরের লোকদের হৃদয় ব্যথিত হয়েছিল; আমি বাজারের মধ্য দিয়ে হাঁটলে তারা আর আমায় "কম লাভ" ব'লে ডাকে না, আমায় উপহাস করে না এবং আমার গায়ে জল ছিটিয়ে দেয় না। তারা আমার শ্রমিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে —আমি রঙের পাত্র কিংবা জানালার সার্শি বয়ে নিয়ে গেলে তারা আর বিস্মিত হয় না। অপর পক্ষে তারা আমাকে কাজ দেয়, ভাল কর্মী ব'লে আমার সুনাম হয়েছে এবং র‍্যাডিশের পরে আমিই এখন শ্রেষ্ঠ ঠিকাদার। র‍্যাডিশ এখন ভাল হয়ে ভারা না বেঁধেই গির্জার কাজ করে কিন্তু লোকজন চালানোর মত সবল হয়ে সে ওঠেনি—কাজেই আমি তার স্থান দখল করেছি। আমি কাজের আশায় শহরময় ঘুরি —লোক নিয়োগ করি, কাজ ছাড়িয়ে দেই এবং চড়া সুদে টাকা ধার করি। এখন নিজে ঠিকাদার হয়ে আমি বুঝি যে সামান্য একটা কাজের জন্য পাথর বসানোর লোক খুঁজতে কি ক'রে এক সঙ্গে কয়েকটি দিন কেটে যায়। লোকে আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে, সসম্মানে আমাকে সম্বোধন করে, যে সব বাড়ীতে আমি কাজ করি সেখানে চা খেতে দেয় এবং চাকর পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে আমি ভোজ খাব

কি না। ছেলে মেয়েরা মাঝে মাঝে আসে এবং উৎসুক বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে পর্যবেক্ষণ করে। একবার আমি শাসন-কর্তার বাগানে তাঁর গ্রীষ্মকালীন বাড়ীটার মার্বেল পাথরে রঙ দিচ্ছিলাম। শাসন-কর্তা সেই বাড়ীতে এলেন এবং করার কিছু না পেয়ে আমার সঙ্গে আলাপ সুরু করলেন; তিনি যে আমাকে সাবধান করার জন্য একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন সে কথা আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম। মুহূর্তের জন্য তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন, গোল 'ও'র মত মুখ খুললেন এবং হাত নেড়ে বললেন: "আমার তো মনে পড়ছেনা!"

আমি দিন দিন বৃদ্ধ, মৌন, খামখেয়ালী এবং কঠোর হয়ে পড়ছি; আমি খুব কম হাসি, লোকে বলে যে আমি র‍্যাডিশের মত হচ্ছি এবং তারই মত আমি উদ্দেশ্যহীন নীতিবাদের দ্বারা লোকের বিরক্তি উৎপাদন করি।

আমার ভূতপূর্ব স্ত্রী ম্যারিয়া ভিক্টরোভনা বিদেশে বাস করে—তার বাবা পূবদিকে কোথায় রেল লাইন তৈরী করছেন এবং সেখানে জমি কিনছেন। ডাক্তার ব্লাগোভোও বিদেশে। ডুবেকনিয়া মিসেস শেপ্রাকভের হাতে ফিরে গেছে; তিনি এঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে ডুবেকনিয়া কিনে নিয়েছেন—অনেক দর কষাকষি ক'রে শতকরা বিশটাকা কম মূল্য দিয়েছেন। ময়সি বোলারদের টুপি পরে ঘুরে বেড়ায়; সে প্রায়ই গাড়ীতে ক'রে শহরে আসে এবং ব্যাঙ্কের বাইরে গাড়ী থামায়। লোকে বলে যে সে ইতিপূর্বেই একটা বন্ধকী সম্পত্তি কিনেছে এবং ডুবেকনিয়াটা কিনে নেবার ইচ্ছাও তার আছে—তাই সব সময় ব্যাঙ্কে খোঁজ নেয়। বেচারী আইভ্যান শেপ্রাকভ মদ খেয়ে বিনা কাজে শহরে ঘুরে বেড়াত। আমি আমাদের ব্যবসায়ে তাকে একটা কাজ দেবার চেষ্টা করেছিলাম এবং কিছু দিনের জন্য সে গৃহচিত্রকরের ব্যবসা করেছিল; ব্যবসায়ে তার অনেকটা অভ্যাসও হয়ে এসেছিল, পাকা গৃহচিত্রকরের মত সে তেল চুরি করত, ঘুষ চাইত এবং মদ খেয়ে

মাতাল হত। কিন্তু শীঘ্রই সে একাজে বিরক্ত হয়ে উঠল। পরিশ্রান্ত হয়ে সে ডুবেকনিয়ায় ফিরে গেল এবং কিছুদিন পরে আমি শুনতে পেলাম যে সে নাকি একদিন রাত্রে ময়সিকে হত্যা করার জন্য এবং মিসেস শেপ্রাকভের বাড়ীতে ডাকাতি করার জন্য চাষীদের উত্তেজিত করেছিল।

আমার বাবা খুব বুড়ো হয়েছেন—তিনি ঝুঁকে পড়েছেন এবং সন্ধ্যার সময় বাড়ীর কাছে সামান্য একটু বেড়ান।

যখন কলেরা হত প্রকোফি পেপার ব্রাণ্ডি এবং আলকাৎরা খাইয়ে দোকানীদের রোগ আরোগ্য করত এবং টাকা নিত। খবরের কাগজে পড়েছিলাম যে দোকানে বসে ডাক্তারদের নিন্দা করার জন্য তাকে বেত মারা হয়েছিল। তার ছোট চাকর নিকোলকা কলেরায় মারা গেছিল। কারপোভনা এখনও বেঁচে আছে এবং এখনও ছেলে প্রকোফিকে ভালবাসে ও ভয় করে। যখনই সে আমাকে দেখে, তখনই সে করুণভাবে মাথা নাড়ে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে: "তুমি বেচারী, তুমি শেষ হয়ে গেছ!"

রবিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিন ভোর বেলা থেকে একটু বেশী রাত পর্যন্তই আমি ব্যস্ত থাকি। রবিবার এবং ছুটির দিন আমি বোনের মেয়েটির (আমার বোন ছেলে প্রত্যাশা করেছিল কিন্তু হয়েছিল মেয়ে) হাত ধরে সমাধিস্থলে যাই, সেখানে আমি দাঁড়াই কিংবা বসি এবং আমার প্রিয় বোনের সমাধিস্থানের দিকে তাকিয়ে দেখি আর মেয়েটিকে বলি যে তার মা ওইখানে ঘুমিয়ে আছে।

কখনও কখনও সমাধির পাশে অ্যানিউটা ব্লাগোভোর সঙ্গে দেখা হয়। আমরা পরস্পরকে সম্ভাষণ জানাই এবং নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি কিংবা ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে, তার মেয়ের সম্বন্ধে এবং জীবনের দুঃখের কথা বলি। তারপর আমরা সমাধিস্থান ত্যাগ ক'রে নীরবে পথে বেড়াই—অ্যানিউটা ইচ্ছা ক'রে পিছনে পড়ে যাতে আমার সঙ্গে তার

একা থাকতে না হয়। হাসিখুসী সুখী ছোট মেয়েটি উজ্জ্বল সূর্যালোকে চোখ অর্ধেক বন্ধ ক'রে হাসে এবং অ্যানিউটার দিকে তার ছোট ছোট হাত দুটি বাড়িয়ে দেয়। আমরা দুজনে থেমে পড়ি এবং তাকে আদর করি। যখন আমরা শহরে পৌঁছাই, লজ্জিত এবং বিব্রত হয়ে অ্যানিউটা বিদায় নেয় এবং গম্ভীরভাবে একা চলতে থাকে…তাকে দেখে কোন পথিকের বুঝবার উপায় থাকে না যে এই মাত্র সে আমার পাশে বেড়াচ্ছিল এবং মেয়েটিকে আদর পর্যন্ত করছিল।